



## বিজ্ঞাপন



চারি বৎসর পূর্বে আমি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিব তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। তিন বৎসর অতীত হইল, আমি “চিত্তরঞ্জিকা” নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করি। “চিত্তরঞ্জিকা” লিখিয়া আমি বেক্লপ উৎসাহ পাইয়াছি, বোধ হয়, কোন কালে কোন দেশে কোন গ্রন্থকার সেক্লপ উৎসাহ পান নাই। তবে আমি কি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে পুনর্বার প্রবৃত্ত হইলাম। সঙ্কল্প পাঠকগণ! ইহার উত্তর আমি কিছুই দিতে পারিলাম না। তবে যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক খানি অধ্যয়ন করেন, বোধ হয়, ইহার উত্তর কিছু পরিমাণে পাইলেও পাইতে পারেন। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিবার ফল নহে, ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিবার ফল। যেহেতুক আমি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ অধিক পাঠ করি নাই।

উপকার স্বীকার না করা বড় অধ্যর্থ। সেই অধ্যর্থভরে আমি এই স্থলে স্বীকার করিতেছি যে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ কবিগণ বরঙ্গ ও বাইরণের কিছু কিছু ভাব এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে সমিবেশিত করিয়াছি।

অবশেষে সঙ্কল্প পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই, যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করেন, সকল প্রশ্ন সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকারম্ভ !



# মানাবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাশয়েষু ।

ওহে সুধীবর, তব ও অন্তর,

কোমল কমল যেন,

দয়ার আকর, বিদ্যার সাগর,

কয় জন তোমা হেন ?

প্রকৃতি সুন্দরী, এ ভব উপরি

অগ্রে গঠনিল কত

জীব জন্তু প্রাণী, নাহি পারে বাণী

বর্ণনা করিতে তত ।

সর্ব শেষে নর, প্রফুল্ল-অন্তর

প্রকৃতি গঠিল করে,

রুত্তি নানা রূপ, একের স্বরূপ

কে দেখে বল অপরে ?

মানব যেমন, কুতূহলী মন

রহস্ত বেড়ায় খুজি,

প্রকৃতি তেমন, রহস্তে মগন

হতে চায় সেও বুঝি ।

রহস্তের ভরে, এই ভব'পরে

প্রকৃতি গঠিল তাই,

প্রাণী এক আর, প্রকৃতি তাহার  
বড়ই মজার ভাই।

পর সুখ তরে, অঙ্গ কালি করে  
ভাবি ভাবি সারা দিন,

পর সুখ তরে, স্বাস্থ্য তঙ্গ করে,  
আমোদ প্রমোদ চীন।

পর সুখ তরে অশন উদরে,  
জুটে না তাহার রোজ,  
ভবিষ্যত তরে, ভাবেনা অন্তরে,  
যেই জুটে তাই ভোজ।

এর পুরস্কার, গালাগালি তার  
ঈর্ষা নিন্দা কুৎসা তীর,  
বন্ধ ভেদে তার, জ্বালায় যাহার,  
হৃদি তার নহে স্থির।

নাম এ প্রাণীর, হলো প্রকৃতির,  
ইচ্ছা কবি বলি দিতে,  
কিন্তু সে প্রকৃতি পাঠান প্রকৃতি  
নিতান্ত না বুঝি চিঁতে।

হুঃখ ভাবি তার, প্রকৃতি আবার  
আশ্রয় করিয়া দিল।

সুখী, দয়াবান্, আশ্রয়ের স্থান,  
তার সে তাই হইল।

কাব্য লতিকার, কে আছে আমার  
 তোমা ভিন্ন গোঁসহায় ?  
 বরি তবান্ধ্রয়, কাব্যলতাচয়,  
 ব্যাপুক উদ্যান প্রায়  
 এ বিশাল বক্ষে, যেন তব সঙ্কে  
 কাব্য বল্লী না শুকায়।  
 “চিত্ত-রঞ্জিকার,” যেমন আলায়  
 পাদপ কণ্টক-প্রায়,  
 ভাবি সহকারে, “চিত্ত-রঞ্জিকারে”  
 কঠিন শমীরে দিহু,  
 “মোহিনী-মোহন,” পাদপ-চন্দন  
 তোমায় ভাবি অর্পিণু।

একান্ত বশব্দ

শ্রীধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সাং বালি।



# শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২	২২	যুটেনি	যুটেনি
৮	১৬	পৌছহিতে	পহুহিতে
৮	১৬	সদত	সতত
১৮	১৭	মনশচক্ষে	মনশচক্ষে
৩৮	১৭	নড়িল	লড়িল
৪১	২৩	সদত	সতত
৭০	১২	পড়েছে	পরেছে
৭১	২	চাক তায়	চাকতায়
৭২	৮	সরণীরে	সরণীরে
৭৬	১৮	আশ্র-কলে	আশ্র কলে
৭৭	২৬	কম্পা	শোভা
৮৭	১৫	কুল	কুল
৯২	২৩	পরিশর	পরিসর
১০৬	৬	কয়	কর
১১	১১	সন্তোগি	লইয়া
১১০	১৮	বিজ্ঞান	বিদ্বান
১১৬	১২	শরা	শরা
১১৬	২৪	হর্ষা	হর্ষা
১৭৩	২৬	আগি	আ'সে
১৮৫	২৩	ভজি ইচ্ছা	কত সাধ
১৯৫	৫	হর্ষা	হর্ষা
১৯৮	২১	হর্ষা	হর্ষা
২১০	২০	ধূমে	ধূমে
২২৩	১০	কিবা	কেবা
২৪২	৭	যুগ্মরিবে	যুগ্মরিবে



# মোহিনীমোহন কাব্য ।

## প্রথম সর্গ ।

"What is man ? for simple is he look ,  
Do but try to develop his hooks and his crooks,  
With his depths, and his shallows, his good and his evil,  
All in all he's a problem most puzzle the devil "—BOEN.

‘সংসার’ অথ আগার যেই জন কর,  
দয়াশূন্য জারি দেহ কি আছে সংশয় ।  
যে পার্শ্বে ফিরাই জাঁখি দেখি জীবকষ্ট,  
অথ অধু শব্দমাত্র, জান হয় স্পষ্ট ।  
হৃর্বলের প্রতি প্রবলের পেশীড়ন,  
প্রাণ কাঁদি উঠে বাহা করি সম্মর্শন ।  
অচিত্র চিত্রকণ ও অঙ্গ পতঙ্গ পাদপে  
পশিয়া প্রকৃতিশোভা করিছে আতপে ।  
কি চাক বরণ প্রভা সাঁখি তৃপ্তিকর,  
নিরীক্ষণে নির্দোষিত উত্তম অন্তর ।  
এমন সময় এক কাল বিহঙ্গম,  
ধরিল পতঙ্গ আমি প্রকাশি বিক্রম ।  
কোন স্থানে দধীমুখী বসি শাখী পরে,  
করিছে সংগীত কিবা স্তম্ভুর স্বরে ।

সে মুরলী-ধনি শুনি মন পুনর্কিত,  
 বেণু ধীণা লজ্জা পায় শুনি সে সংগীত।  
 এমন সময় এক শিকারিয়া শাখী,  
 দেখিয়া সে দধীমুখী হতে এক শাখী।  
 কালান্তিক কাল সম করি পরাক্রম,  
 করিল কবলস্থিত তাহারে অধম।  
 কোন স্থলে নয়ন পুতলি পুত্রবরে  
 জননী হইয়া হারা কাঁদে শোকভরে।  
 এমনি নির্দয় কাল দয়াশূন্য মন,  
 জননীর কোড় হতে কাড়ে পুত্রধন।  
 ককণ ক্রন্দনধ্বনি শুনি জননীর,  
 আছে কি এমন মন হতে পারে স্থির ?  
 বক্ষে করাঘাত করে ধূলায় লুপ্তিত,  
 ঝর ঝর ঝরে অশ্রু হাহাসম্মিলিত।  
 ক্রন্দন-প্রবণে তাঁর হৃদয় বিদরে,  
 তাজিয়া সংসার, বনে বাই ইচ্ছা করে।  
 কোন স্থানে নারীজ্ঞা মলিন বেশ ধরি,  
 ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বারে মুক্তিভিক্ষা করি।  
 মলিন বসন ছিন্ন তাহে শত তালি,  
 ছেরি বাহা ছুই শিশু দেয় করতালি।  
 কক্ষে বুলি করাছুনি ধরি বংশধক্তি,  
 যুঠেনি উদরে অন্ন বুঝি দিন দশটী,  
 কক্ষ কোণ অস্থিগণে তাহে চক্ষু বসা,  
 উদয় হৃদয়ে শঙ্কা নিরখি সহসা।  
 কোন স্থানে কুষ্ঠব্যাধি গতি-শক্তি হীন,  
 হস্ত প্রসারিয়া ভিক্ষা চাহে বসি দীন।

ধন ধন্যে কার শির কার কাটে ছাত  
 শোণিতে ভাসিবে ছুমি তাহার পশ্চাৎ ।  
 সময়ের সহোদর দুর্ভিক্ষ ভীষণ,  
 পশ্চাতে আসিয়া তার নাশে নরগণ ।  
 সোদর কনিষ্ঠ তাই মড়ক দুর্জয়,  
 বিস্তারিত করে পরে ঘোর মারীভয় ।  
 কোন স্থলে ধারিক, ধীমান, ধীর জনে,  
 পাণ্ডিত্য পাষণ্ড নর নিযুক্ত পৌড়নে ।  
 দোষী নন অস্ত্র দোষে স্তম্ভ সত্যপ্রিয়,  
 দোষী নন অস্ত্র দোষে স্তম্ভ জিতেন্দ্রিয় ।  
 সত্য ধর্ম ভ্রাম্য কথা যেই ভাল বাসে,  
 নির্বোধ বলিয়া দুই তাহারে সম্বোধে ।  
 প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পরপ্রণীড়ন,  
 করিতে স্তম্ভ যেই সেই বিজ্ঞ জন ।  
 দয়াবান, দানশীল, দুঃখী দুঃখহর,  
 নির্বোধের শিরোমণি তাদের গোচর ।  
 পরদেষী, পরস্তম্ভ, পর-হিংসাকারী,  
 বুদ্ধিজীবী সেই জন আদর তাহারি ।  
 গঠনিল যেই জন এ হার সংসার,  
 কেমনে হৃদয় তার ককণা আধার ।  
 জীবেরে যন্ত্রণা দিতে যেই জন দক্ষ,  
 সে জন সক্ষম দিতে মানবের মোক্ষ ?  
 সত্য, ধর্ম, যে সংসারে এত সুবিরল,  
 বিড়ম্বনা সে সংসারে বসতি কেবল ।  
 মনোমত লোক খুঁজি না পাই জগতে,  
 বল মন সে সংসারে রহিব কেমনে ।

পদে নাহি পদাঙ্গুলি তাহে কত শত,  
 ভন্ ভন্ করে মাছি তাহে অবিরত ।  
 কোন স্থানে অঙ্কজনে প্রসারিয়া কর  
 “দে বাপ্প্রে তিক্ষা মোরে” বলে নিরন্তর ।  
 দৃষ্টিহীন যেই জন কি কহিই তার,  
 হতভাগ্য তার সম কেবা আছে আব ?  
 যে জন জীবেরে পারে সৃজিবারে অঙ্ক,  
 কভু না তাহার হৃদে আছে দয়া-গন্ধ ।  
 উচ্চ - অভীলাষ - স্তম্ভ সময় অধম,  
 প্রকাশিছে কোন স্থানে বিষম বিক্রম ।  
 বিশাল দক্ষিণ করে অগ্নি অস্ত্র ধবে,  
 চক্ৰচকি তরবার বলে বাম করে ।  
 লোহিত লোচন তার যেন প্রভাবর,  
 মানবশোণিতে তার রক্তাক্ত অশ্বর ।  
 অজ্ঞেয় অনল অস্ত্র যবে সঞ্চালন  
 করিয়া মানবকুলে নাশরে হুর্জ্বন ।  
 মুহুমুহ যৌরনাদে বজ্র পার লাজ,  
 উপলব্ধ হয় মনে প্রলয় বিরাজ ।  
 গুলিবৃষ্টি দেখি চক্ষে প্রাণ কাঁপে ডরে,  
 শিলাবৃষ্টি বলি জন্ম জন্মে অস্তরে ।  
 গোলাবৃষ্টি যবে সৈই করে বরিষণ,  
 শত উল্কাপিণ্ড বর্ষে যেন কণে ক্ষণ ।  
 সহস্র সহস্র লোক পড়ে সে প্রহারে,  
 অট্টালিকা কত শত যার ছারখারে ।  
 সুদৃশ্য নগরশোভা মুহূর্ত্তে বিনষ্ট  
 না কর কিরশি স্বাহা কার মনে কষ্ট ?

মনোমতঃ বন্ধু খুঁজি কাটাইল কাল,  
 না পাই ধার্মিক জনে এ বড় জঞ্জাল।  
 অমৃত বলিয়া জ্ঞান যাহা হয় মনে,  
 গরল প্রতীত হয় সেই পরকণে।  
 মিথ্যাবাদী, হাস্যমুখ, সত্যত্রী কত,  
 জিতেন্দ্রিয়, অগন্তীর, ধর্মপথে রত।  
 কথ্য শুনি মনে গণি ধর্ম-অবতার,  
 মনে করি এই বুঝি পাত্র বন্ধুতার।

অটল বন্ধুহপাশে আবদ্ধ হইতে,  
 ভূমিহীন-খতনে নন তারি একচিতে,  
 যেমন স্বভাব যার ক্রমেতে প্রকাশ,  
 সত্য স্বভাবের শেষে পাইল আভাস।  
 ভব-কাব্যপ্রস্থান - উজ্জানে ঘেরা বাস,  
 শকুন্তলালোক মুখে স্বভাব উদাস।  
 অন্তর-উদ্যান তার করি বিলোকন  
 অবাক হইয়া আছি না সরে বচন।  
 যতরূপ পাপতরু থাকে মনোদ্যানে,  
 সতেজ সে সর্বতরু নতুনে প্রদানে।  
 কুটিলতা-তরু যিটি সিটি ভয়ঙ্কর,  
 নিরখিলে সিটি চক্ষে গায়ে আসে জ্বর।  
 এ সংসারে বাসতরে বাহ্য ছিল আশ,  
 এ বন্ধুর সহবাসে গেছে সে প্রবাস।  
 'এমন সংসারে আর না করিব বাস,  
 তাজিব ভুজঙ্গসম নরসহবাস।'  
 ভরিয়া কাটুক কাল যাব দেশান্তরে,  
 স্বভাবের শোভা হেরি জুড়াব অন্তরে।

কিন্তু হায় প্রাণসম মম প্রেরণীয়ে,  
 তাজিয়া কেমনে যাই কে দেখিবে কিরে ।  
 সরলা অবলা নাহি জানে আমা বই,  
 বিদেশভ্রমণে যাব কেমনে বা কই ।  
 হে পিতঃ ! শৈশবকালে পরিণয়পাতে  
 কেন বা বাক্সিয়া ছিলে ? অশ্রু নীরে ভাসে  
 তাই মম হৃদি এবে ; বল গো এখন  
 কেমনে সে স্নেহপাশ করিব ছেদন ।  
 হে পিতঃ ! তোমারি দোষ দিই বা কেমনে,  
 কাল দেশাচারবশে মই ~~যে দেশে দেশে~~  
 রে দেশাচার ছুটু তুই কত দিনে,  
 কাস্ত হবি মজাইতে বদজনে দীনে ।  
 তোহার কৃকাদে পাড়ি যত বদজনে,  
 করিতেছে ছট্‌ফট্‌ বিহার জ্বলনে ।  
 যা হবার হবে তাই রবনা কখন,  
 তিলেক এ পাপাগারে করিছু মমন ।  
 পর্যটিব নামা দেশ, নগর, প্রান্তর,  
 স্বভাবের শোভা দেখি জুড়াব অন্তর ।  
 নিরখিব রত্নাকর, প্রোতপিনী শত,  
 ভ্রমিব কাননপথে দেখিব পর্বত ।  
 নিরব্র কানন পল শুনিব অরণে,  
 বিহঙ্গম-গান রসি শুনিব কাননে ।  
 কিন্তু হায় বিদায় চাহিব কোন্‌ প্রাণে,  
 প্রাণসম মম সেই প্রিয়া-সন্নিধানে ।  
 যাই নর না বলিয়া নতুবা কখন,  
 দিবে না বিদায় মোরে সে বিধুবদন ।

কি কহিছ, ইইলাম বুদ্ধি শূন্য-জ্ঞান,  
 নতুবা এমন চিন্তা হৃদে পায় স্থান ।  
 যদি যাই না বলিয়া প্রিয়া অভিমানে,  
 নিশ্চয় বধিবে সেই আপন পরাণে ।  
 বুঝিলা যদি বলি বুদ্ধিবে নিশ্চয়,  
 মম প্রণয়িনী কতু অবোধ ত নয় ।  
 বলি গিয়া যাই তাই চাহিগে বিদার  
 কল্য যার দেশান্তর কি সন্দেহ তার ।”  
 এইরূপে যুবা এক বসিয়া বিজনে,  
 বিন ~~না~~ ~~কি~~ ~~বুঝি~~ আপনার মনে ।  
 বয়ঃ পঞ্চবিংশপ্রায় কান্তি মনোহর,  
 স্তম্ভক কাল কেশ দেখিতে সুন্দর ।  
 ললাট বিশাল হেরি মনে জ্ঞান হয়,  
 ধীশক্তি বসতি করি চির তথি রয় ।  
 সূচক চক্ৰণ কিবা তার যুগ্ম ভূক,  
 হেরি রমণীর হিয়া কাপে হৃৎ হৃৎ ।  
 আকর্ষণ নয়ন-যুগ মৌল্য - আবাস,  
 কি মাদুরী বদনেরি করিছে প্রকাশ ।  
 আঁখি দুটা হেরি তার মনে জ্ঞান হয়,  
 বিস্ফারিছে বুদ্ধি-জ্যোতি দিয়া তারাতর  
 নাসিকা সুন্দর অতি, কচির দশন,  
 দৈবদ্ গৌফের রেখা চাক সুশোভন ।  
 ওষ্ঠাধর দুইখানি সুস্বতর অতি,  
 হৃদয় মধুর হাসি তথি নিবসতি ।  
 কৌমুদী জিনিয়া সে হাসির রূপ হটা,  
 গৌকরূপ-যন পার্শ্বে রবি-রশ্মি-বটা ।

সুমধুর কথাগুলি হারায় সুধার,
 সে স্বর অবগে নারী রাখে কি প্রকারে
 কুল, শীল, লজ্জা, ভয় ; করে মনে খনে,
 কুদে রাখি সদা শুনে সে মধু নিকণে ।
 বিশাল সে বক্ষঃস্থল সৌন্দর্য্য কি তার,
 নারী ভিন্ন সে রূপের মর্ম্মজ্ঞান কার ?
 হেন বক্ষঃস্থল মাঝে অন্তর আবাস,
 যে অন্তর কত উচ্চ বলিয়া প্রকাশ
 করিবে কেমনে কবি ; পারি বলিবারে
 অন্য নর মন তখি পৌঁছাইতে পারেনা
 যেমন সে উচ্চ পুনঃ তেমনি কোমল,
 জগতে নাহিক যার উপমার স্থল ।
 চুঃখী চুঃখিনীর অশ্রু মুছাবার তরে,
 যত্ন করি গঠিছিল তার যুগ্ম করে
 এ বিশ্ব - সৃজন - পাতা, সে বাহুযুগল
 পর-উপকার-ব্রতে সদত চঞ্চল ।
 অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাধুরী বর্জিবারে
 কিরা প্রয়োজন আর ; সৌন্দর্য্য যাহারে
 নিজে পরিণয় করি শরীর মাঝারে
 বিরাজ করিত সদা শোভিত তাহারে ।
 অভিধান মোহন সুব্রাহ্মণ সন্তান,
 চিন্তাপুর নিবসতি মনোরম স্থান ।
 জননীর এক মাত্র সন্তান মোহন,
 অতি প্রিয় রথা যচি থক্ক প্রিয়ধন ।
 উত্তম সঙ্গতিপন্ন জনক আছিল,
 আশ্রয়ে কালেজে বিদ্যা যত্নে শিক্ষা দিল ।

অম্প দিনে কৃতবিদ্যা হইল মোহন,  
 বুদ্ধিজীবী বলি সমাদর স্বধীজন  
 করিত তাহার অতি; অম্প বয়ঃক্রমে,  
 বিভা দিয়া পিত্ত তার রাবিল সম্রমে ।  
 তেজিয়ান, বুদ্ধিমান, বিদ্বান যে জন,  
 বঙ্গ-রাজ্যে বাস তাঁর বিষম জ্বলন ।  
 অজ্ঞতা-তিমিরে যথা চির আর্দ্রাদিত,  
 বিদ্বান তথায় কোথা হয় গৌ, আদৃত ।  
 মুখের কোথায় মিল সহ পণ্ডিতের,  
 বিদ্বানে মূঢ়তে মিল জীবনে তৈলের ।  
 বিদ্বানকে কার্য দেখি মূঢ় কাঁপে কোপে,  
 মিছা কত অপবাদ তাঁহারে আরোপে ।  
 কুকাঁদে ফেলিতে তাঁরে হয় যত্ববান,  
 সদা চেষ্টা করে কিসে হবে অপমান ।  
 এস দশা ঘটিল মোহনের নিজ প্রাণে,  
 জ্বলিয়া উঠিত সব মোহনের নামে ।  
 দেশের কুসংস্কার কিসে হইবেক দূর,  
 করিল মোহন তার যত্ন প্রচুর ।  
 বিধবা বিবাহ যাতে হয় প্রচলন,  
 ধন মন দিয়া চেষ্টা করিল মোহন ।  
 কুপ্রথা কুলমর্যাদা কিসে হইবে ধ্বংস,  
 বহুল মোহন তার পরিভ্রম অংশ  
 লইল আপন করে; ফল লাভ তার,  
 কুবচন, জ্বালাতন, অপমান তার ।  
 হুঃখে দগ্ধ করি দিল দেহ মোহনের,  
 সরল স্বভাব যার সে কি অসত্তের

কখন বুঝিতে দক্ষ ? মানব - প্রকৃতি  
 দেখিয়া কাদিল আশু শুকালো আকৃতি ।  
 মনোহুঃখে তাই নরহরি পূর্ণ ধরা,  
 তাজিতে বাসনা তার হলো মনোত্তরা ।  
 যথা ব্যাজপূর্ণ বন তাজি যুগদল,  
 অবেষণ করি তার। অস্ত্র বনস্থল,  
 পলার ছুটি সত্তরে নাহি চাহে কিরে,  
 যায় তারা পঙ্কাজু অরণ্যগামী তীরে ।  
 হে পাঠক সঙ্কদয় মোহন মতন,  
 নর উপযুক্ত নয় বাসে এ ভুবন ।  
 বন্ধু প্রতি অবিশ্বাস দ্বন্দ্বেরে সঞ্চেহ,  
 না কর কোন পাঠক না করহে কেহ ।  
 দেখিছ আপন চক্ষে তব বন্ধুজন,  
 তব সর্বনাশ তরে, একান্ত যতন ।  
 তোমার মঙ্গল দেখি ঈর্ষায় কাতর,  
 তব যশ আকর্ণনে ব্যাকুল অন্তর ।  
 তথাপিও তার প্রতি সন্দেহ না কর,  
 বুঝোনি কিছুই যেন তাহার অন্তর  
 হেন ভাবে কথা কবে তুমি তার মনে,  
 সক্ষম হইবে তবে রহিতে ভুবনে ।  
 জিজ্ঞাসা করহ যদি বন্ধু সে কেমন,  
 অমঙ্গল অবেষণ করে যেই জন ।  
 তহুত্তর দিতে কেনা সক্ষম সত্তর,  
 কোথা পাবে সত্য বন্ধু অবনী তিতর ?  
 কেহ না আপন তব আপন মঙ্গল,  
 কে আপন বল তবে বিনা অর্থ বল !

দারা, হুত, ডাই, তন্নী হউক না যে জন,  
 বিনা অর্থে অপদার্থ কে করে বতন ?  
 কোথা তুবে বন্ধু বল ? পর বই নয়,  
 দেখিয়া তাহার ঈর্ষা না মান বিশ্বয়।  
 কক্‌না মনেতে ঈর্ষা মুখে রেখে প্রীতি,  
 সম্প্রতি শাস্ত্রজ্ঞদের এইরূপ নীতি।  
 হয় যদি উচ্চ মন, হেন আচরণ,  
 যোগ্যস্পদ বলি যদি করহ গণন।  
 তবে যাহ বাটী আজি মোহন মতন,  
 তুমি উপযুক্ত নও র'তে এ ভুবন।  
 পাষাণের পাষাণের নর বেকিত ভবন,  
 তার মধ্যে তুমি যদি মুদ্রিষ্ঠ জন।  
 হবে দশা তব দিনে দিবাতীত সম,  
 নাগস-চঞ্চু-চোকর যন্ত্রণা বিষম।  
 প্রাণের প্রতিমা প্রিয়া হক্ক না শমনে :  
 প্রাণের পুতলি পুত্র যাগ্‌ না জীবনে :  
 হৃৎকুর মাথা খেয়ে থাকনা কসিয়া,  
 দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা তরে যাওনা খুঁড়িয়া ;  
 তথাপিও দৃঢ় ভক্তি রাখিবে ঈশ্বরে,  
 নহুবা নাস্তিক তুমি এ ভব ভিতরে।  
 হেথায় মোহন বসি দিয়া গণ্ডে কর,  
 রাহ অভ্যন্তরে যেন ক্ষুর নিশাকর।  
 চিন্তা-রাহ মুখচাঁদে কল্লিয়াছে প্রাস,  
 সদা হাস্য যার আস্যে তার নাহি হাস।  
 ভাবিতে ভাবিতে দিব্য ক্রমে অবসান,  
 দিনমণি দীনভাবে করিল প্রস্থান।

বামিনী-কামিনী পরি কালিনী সৈন্য,  
 আরিভূত এ'তুবনে, স্থখী জীবনগণ।  
 রমণী-কদর-সিন্ধু হেরি কান্ত-শরী,  
 উল্লসিয়া উঠিল রে, স্থখীত রূপসী।  
 সঙ্ক্কা সমাগত হেরি চকিলা মোহন,  
 করিতে প্রেরণীস্থানে বিদায় গ্রহণ।  
 মোহিনী নাথেরে হেরি কহিছে তখন,  
 করপদে করপদ করিয়া গ্রহণ;—  
 “এস এস প্রাণনাথ! এ আর কেমন,  
 “মলিন বদন তব আজি কি কারণ?  
 “সদা যার হাসি মুখে, সে মুখমণ্ডলে,  
 “বসতি করেছে কেন বিষাদ-গরলে।  
 “দেখা হলে অন্য দিন, দ্রিষ্ট সম্ভাবণে  
 “তুমিতে দাসীর মন, আজি কি কারণে  
 “মৌন হয়ে আছ নাথ? নীত্র মোরে বল,  
 “জানিতে ইহার হেতু চিত্ত সচঞ্চল।  
 “ছি'ছি ওকি প্রেমময় অঙ্গ বিসর্জন,  
 “করিতে লাগিলে কেন? প্রাণ যে কেমন  
 “করে মম হেরি তব শোক-হতাশন।  
 “সে গভীর মূর্ত্তি এবে এ ভাব ধারণ  
 “করিল কেন, হে নাথ, নীত্র সে কারণ  
 “কহি তুমি কর মোর সঙ্গে ডঙ্কন।  
 “দেখ, নাথ, প্রবল ঝটিকা তরে শাখী  
 “ছিন্ন ভিন্ন যদি হয়, আচ্ছিত লতা কি  
 “কতু রহে পূর্ব্বভাবে? সে স্খচাক কান্তি  
 “হয় না মলিন তার? দেখি জগে আশি

“ব্রততী, অপর বলে; দেখ সেই দশ।  
 “হইল আমার নাথ হইল বিবশা।  
 “বাক্যকুর্তি নাহি ছর; প্রাণ যে কেমন  
 “করিয়া উঠিছে মম; বুঝি এ জীবন,  
 “রাহিলিল এইবারে; নতুবা আমারে  
 “তব মনোহুঃখ কহি রাখ জীবাস্বারে।  
 “আমারে হেরি বিবশ কতই কাতর  
 “হইত বল হে সখা তোমার অন্তর।  
 “আজি এত হুঃখ প্রকাশিছি তব স্থানে,  
 “তথাপি কেন হে বল নাহি শুন কাণে।”

কিছুক্ষণ দুজনায় এ উহার পানে  
 রহিলেক অনিমিয়ে; উত্তর প্রদানে  
 অশক্ত মোহন; অনর্গল অপ্রজল  
 বহিতে লাগিল তার হৃদয়ে কেবল :  
 জ্ঞান হলো মনে, হুঃখ হতাশনে  
 বাক্য জবীভূত হয়ে করিল নয়নে।  
 ধরিয়া মোহন শেষে হাল ধীরতার,  
 উদ্বেষ্ট-তুফানে তম্ব-তরীর উদ্ধার  
 করিয়া চকিত মনে কহিতে লাগিল;—

“মম সুখশশী, প্রিয়ে, রাহতে আসিল।  
 “যে রাহ সুখ-রতনে করিল আশার,  
 “সে রাহ কি ভরহর কহিব কি তার।  
 “রবি, চাঁদে, যে রাহতে করে, ধনি, প্রাস,  
 “সে রাহ এ রাহ কাছে পারলো তরিল।  
 “চিন্তারাহ নাম এর অতীব ভয়াল,  
 “মানবের সুখশশী প্রাসিবারে কাল।

“ প্রবেশ করে এ রাহ যে মানব-কার,  
 “ অহি শেষ করি তার রক্ত-চুষি খার।  
 “ অন্য দ্বার কান্ধি পুষ্টি নিরখি নয়নে,  
 “ হৃদয় প্রকুল হয় তাসি সুখ মনে;  
 “ কল্য যদি হুদে তার প্রবেশে চিন্তার,  
 “ কোথা সেই কান্ধি রহে বলনা আমার।  
 “ অগ্নি প্রিয়ে বাসনা করেছি আমি মনে,  
 “ কাটাৰ জীবন মম বিদেশ ভ্রমণে।  
 “ রবনা এ ভরস্কর সংসার-মাঝারে,  
 “ পর্যাটিক বন উপবন ও কান্ধারে।  
 “ প্রকৃতি-রমণী প্রেমে করি মন লীন,  
 “ কাটাৰ সময় মম বাঁচিব যদি।  
 “ প্রকৃতির প্রেমসুধা যে করেনি পান,  
 “ রুখা তার তনু, প্রিয়ে, রুখা তার প্রাণে।”

মোহনের কথা শুনি কহিল মোহিনী,  
 ধরিয়। কাস্তুর গলা বেন পাগলিনী।  
 “ কি বলিলে, জীবিতেশ, আর কোলো নাই,  
 “ বিদেশে যাইবে ইচ্ছা তাই মম চাই  
 “ চাহিছ বিদায়, বল কোন্ প্রাণে  
 “ কহিলে দাক্ষণ বাক্য মম সন্নিধানে।  
 “ এ জীবন এই অগ্নে পারি ত্যজিবারে,  
 “ তবু হে বিদায় আমি দিব নী তোমারে।  
 “ বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছা যদি হইবে থাকে,  
 “ চল ওহে গুণনিধি লইয়া আমাকে।  
 “ তুমি যাবে দেশান্তর আমি রব ঘরে,  
 “ ধরেছ এমন চিন্তা কেমনে অন্তরে।

“তোমার অন্তর আর আমার অন্তর।”  
 “প্রেমের শিকলে বাঁধা আছে নিরন্তর।  
 “সে প্রেমশৃঙ্খলে, সখা, করে তুমি ছিন্ন,  
 “রূ-অন্তরে একান্তর করিবে হে ভিন্ন ?  
 “খুঁজি শিখা যদি ইচ্ছে বান্ধ ছাড়া থাকি,  
 “বিফল সে ইচ্ছা নাথ তার হয় না কি ?  
 “তুমি ছাড়া থাকি যদি লতা ইচ্ছা করে,  
 “বিফল সে ইচ্ছা তার জ্ঞান হে অন্তরে।  
 “প্রাণ ছাড়া থাকি যদি ইচ্ছা করে দেহ,  
 “সে ইচ্ছা বিফল তার কি আছে সন্দেহ।  
 “তোমা ছাড়া থাকি যদি ইচ্ছা করে মন,  
 “সে ইচ্ছা বিফল হবে এদের মতন।  
 “বিশেষতঃ, গুণধাম, ভ্রমণের ক্লেশ  
 “সহিতে অশক্ত হবে শুন সবিশেষ।”  
 কিছুক্ষণ মৌন ভাবে রহিয়া মোহন,  
 পরে মধুবাক্য তাঁর করিল বর্ণন।  
 “বা কহিলে, বরাননি, সব সত্য মানি,  
 “একান্তর তুমি আমি ভাল আমি জানি।  
 “কিন্তু, চন্দ্রাননি, আমি কুরিয়াছি মনে,  
 “কল্য যাব দেশান্তর নগর ভ্রমণে।  
 “প্রকৃতি গঠিল মোরে করিয়া পুরুষ,  
 “সহিতে ইহাবে তেঁই যজ্ঞণা পুরুষ।  
 “কাপুরুষ যেই জন, বিদেশ ভ্রমণে,  
 “আশঙ্কা তাহার হয় জেনো তুমি মনে।  
 “সাহসী পুরুষ যারা বিদেশ ভ্রমণ  
 “করিছে অকুতোভয়ে না ভরে শমন।

“অগাধ জলধিক্ষল পোত আরোহণে  
 “উত্তীর্ণ হইছে সফল বাণিজ্য কারণে।  
 “উত্তাল তরঙ্গমালা হেরি জলধির,  
 “কাণে ডরে ভীকমন হইয়া অস্থির।  
 “সেই সে পর্বতাকার উর্ধ্ব পরোধির,  
 “সাহসী আরোহী চলে হৃদয় অস্থির।  
 “সাহসী পুরুষ যারা সুদুর্গম দেশে,  
 “যাইছে নিঃশঙ্কমনে নৃপতি-আদেশে।  
 “বাহির করিছে নানা প্রদেশ বৃত্তন,  
 “বাহির করিছে নানা নদী প্রজবণ।  
 “উঠিছে গিরি-শিখরে লয়ে তাপমান,  
 “মাপিছে উষ্ণতা হীম হয়ে যত্ববান।  
 “ভয় যে কহে কাহারে জানে না তাহার,  
 “কখন হয় না তারা ভয়ে জ্ঞানহার।।”  
 “সাহস অমূল্য ধন সংসার মাঝারে,  
 “নাহিক সাহস যার কাপুরুষ তারে  
 “কহে সাহসিক জন জেনো তুমি মনে,  
 “পুরুষত্ব মানবের সাহস ভুবনে।”

মোহনের কথা শুনি মোহিনী স্তম্ভরী,  
 কহিতে লাগিল কান্ডে সবিনয় করি।  
 “প্রাণনাথ, দেখ বোর হইল বামিনী,  
 “ঘুমাইছে যত সব পুরুষ কামিনী।  
 “আমরা হৃজমে অধু আছি হে লাগিয়া,  
 “শরীর করিহ শীর্ণ ভাবিয়া ভাবিয়া।  
 “যা হবার হবে কল্য আজি নিদ্রা যাও,  
 “সন্তাপহারিণী-নিদ্রা-কোড়েতে জুড়াও

“তোমার আঁকুল চিত্ত করি হে মিনতি,  
“হৃদয় হইতে দূর কর চিন্তাসতী।”

এত বলি মোহিনী মোহন-কর ধরি,  
শয়ন করিল দৌছে পর্য্যঙ্ক-উপরি।  
মোহিনী-নয়নে নিদ্রা শীঘ্র উপস্থিত,  
সে সুখে মোহনে নিদ্রা করিল বঞ্চিত।  
চিন্তারাহু যার দেহে করেছে প্রবেশ,  
তার চক্ষে কোথা হয় নিদ্রার আবেশ।  
মোহিনী নিদ্রিতা দেখি উঠিল মোহন,  
এক দৃষ্টে মোহিনীর বদন দর্শন  
করিতে লাগিল, তবু না মিটিল আশ,  
কে করে চাঁদে ছেরিতে বিরাগ প্রকাশ?  
মোহিনী-বদন চাহি নিশ্চল নয়নে,  
মোহন কহিছে কথা সুগু প্রিয়ামনে।

“অরি প্রাণেশ্বর আজি বাঞ্ছা পূর্ণ করি,  
“হেরি তব চন্দ্রানন; এই সে শর্করী  
“জাগিয়া রহিব অধুনেহারিতে কান্তি  
“তব। কত হেরি তোমা নাহি জন্মে প্রাণি।

“একেতো তোমার রূপ জগৎ-মোহিনী,

“তবসম নিকপমা কোন্ সে ভামিনী?

“তাহে নিদ্রাবশে রূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল,

“সত্য কি না এই কথা রসিক কেবল

“কহিতে সক্ষম, প্রিয়ে, রাজি যেই লোকে,

“সুসুপ্ত সুন্দরী নারী ছেরে দীপালোকে।

“দীপশিখা কেন জ্বলে মিটির মিটির?

“প্রদীপে নাহিক তৈল। তাই হবে স্থির।

“এই যে প্রদীপ-পূর্ণ তৈল রহিয়াছে,  
 “কি নিবোধ আমি রহিয়াছে কাছে  
 “কারণ ইহার, তবে আমি যিহে কেন  
 “ভ্রমে পড়ি অস্ত্র রূপ ভাবি য়নে হেন।  
 “যথা ভাসু গগনেতে হইলে উদ্ভিত  
 “প্রদীপ-শিখার জ্যোতি কবে সে বঞ্চিত,  
 “মম প্রাণেশ্বরীরূপ দিনাগি জিনি,  
 “প্রদীপ-শিখার জ্যোতি যদিও মোহিনী,  
 “পাবে পরাজয় কিবা আছে সে সন্দেহ;  
 “সুখে তাই ধরিয়াছে স্মলিন দেহ  
 “অনি ইন্দুমুখি আজি মিটাইয়া আশ.  
 “হেরি তব চন্দ্রানন, তব সহবাস-  
 “সুখে বহু দিন আমি রহিব বঞ্চিত,  
 “সদিপটে তব রূপ করিব অঙ্কিত।  
 “তোমার কারণ হ’লে আকুলিত মন,  
 “করিয়া আমার সদি-পটে উদ্ঘাটন  
 “মনশচক্ষে নেহারিব ও মোদদন,  
 “প্রবোধ সলিলে ধৌত করিব এ মন।  
 “যামিনী হইল শৈব নাহি নিদ্রা এলো,  
 “ত্রয়োদশী তাদি ক্রমে ক্রমে অস্ত্রে গেলো  
 “প্রকৃতিসুন্দরী ধর্মী নিদ্রায় বিহ্বল,  
 “জাগিয়া রহিছিঁ সুধু অভাগী কেবল।  
 “করিগে শয়ন করিবারে আশ্রয়ন।  
 “নিদাদেবী, অকিঞ্চিৎ জনের কামনা  
 “যদি পূর্ণ করে ধর্মী কঙ্কণ করিয়া,  
 “রূপাশীলে, রূপানুষ্ঠি কর গো আমিরা।”

এতেকা বলি মোহন করিল শয়ন ।  
 দরজা! হইয়া নিদ্রা, দিল দরশন ।  
 অগ্নি, নিদ্রে, ধর তুমি কি শক্তি মোহিনী,  
 সদয় হও যাহারে সম্ভাপহারিণী,  
 তর্গৎ-জ্বালায় তারি কি করিতে পারি ?  
 কিঞ্চিৎ ককণা দৃষ্টি করণে আমারে ।  
 তব আশে নিশাকালে করিলে শয়ন,  
 পলাও জীপি হইতে বল কি কারণ ?  
 অগ্নি নিদ্রে, তব দোষ দিই বা কেমন ?  
 তোমার সতিনী চিন্তা যে কবে ভঞ্জন,  
 তাহার নিকট তুমি কভু ত আস না,  
 তার সনে তব প্রেম কভু ত হয় না ।  
 হেন আচরণ তব নহে শ্রেয়স্কর,  
 ভাবিয়া দেখুও দেবি তোমার অনুর ।  
 মানবের মনুষ্যত্ব ভজি চন্দ্রমণী  
 ঘনরে না চিন্তা করে সে ত পশুমতী ।  
 তোমার যে জন ভজে স্বাস্থ্য তার থাকে  
 তোমার যে জন ভজে রক্ষণ কব তাহে  
 হইতে সংসার কষ্ট; সেই চিন্তা ভজে,  
 সেই জন জানে সুখ কি আমোদে মজে ।  
 কবীন্দ্র সেকপিরর ভজি চিন্তাসতী,  
 পাঠছে কি কাব্যোদ্যান, যশে বহুমতী  
 বহিরাছে পূর্ণ সদা, রবে যত কাল,  
 সমাদর স্বর্গীজনে পরিবে রসাল  
 কাব্য । যে কাব্যোদ্যান কুহুমবিকসিত,  
 সৌরভে জগৎ জনে করে আমোদিত :

যে কাব্য-কুসুম কতু হয় না ফলিন,  
 যে কাব্য-কুসুম-গন্ধ রয়ে চিরদিন,  
 যে কাব্য-কুসুম-মধু কতু না কুমায়,  
 যার মোতে সুধী অলি জানুনা ধায় ।  
 হেন কাব্যোদ্যান, দেবি, চিন্তার সৃজন,  
 লভিতে এমন দ্রব্য দক্ষ করজন ?  
 অধু সেই জন কম যে জনার মগ,  
 চিন্তায় মহার করি ভ্রমে ত্রিভুবন ।  
 স্বর্গ, মর্ত, পাताल বাহার মনোপটে  
 পশি রয়ে একবারে সেই জন বটে  
 কবিপদ পেতে দক্ষ ; আর চিন্তামতী,  
 গঠিরা অলক্ষ্য দ্রব্য হয়ে যত্নবতী  
 লক্ষ্য করি দেয় চক্ষে ; বাহা শূন্যময়,  
 কবির লেখনীমুখে বস্তু জান হয় ।  
 হেন যে কবির পদ অধু চিন্তামতী,  
 প্রদান করিতে পারে মানবের প্রতি ।  
 ভারত-গৌরব কবীশ্বর কালিদাস,  
 যার বশঃ-রবি-জ্যোতি সুধী-গনাকাশ  
 উজ্জ্বল করিছে চির ; যার কাব্যোদ্যান,  
 সুধীজনে কি আনন্দ করে যে প্রদান,  
 কহিব কি দীন আমি । জানে সেই জন,  
 সে কাব্য-কুসুম-মধু যার লুপ্ত মন  
 করিয়াছে পান কতু । হেন কালিদাস,  
 কবিপদ পাইবারে কাহার আশাস  
 পাইল বল গো দেবি ? তোমার লভিনী  
 চিন্তাদেবী, দিয়া নিজ শক্তি সে মোহিনী,

যদি না কবির মন করিত উজ্জ্বল,  
 কোথা পাইতাম অভিজ্ঞান শকুন্তল,  
 বল মোরা? অগ্নি অভিজ্ঞান শকুন্তলে,  
 কোন্ দ্রব্য তব সম আছে ভূমণ্ডলে?  
 ধর'ধামে হেন দ্রব্য যদি কিছু থাকে,  
 সুধীমন লুপ্ত হয় পাইতে যাহাকে;  
 থাকে যদি কোন দ্রব্য অবনী ভিতরে,  
 যাতে সুবিমল সুখ লভিতে অন্তরে  
 হয়গো সক্ষম। বিনশ্বর এ সংসারে,  
 মার কোন দ্রব্য যদি পারে থাকিবারে,  
 তব নাম শকুন্তলে, করিবারে পারি।  
 যম মতে দিবে মৃত যে দেখে বিচারি।  
 নন্দিনী কাহার, নিদ্রে, বন শকুন্তলা,  
 যার লোভে সুধীমন এতগো উতলা।  
 বুঝি দেখ অগ্নি নিদ্রে, তব সতিনীর  
 সে সম্ভতি; যার সুধাপূর্ণ হৃদয় গভীর  
 ভাণ্ডারেতে রত্নখনি চির বিরাজিত,  
 যে রত্নরাশি লভিতে সকলে বাঞ্ছিত।  
 সে রত্নরাশি হৃদয়ে যতই সঞ্চয়  
 কর, সার্থক শরীর সার্থক হৃদয়।  
 অতএব, অগ্নি নিদ্রে, চিন্তাদেবী সহ,  
 হয় না উচিত তব বিবাদ কলহ।  
 এার্থনা করি গো তাই যবে চিন্তাসতী  
 ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদি আকুলিত অতি  
 করিবে আপ্তন, তবে হয়ে দয়াবতী,  
 কণি/কোড়ে কোরো তুচ্ছ ক্লিষ্ট চিন্তাসতী।

## দ্বিতীয় সর্গ ।

“ Thou glorious mirror where the Almighty's form  
Glasses itself in tripeasts.”

BYRON.

উষাসতী প্রাচী দিক করিয়া উজ্জ্বল,  
তুহিতে মানবে আবিভূত ভূমণ্ডল ।  
কিরূপ ধরিল ধনী কি সূচাক কান্ধি,  
নিরখি নয়নে নাহি জন্মে কতু আশ্রি ।  
কিবা সেই রূপছটা দিক আলো করে,  
বরণ অতি সুন্দর জন-মনো হবে,  
শুকতার মনোহরা ফুগল তুষণ,  
পরিধিয়ে ধনী তাহে রক্তিম বসন,  
রবি আগে পূর্বভাগে আসি দেখা দিল,  
উষার পশ্চাতে রবি আপনি রহিল ।  
যথা যবে নরে করি নব পরিণয়,  
মনস্বখে নব বধু আনিলে আলয় ;  
নিজ পুরাঙ্গনা গণ করিতে বরণ,  
অগ্রে স্থাপে নববধু পিছে স্বামী র'ন ,  
যথার্থই হেন জান হয় কবি-মনে,  
উষাসতী দিনপতি সহিত মিলনে ।  
জাগিল প্রকৃতিসতী-সহ দিবাচর,  
শীতল মলয়ানিল বহে ঝর ঝর ।  
কুজনিল বিহঙ্গম প্রফুল্ল অন্তরে,  
ছুটিল মধুপকুল মধুপান তরে ।

গুন এন স্বরে পশে প্রকুল কুন্তলে,  
 পুরিল ভুবন যেন সুউৎসব ধূমে।  
 “রাতি পালা, রাতি পালা” কোকিল ডাকিল,  
 প্রকুল মানসে সব মানব উঠিল।  
 নিশা শেষে মোহনের মানস মন্দিরে,  
 উরিল রমণী এক সুশীর্ণ শরীরে।  
 আকুল কুন্তল তার লোহিত লোচনে,  
 সুচঞ্চল ভাব তার বালিকা মতনে।  
 আশ্র তার হান্তশূন্য তিল নাহি সুখ,  
 মিরখিলে বোধ হয় মদাই অসুখ।  
 ইচ্ছাসতী নাম তার হে পাঠক জন,  
 ইচ্ছানারী মনসুখ বল হে কখন।  
 মোহন মানসে পশি আকুল হৃদয়ে,  
 সম্ভাবিল ধনী তায় অতি সবিম্বনে।  
 “উঠছে মোহন হলো নিশা অবসান,  
 কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত রহিলে শয়ান।  
 “যাইতে ভ্রমণে ত্বর কর আয়োজন,  
 “নারিবে যাইতে পরে মোহিনী-মোহ-  
 “উঠিলে রমণী ভবঃ কর আকর্ষণ;  
 “এমো মম সঙ্গে শীত্র শীত্র সে কারণ।”  
 চমকি উঠি মোহন জাগিয়া উঠিল,  
 ধীর ধীর “মোহিনীর বদন ছয়িল।  
 প্রয়োজন মত নিল পরিধেয় বাস,  
 সহস্র মুদ্রার নোট নিয়া অপ্রকাশ।  
 ধানকত মনোমত পুস্তক লইল,  
 সুবিশদ্য কল এক স করিল।

জনক জননী পদ করিণী স্মরণ,  
 শুণ্ড ভাবে বাহিরিল হইতে ভবন ।  
 চুসক নিকট যদি সূচী কোন থাকে,  
 আকর্ষণ করে যথা সত্ত্বর তাহাকে ।  
 জলধিজল-নিমগ্ন চুসক পাথর,  
 আকর্ষিল সূচীরূপ মোহন-অন্তর ।  
 অর্ণবে হেরিতে অণ্ণে মোহনের মন,  
 হইল চঞ্চল তাই সূচীর মতন ।  
 বনচর বিহঙ্গম আবদ্ধ পিঞ্জর,  
 স্বাধীনতা পেলে যথা প্রফুল্ল অন্তর,  
 সংসার-পিঞ্জর হ'তে তেমনি মোহন,  
 হইয়া মোচন তার বিকসিত মন ।  
 প্রাতঃকাল সুনিমল গগন মণ্ডল,  
 যুহু সমীরণ তাহে বহে সূশীতল ।  
 সেবি সে সমীর যুহু মোহনের মন,  
 উঠিল আনন্দে নাচি, বালক যেমন  
 পুতলি নুতন পেলে । চক্ষে প্রেমণীর  
 ঝরিল নেহারি রূপ প্রকৃতি সতীর ।  
 কোন স্থানে ফুলমনে মোহন সূধীর,  
 বনসুখী নিরীক্ষণ করে, করি স্থির  
 তাহার নয়ন যুগ; কিবা শোভাময়,  
 বনরাজি-বিরাজিত শোভার আলয় ।  
 সূচাক তরুর কাঁয় নব কিসলয়,  
 নয়ন, জীবন, একবারে কাড়ি লয় ।  
 আহা কি মোহন মূর্তি ঐশি প্রীতিকর,  
 কি দ্রব্য ইহার তুল্য ভুবন-ভিতর !

মলয় মাকত মধ্যে মধ্যে যুহু বয়,  
 আনন্দ উথলি দেয় তরুর হৃদয়।  
 মনস্থখে তাই তারা সঞ্চালি পল্লব,  
 দেখাতে সৌন্দর্যে বৃষ্টি ডাকিছে মানব।  
 যখন পাদপকুল করিল দর্শন,  
 গ্রাহ্য না করিল কেহ বাতীত মোহন।  
 তাই হাসি ঢলে তরু তরু-অঙ্গে পড়ি,  
 কহিছে কোঁতুকে কথা ঝর ঝর করি।  
 “দেখ হে সুহৃদ, নর সৌভাগ্য-গৌরবে,  
 “চাহে না মোদের পানে ব্যাপৃত বিভবে।  
 “যে তুচ্ছ বিষয় মধ্যে সুখ অন্বেষণ  
 “করয়ে তাহার। তাহে বিষ সংমিশ্রণ।  
 “বারাঙ্গনা-অঙ্গ বিভূষণে বিভূষিত,  
 “করে নিরীক্ষণ কত হ’য়ে পুলকিত;  
 “থাকে চাহি অনিমিষে পড়ে না পলক,  
 “মুখমধু পীতে জিহ্বা করে সক সক;  
 “তাদের অন্তর যদি করে নিরীক্ষণ,  
 “অবাক হইয়া থাকে না সরে বচন।  
 “মোদের অন্তর আর তাদের অন্তর,  
 “হয় সুখা হলাহলে যতেক অন্তর।  
 “কিন্তু হে মোদের পানে চাহে না তাহার,  
 “দেখিয়া তাদের ভাব হই জ্ঞানহার।  
 “মোদের মর্যাদা বুঝে যৈই সুধীজন,  
 “অই দেখ একদৃষ্টে চাহিয়া মোহন।  
 “যাইছে চালিয়া পথে হরে শূন্য-জ্ঞান,  
 “মোদের দিকে ফিরিয়া রহিতে বরান;

“উঁচোট বাজিছে পান্ন নাহি কিছু জান,

“এমনি আমরা প্রিয় হই ওঁর স্থান ।

“তাহারা পাবণ নর চকু থেকে অন্ধ,

“মোদের সন্নিধি এলে পাই পাপ গন্ধ ।

“মোদের মর্যাদা তারা কি জানিবে বর,

“বারাঙ্গনা নারী সঙ্গে পীড়ক করল ।

“অধী যদি একজন করে সমাদর,

“তুচ্ছ করি যদি ব্যঙ্গ করে লক্ষ নর ।”

পাদপে পাদপে কথা শুনিতে মধুর,

বুঝিবে ইহার মর্ম পণ্ডিত চতুর ।

পাদপে পাদপে কথা শুনি পক্ষিগণ,

সেই কথা কণ্ঠস্বরে করিল ঘোষণ ।

গায়ক যেমন শুনি বেহালা বাদন,

কণ্ঠস্বরে গীত পরে করে সঙ্কীর্তন ।

আহা কি মধুর স্বর যেন অধা করে,

দধিঝুঁষী করে গান জুড়ায় অন্তরে ।

কোকিল কাকলী গায় পাণ্ডুরা ঝঙ্কারে,

না করে মোহিত ইহা বলহ কাহারে ?

শুনিতে শুনিতে গান চলিছে মোহন,

জ্বরণে হাতেছে তার অধা বরিষণ ।

ক্রমে এক ফুঁড় মাঠে আসি উপস্থিত,

তকণ অকণ উঠে মোহন মোহিত ।

আহা কি অপূর্ব রূপ কি চাক শোভন,

লোহিত-বরণ কায় মরন-রঞ্জন ।

করিত কাঞ্চন সম তপন উজ্জ্বল,

ধীরে ধীরে উঠিতেছে হৃৎ বনুহদ ।

রাখাল গোপাল লয়ে মাঠে উপস্থিত,  
 শ্যামল দূর্বীর দলে গাভী সুশোভিত ।  
 প্রকৃতি-মোহন-মূর্তি দেখিতে দেখিতে,  
 মোহন লজ্জিল মাঠ প্রকুসিত চিতে ।  
 পঙ্খ-হল আসি ক্রমে এক সরোবরে,  
 নাচায়ে তুলিল তাহা মোহন অন্তরে ।  
 সুদীর্ঘ সরসী সেই নীর নিরমল,  
 আধশ্ফুট হইতেছে সুচাক কমল ।  
 কেমনে তাহার শোভা করিব বর্ণন,  
 ভেবে দেখ সুধীবর কেমন সে ধন ।  
 আধশ্ফুট শত শত পদ্ম মনোহর,  
 নয়ন মেলিল শত যেন সরোবর  
 দেখিবারে প্রকৃতির চাক সুশোভন,  
 নিদ্রায় মগন ছিল যেই এতক্ষণ ।  
 সরঃ চক্ষু ধৌত-ঘেরা মানিহু কমল,  
 চক্ষুতারা কোথা বাহা সৌন্দর্যের স্থল ।  
 অলিদল পদ্মিনীর উপরে বসিয়া,  
 চক্ষুমণি আছে মরি যেন রে শোভিয়া ।  
 স্বচ্ছন্দে প্রাতঃস্নান করে নারীগণ,  
 নিরখি তাদের রূপ মোহিত মোহন ।  
 বুঝে না পাঠকজুন মোহন-নয়ন  
 লম্পট লোচনে তাহে করিল দর্শন ।  
 যে চক্ষে কমল-শোভা করিল দর্শন,  
 সেই চক্ষে বামাকুলে দেখিল মোহন ।  
 একবার সুকুমার পদ্যে হেরে ধীর,  
 আঁলি বার নারী মুখ হেরে আঁখি স্থির ।

দর্শনের ভঙ্গি হেরি মনে জ্ঞান হয়,  
 বহুক্ষণ আঁখি ঘেন পদ্মোপরে রয়।  
 হতে পারে এতে মনে মোহনের মন  
 সমধিক মুগ্ধ হেরি নলিনী বদন।  
 বিস্ময় না মান মনে ইহাতে পাঠক,  
 ইহার কারণ আছে মন সন্তোষক।  
 সরোজিনী কুল এই নাথ সমাগমে,  
 এ সৌন্দর্য্য দূর কিন্তু হবে ক্রমে ক্রমে।  
 অপরাঙ্কে যবে রবি যাবে অন্তাচল,  
 ধরিয়। মোহন মূর্তি রবে কি কমল ?  
 রমণী হৃদয়কান্ত দিবা আগমনে,  
 ফেলিয়া গিয়াছে নারী বিচ্ছেদ দহনে।  
 তাই মনোহুঃখে মুখ এত ম্রিয়মাণ,  
 তাই অঙ্গ-সুসৌন্দর্য্য করেছে প্রস্থান।  
 প্রাণবধু নীরে মধু গেছে কামিনীর,  
 মলিন মাধুর্য্য তাই বিশুদ্ধ শরীর।  
 বামাকূলে অপরাঙ্কে সুধীর মোহন,  
 গাত্র-ধৌতকালে যদি করিত দর্শন ;  
 সুকেশ - বিভ্রাস করি পরি আভরণ,  
 যখন তাহার। থাকে জীবনে মগন।  
 যামিনী আগতাপ্রায়, পতির মিলন  
 আশায় তাদের যবে প্রকুল বদন ;  
 তখন বদ্যপি ফেলি তাঁদের আনন,  
 কমলিনী আস্য ধীর করিত দর্শন।  
 দক্ষ হতো তবে কবি কল্পিতে তর্জন,  
 লজ্জা দেয় সরোজিনী রমণী বদন।

যা ইউক পাঠকজন হুই সমরূপ,  
 যদিও জান হে নারী প্রভাতে বিরূপ।  
 অপরাধে নারীমুখ সহিত কমল  
 তুলনায় হাস্যাম্পদ জানই কেবল।  
 নানা জলচর পক্ষী স্মৃথে কেলি করে,  
 নিরখি নরনে রূপ জনমনোহরে।  
 চারি ধারে পাড় উচ্চ, তাহার উপরে  
 চাক তরু-রাজ-রাজি কিবা শোভা করে।  
 তারি প্রতিবিম্ব পড়ি বারির ভিতরে,  
 রমণী তাড়নে নীর কম্পিত উপরে,  
 সহসা নিরখি মনে হেন জ্ঞান হয়,  
 কিলি বিলি করিতেছে তুজঙ্গ নিচয়।  
 হেরিল সরসী-শোভা মোহন সুধীর,  
 দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ আঁখি করি স্থির।  
 প্রকৃতির প্রাতঃ শোভা দেখিতে দেখিতে  
 চলিল মোহন পরে প্রফুল্লিত চিত্তে।  
 সুবিস্তৃত মাঠে এক ক্রমে উপস্থিত,  
 করিতেছে ধূ ধূ মাঠ সৌন্দর্য্য বর্জিত।  
 নাহিক সে ধান্ন-শোভা ইহা গ্রীষ্মকাল,  
 বলসি দিতেছে ভূমি রবি-রশ্মি-জাল।  
 ক্রমেতে বাড়িছে বেলা, উত্তপ্ত তপন,  
 অত্যন্ত মল্লধ রাশি করিছে বর্ষণ।  
 কিছু পূর্বে যেই ভূমি ছিল সুধাময়,  
 গরল বর্ষিছে তথি হেরি সবিনয়।  
 সেই সে শ্রীদায়কাল দিবাকর-কর,  
 শর সম ভেদিলেক মোহন - অন্তর।

মোহনের তনু খানি যেন অবনীত,  
 আরস্তিল হতে ক্রম হইতে অগ্নিত  
 তাহাতে তপন তাপ । শ্বেদ হলে ভাই  
 দ্রবীভূত তনুনী করে সর্ষদাই ।  
 উত্তপ্ত মোহন মন নাহি সরে বাণী,  
 ক্রান্ত কলেবর অতি বিশুদ্ধ মুখানি ।  
 যুহুস্বরে রামধনে কহিল মোহন,  
 “আর তো চলিতে নারি চলে না ভরণ ।  
 “হইতে এ মাঠ পাব যাবে কতকণ,  
 “তকতল পাবো শীঘ্র না দেখি লক্ষণ ।”  
 “আম্বন বাকুগো আর বহুদূর নাই,  
 “তকপুঞ্জ আই বাবু দেখিবারে পাই ।”  
 সম্ভাবিল যুহুভাষে প্রভুরে সে ভূতা,  
 শুনি মোহনের মন করি উঠে নৃত্য ।  
 যত যার তত ধার সে রক্ষ অন্তরে,  
 লাগিল বিষম ধাঁধা মোহন অন্তরে ।  
 যথা মকদেণে পাস্থ হেরি মরুজ্ঞান,  
 লভিবার আশে ধার আকুল পরাণ,  
 যত যার নাহি পায় মক উপবন,  
 ক্রান্তকলেবর করে আকুলিত মন ।  
 অবশেষে দৌড়ে তক সন্নিধি আসিল,  
 ভূতা, মোহনের মন আনন্দে ডাঁসিল ।  
 তকতলে আসি ক্রমে কুমার সুধীর,  
 বসিল আকুলমন শরীর অস্থির ।  
 পগাশালা ছিল এক তকজ্যেষ্ঠী পাশে,  
 তথি রামধন গেলা তালবৃন্ত আশে ।

আনি পথানি নিজ প্রভু করিল বাজন,  
 দেহে তার দেহ এলো জীবনে জীবন।  
 পথ পর্যাটন ক্রেশ কভুত মোহন,  
 না জানিত তার মনে হুঃসহ এমন।  
 রামধন মোহনেরে সাধুনের করি,  
 কহিল যুধবচনে স্বভাব বিস্মরি।  
 “দেখুন বাবুগো এবে পথক্রেশ কত,  
 “যাইতে বিদেশে তাই হ’ন গো বিরত।  
 “এক দিনে তব মুখ হলো আধু ধানি,  
 “হৃদয় বিদীর্ণ হয় নেহারি মুখানি”।  
 “কি কহিলে রামধন” কহিল কুমার,  
 “কর দূর হেন চিন্তা হতে দেহাগাব।  
 “অস্তরে ডেবেছি যাহা তাহার অস্তর,  
 “জীবন যদি নরবে দেহের ভিতর,  
 “কভুত আমি না করি জেনো তুমি মনে,  
 “কার সাধ্য ফিরাইতে বল হে মোহনে।  
 “যথা নদী বাহিরিলে হতে ধরাধর,  
 “গতি ফিরাইতে তার দক্ষ কোন্ নর ?  
 “পশ্চিমে যদিও হয় রবির উদয়,  
 “পশুজাতি নর সম যদি কথা কর;  
 “প্রসারিয়া কর যদি ধরা যায় চাঁদ,  
 “জলধির জলে যদি পারে হতে বাদ;  
 “সুধীর বচন তবু না হয় স্বলন,  
 “নিশ্চয় জানহ তুমি, ওহে রামধন।  
 “এত পথ পর্যাটন কভু নাহি করি,  
 “তেকারণ ক্লান্ত দেহ আজি এত ধরি।

“ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমে পাইবে অভ্যাস,  
 “এ বিষয়ে দৃঢ় মোর আছয়ে বিশ্বাস।  
 “যত করা যায় কলেবরের চালানা,  
 “দেহ কি ততই দৃঢ় বল হে হয় না?  
 “বামেতরে দেখ তুমি কত বলাধান,  
 “বাম করে সামর্থ্যের কোথা বল স্থান।  
 “ইহার কারণ ডান করের চালনা,  
 “বাম হতে সমাধিক নিশ্চয় জ্ঞান না।”  
 যেহলে বসিল আসি সুধীর মোহন,  
 উহা অতি রম্য স্থান সঙ্কদয় জন।  
 অশ্বখ পাদপ আর বট-বৃক্ষময়,  
 নিরশ্বি যাহার শোভা জুড়ায় হৃদয়।  
 অশ্বখ পাদপ আর বট-বৃক্ষ তল,  
 প্রদানিছে পান্থ জনে ছায়া সুশীতল।  
 নোদাঘ-তপন-কর ধরি শিরোপরি,  
 তকপ্রণী পান্থ হুঃখ হরিতেছে মরি।  
 চাকর্ণ - সমাকীর্ণ পাদপ-শরীর,  
 বরষিতে রশ্মি তথি কি সাধ্য রবির।  
 কিবা রমণীর স্থল তক-পুঞ্জ-তল।  
 ঐশ্বকালে, যবে রবি দহে ভূমণ্ডল।  
 তরুপরে নানা পক্ষী বসি স্তব্ধ রহে,  
 প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু মধ্যে মধ্যে বহে।  
 পাদপ পত্রের কিন্তু আছে হেন গুণ,  
 স্পর্শান্তে শীতল করে কিরণ আশ্রন।  
 অশ্বখ পাদপ-পত্র পবনে কল্পিত;  
 রবিরশ্মি চক্ চকে তাহে নিপতিত;

নিরীক্ষণে যার শোভা জুড়ায় হৃদয়;  
 ককিছে খটোৎ যেন মনে জ্ঞান হয়।  
 কি সুখ উদয় হলো মোহনের মনে,  
 বসিরা এস্থলে তাহা বর্ণিব কেমনে।  
 যে জন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়,  
 সুবিস্তৃত মাঠ হাঁটি উত্তপ্ত হৃদয়,  
 পরে হেন রমণীয় স্থানে উপস্থিত,  
 জানে সুস্থ সেই জন যন আনন্দিত  
 কতই যে হয় তার বসি হেন স্থলে,  
 সে স্থলের সমস্তগ নাহি ভ্রমণে।  
 সেই জন মোহনের বুলিবে অন্তর,  
 কেমনে সে সুখ সুখে বল ধনী নর।  
 পণ্যশালা সন্নিহিতে হিলা সরোবর,  
 অবগাহি দেহ দৌহে প্রফুল্ল অন্তর।  
 জলপান করিরা রন্ধন আরোজন,  
 করি দিল মোহনেরে দ্বরা রামধন।  
 এ পর্য্যন্ত পাচকের করমে মোহন,  
 অনভিজ্ঞ সম্পূর্ণ আছিল, সে কারণ  
 হলো সূচকল অতি কুমারের মন।  
 বন্ধ হলো ডান কর; জ্বলনে জীবন  
 নিষ্কোপ করিল কতু, কতু বা দহন  
 মিটির মিটির জ্বলে; কোমল-লোচন  
 আগুনে ফুৎকার দিতে লোহিত বরণ।  
 রন্ধন ইহলে পোষ বহু কষ্ট পরে,  
 ভোজনে বসিল দৌহে প্রফুল্ল অন্তরে।

ভোজনান্তে অমরাগ একাকি মৌহন,  
 সম্রাট কহিল কৃতো হরিষ বদন।  
 “দেখ রামধন মম জীবন ধারণে,  
 “হুতুগু জীবন এত হয়নি-ভোজনে।  
 “ভক্ষণ যে করে নিত্য নিজের রন্ধন,  
 “নিত্য নিত্য তারি তৃপ্তি হয়ত এমন।  
 “নিজ বিনির্মিত দ্রব্য কিয়া জ্ঞান হয়,  
 “হইলেনও মন্দ তাহা মধুরতা ময়।”  
 উৎসুক কুমার চিত্ত লভিতে বিপ্রায়,  
 পরিগ্রহ পরে নিজা কছু নহে বায়।  
 অলস শরীর ভারাক্রান্ত হু নয়ন,  
 স্থাপিল আগিয়া নিজা আপন আসন  
 মোহন নয়নে, দীপ্তি-পূর্ণ এ সংসার,  
 মোহনের পক্ষে সব হইল আঁধার।  
 সেই দিন সেই স্থলে রহিল হুজনে,  
 পর দিন প্রাতঃকালে চলিল জমণে।  
 যাইতে যাইতে পথে এক তরুতলে,  
 হেরিল রাখাল এক বসি কুতূহলে।  
 বিচরণ কিছু দূরে করে গাভীদল,  
 বৎসগণ কাটে কুঁদি দেখি দেখে বল  
 হলো মোহনের ছন; আনন্দিত মনে,  
 বসিল রাখাল সহ স্থায়ল আসনে।  
 সমুখে সরিৎ এক নির্মল জীবন,  
 কল কল রবে নীর হ্রদ প্রবাহন;  
 বহিছে মধীর হ্রদ সলিল উপরে,  
 উঠিছে হিলোলকুল কল কল শব্দে :

ভাঞ্জেছে তরঙ্গমালা নদীতটে আসি,  
 বরাযিছে অবর্ণেতে যেন সুধারাসি।  
 চল-ক্রম-তলে বসি মোহিন সুখীর,  
 শূন্য-মনা হয়ে হেরে শোভা প্রকৃতির।  
 নানা রূপ চিন্তা কভু উঠিছে হৃদয়ে,  
 প্রেমনারী কভু করে তার চক্ষুদয়ে।  
 নদীর প্রবাহে আর চিন্তার প্রবাহে,  
 মোহনের মন মরি যেন অবগাহে।  
 নদীর প্রবাহ আর প্রবাহ চিন্তার,  
 তুলনায় সম পৌছে সম্মুখে কি তার।  
 নদী উঠে গিরি হ'তে চিন্তা হ'তে মন,  
 নদীপ্রোত চিন্তাপ্রোত একই গঠন।  
 নদীপ্রোত-তটে জন্মে নানা তরুণর,  
 চিন্তাপ্রোত-তীরে জ্ঞান-পাদপ সুন্দর।  
 নদীপ্রোত নিকটস্থ তরু ফলে নত,  
 আশ্বাদন তার বল সুমিষ্টই কত ;  
 চিন্তাপ্রোত নিকটস্থ জ্ঞান-তরু-ফল,  
 আশ্বাদনে সুধাসম জীবন শীতল।  
 নদীপ্রোত নিকটস্থ প্রস্থান পাদপে,  
 মজাইরা দেয় মন প্রকৃতির জপে।  
 চিন্তাপ্রোত তটবর্তী কাঁচা-কুল-বন,  
 মোহিত না করে বল কোন জন্ম মন ?  
 নদীপ্রোতে উঠে ঈর্ষি অঁতি ভয়ঙ্কর,  
 চিন্তাপ্রোতে ক্রোধ রিপু বহে ধরতর।  
 নদীপ্রোতে হিংস্রজন্তু কুন্তীর, হাঙর,  
 আদি করি রয়ে কত জন্ত ভয়ঙ্কর।

চিন্তাজ্যোতে ঘেষ, ঈর্ষা, কাম' কমে বাস;  
 বাহ্যর আচার দেখি মনে লাগে জ্বাল ।  
 নদীজ্যোত পড়ে শেষে জলধির জলে;  
 চিন্তাজ্যোত পড়ে শেষে ঈশ পদতলে ।  
 হের হে পাঠক জন মোহন মানসে,  
 চিন্তার প্রবাহ বহে তরুতলে বসে ।  
 প্রকৃতির চাক শোভা করি বিলোকন,  
 কহে কথা মন মনে সুধীর মোহন ।  
 "ওহে উচ্চপদারূঢ় মানব মণ্ডল,  
 তব উচ্চাসন বল শূন্য কি গরল ?  
 আসীন হইয়া তব সুউচ্চ আসনে,  
 যায় কি জীবন তব শঙ্কাসূত্র মনে ?  
 নাহি কি বৈরি তোমার ? হৃদয় নির্ভয় ?  
 তব যে অধীন জন সকলে কি কর  
 তব গুণ অকপটে ? তব সন্নিধানে,  
 ধূমপুঞ্জ যথা ধায় বায়ু বস্ত্রপানে;  
 অসম্মুখে যথা মীন জ্যোত বিপরীতে,  
 হেন তব অঘূচর জেনো তুমি চিতে ।  
 এই যে রাখাল পরিধিরে ছিন্ন বাস,  
 এই যে রাখাল যার তরুতলে বাস,  
 এই যে রাখাল যার বৃত্তি গোচারণ,  
 এই যে রাখাল যার বন্য আচরণ;  
 এই যে রাখাল ধরি বংশ-যজ্ঞি করে,  
 এই যে রাখাল ভুঞ্জে হরিষ অন্তরে  
 সিক্ত ঢালা যথা ধনী মিহরি মাখন,  
 হৃষ্ট সমধিক সেই ভাবে কবি মন ।

সেই 'সে নৃমণি বসি স্বর্ণ সিংহাসনে,  
 পরিধিয়ে পট্টবাস ঝলসে.' লোচনে।  
 সেই 'সে নৃমণি বসি সুরমা হরমে,  
 বার সঙ্গে সদা দাস দাসী কত ভ্রমে।  
 সেই সে নৃমণি করে রাজদণ্ড ধরি,  
 কি মাধুরী তারি বল আহ। মরি মরি।  
 বল দেখি মহীপাল জিজ্ঞাসি তোমারে,  
 সমধিক সুখী কেবা কহ হে আমারে।  
 হও যদি সজ্জনয় ওহে নৃপমণি,  
 'রাগালের সুখ সহ তুলনা কখন  
 হয় না আমার সুখ' কহিবে অমনি  
 'ক সন্দেহ কহ কহ কহ হে নৃমণি।  
 দূর হ'তে রাজপদ দেখিতে সুন্দর,  
 লভিতে বাসনা করে মানব অন্তর।  
 দূর হ'তে নৃপপদ বারনারী অঙ্গ  
 মাধুরী নেহারি তার নরে ইচ্ছে সঙ্গ।  
 সচাম সে অঙ্গ মধো রোগ নিবসতি,  
 ভুঞ্জিয়া তাহার সঙ্গ ইচ্ছা বলবতী  
 হয় গো স্তম্ভিত ববে, হয়ে রোগাক্রান্ত,  
 লাগ্ত মন বুকে তবে বধন প্রাণান্ত।  
 তেমনি ভূপতি পদ ভাবি মনে মনে,  
 দূর হতে বাঞ্ছনীর কষ্ট আরোহণে।  
 উঠি উচ্চ সিংহাসন 'সুধু কষ্টময়,  
 আছে কে এমন নর প্রতিকূলে কর।'  
 কিছু ক্ষণ মোহন করিয়া আলাপন,  
 সেই রাগালের সহ হলো ক্ষয় মন।

দিগ্ধা কিছু অর্থ তারে, চলিল ক্ষুদ্রে,  
 রাখাল গোপাল লয়ে থাকে হর্ষাক্ষরে।  
 এইরূপে প্রকৃতির শোভা প্রীতিকর,  
 ছেরি দিন দিন ফুল মোহন-অন্তর।  
 নিত্য নব নব শোভা করি বিলোকন,  
 হইল মোহন-মন প্রমোদে যখন।  
 কবি মন হয় যার, পথ পর্যাটনে  
 কি আনন্দ হয় তাহা বলিব কেমনে।  
 এক পক্ষে মোহন সমুদ্র সন্নিধানে,  
 হলো উপস্থিত আসি; উৎসুক বয়সে  
 করে নিরীক্ষণ তথি যে দিকে জনধি,  
 না রহিল মোহনের স্তূপের অবধি।  
 ক্রমে ক্রমে সমুদ্র পুলিনে উপনীত,  
 নিরখিয়া রত্নাকর মোহন বঞ্চিত  
 হইল আপন জ্ঞান; চিত্ত পুতলির  
 সম হইল স্তম্ভীর; পলক আঁখির  
 না নড়িল; গেল কিছু ক্ষণ এইরূপে,  
 উৎখলিল অবশেষে তারি ভাব-কূপে।  
 "কি অদ্ভুত দ্রব্য আজি ছেরিল নয়ন,  
 "হলো এত দিনে মম সার্থক জীবন।  
 "ওগি মা প্রকৃতিসতী ভাণ্ডার তোমার,  
 "পূর্ণ কি অমূল্য ধনে বর্ণে সাধ্য কার ?  
 "যখন যে দ্রব্য ভব নেহারি ভাণ্ডারে,  
 "কি আনন্দ বিতরণ করে যে আমারে  
 "কহিব কেমনে আমি; মাধুর্য্য তাহারি  
 "লয় হরি মম সংজ্ঞা; উজ্জ্বল্য যাহারি

“কলমে লোচন মম; হই স্পন্দহীন,  
 “প্রকাশিবে সে আমঙ্গ'কেমনে এ দীন।  
 “বিশাল তব ভাণ্ডার নানি রত্নময়,  
 “কে আছে এমন নর তারি সমুদয়  
 “নিরখিবে তারি চক্ষে? মানব জীবন  
 “ক্ষণস্থলী ঘনকোলে দামিনী যেমন;  
 “কিঞ্চিৎ যথা বারিবিহ বারি নিপতনে  
 “সরোবরে যবে যবে ঘন এ ভুবনে।  
 “হেন যে নর জীবন বলগো কেমনে  
 “ভইবে সক্ষম বিপুল ভাণ্ডার নিরীক্ষণে  
 “তব? ওরি ইচ্ছাসম্ভী কহি গো তোমাঝে  
 “কেন কুতূহল-শিখা জ্বালিয়া আমারে  
 “দেহ এত মনোকষ্ট? এ মম মনন  
 “একবারে ছেরি চক্ষে ভাণ্ডার চিকণ  
 “প্রকৃতি সতীর, কিন্তু রূপা সে কামনা,  
 “কদরে সুধুই দেহ বিষম যজ্ঞাণ।  
 “প্রবোধ আচ্ছয়ে এক; সুধীর বর্গন  
 “করি পাঠ এ ভবের মানস - নয়ন  
 “হয় গো সক্ষম নিরীক্ষণে একবারে,  
 “যথা যথা ধর মাতা সুখম আকারেণ  
 “হে জলধি তুমি মম আছ যে সম্মুখে  
 “আছিল না সংজ্ঞা মম; চিত্তিহিন্ সুখে  
 “কতই নবীন চিন্তা; নয় তো নয়ন  
 “নিরখিতে যজ্ঞ সুধু ভাবি যনে মন।  
 “কি আছে সন্দেহ তায়? বিস্ফারিত জাঁখি  
 “আছিল আমার মন, ছিন্ তায় রাখি

“যতনে জলধি পানে ; কিন্তু নী হেরিছ  
 “সমীপস্থ বিদ্বত দাগর, বা লভিছ  
 “আনন্দ নরনে যবে আছি চিন্তনে,  
 “কি শক্তি নরন হেরে সুউদাস মনে।  
 “নিরনিধি তোমা হেরি আনন্দ অপার  
 “কিবা যে হইল মম ; অন্তর আমার  
 “কি রসে হইল পূর্ণ কহিব কেমনে ?  
 “প্রকাশ কি করা যায় সে রস কখনে ?  
 “কিবা স্মৃতিগণ তহু মূর্তি কি গভীর  
 “উদক অতলস্পর্শ কত যে গভীর  
 “সক্ষম সে কোন্ নর করিবারে স্থির ?  
 “তোমা সন্দর্শনে বায় জড়িয়া হৃদির।  
 “জীবন-প্রস্থান যার অক্ষুট কুটমল,  
 “বহি স্মৃতি-বায়ু তহুপরি সূচক্ষণ-  
 “সে হৃদি কোরকে করে প্রফুল্ল তখনি  
 “স্নানমুখ স্থিত হয় দর্শনে অমনি !  
 “একটী তোমার নাম হয় রত্নাকর,  
 “হে জলধি ; কত রত্ন তোমার অন্তর  
 “নিরন্তর আছে ধরি কহিব কেমনে ;  
 “হৃদয় বিদরে কিন্তু কাঁদি মনে মনে  
 “হয় গো স্মরণ যবে তব দম্ভাস্তি,  
 “হরিতে মানবধন চঞ্চল প্রকৃতি।  
 “কত ধনীধন হরি তব কোষাগার,  
 “পূরিত অমূল্য ধনে বর্ণে সাধ্য কার ?  
 “হয় হে অমূল্য ধন দুঃখ নাহি করি ;  
 “ভাল হে অর্ণবপোতি তব হৃদি’পরি ;

“ভিক্ষা হে একটী মম আছে তব স্থানে,  
 “না হরো একটী ধন শুন ওহে কাণে।  
 “সে ধন অতি অমূল্য তাহার আকর  
 “আছে হে জানহ নর দেহের তিতর।  
 “সে ধন জীবনধন যতনের অতি,  
 “না হরো সে ধন তুমি করি হে মিনতি।  
 “কত চিরহুখিনীর অঞ্চলের ধন  
 “হরণ করিয়া নিজ উদর পূরণ  
 “করিয়াছ বল শুনি, হৃদয় বিদরে  
 “ভরণে ক্রন্দন যার সুদুঃখ করে।  
 “দরিদ্র জ্বালায় স্থূল অঞ্চলের ধন,  
 “জননী বিদায় দেয় তনয় আপন :  
 “হেন পুত্রবরে তুমি বল হে কেমনে,  
 “নাশিতে বাসনা কর বল তুমি মনে ?  
 “কত কামিনীর তুমি হৃদয়-বল্লভে  
 “করেছ হরণ বল ; কভু না মন্তবে  
 “হেন আচরণ তব। প্রেম-তকবর  
 “বহু যতনের ধন জেনো হে সাগর।  
 “কত শত্রু ধরে তায় না হতে অকুর,  
 “অকুরিত যদি হয় সদা শঙ্কাতুর  
 “পাছে মরে শঙ্কাতাপে ; অকুর পালনে,  
 “হৃদয়ট করি পূর্ণ যতন-জীবনে  
 “সদত সিদ্ধিতে হয়, “সরলতা সাব  
 “প্রদান করিতে হয় গরিমা কি তার।  
 “করিলে এত যতন হয় পল্লবিত,  
 “কুৎসা, ঈর্ষা, কীট তায় ধরে আচম্বিত।

“ সে কীট নাশিতে প্রয়োজন বহু জম,  
 “ শ্রীমতা কবার নীর তার অমুকম,  
 “ সিঞ্চনের প্রয়োজন ; যদি জীয়ে প্রাণে,  
 “ প্রেমতরু হুজি পায় নর সন্নিধানে ।  
 “ হেন প্রেম-তরুরে বল হে জলধি  
 “ কেমনে নিমগ্ন কর তুমি নিরবধি ।  
 “ করিছ না ভাল কাজ তুমি হে সাগর,  
 “ ভাবিয়া দেখুক ওহে তোমার অন্তর ।  
 “ অমুদিন বিরহিণী করিয়া কন্দন,  
 “ পরোধি বৃহৎ এক করিছে সৃজন ।  
 “ গঠন সম্পূর্ণ হলে অতীব বিপদ,  
 “ তাজিয়া পলাতে হবে তোমার সম্পদ ।  
 “ তব তটেকত রাজ্য হলো বিনির্মিত,  
 “ করিলে হে কত রাজ্য তুমি কুক্ষিকৃত ।  
 “ নগর নগরী কত নির্মিত কৌশলে  
 “ ধনিত হইত আইন নর কোলাহলে,  
 “ কোথা তারা বল বল কোথা সে সকল,  
 “ তৃপ্ত কি করেছ তব জঠর অনল !  
 “ তুমি হে যেমন ছিলে আইছ তেমনি,  
 “ অনন্ত মতন তুমি আই এ অবনী ।  
 “ হে মানব তব শিল্পে রুখা সিদ্ধ কাছে,  
 “ গঠন কত গঠিবে এক উর্ধ্ব আছে ।  
 “ হে মানব রুখা তব গর্ভে অহঙ্কার,  
 “ সহিতে পার কি এক সিদ্ধর ক্রোধকার ?  
 “ দুর্জনের কাছে তব খাটো ভাল জোর,  
 “ বলিষ্ঠের কাছে তুমি ছাও যেন চোর । ”

“অধিক ইইল বেলা বাবু মুহাশয়,”  
 সম্ভাষিল রামধন করিয়। বিনয়।  
 “অধিক ইইল বেলা দেখুন চাহিয়া,  
 “রবিকর তীক্ষ্ণ দেয় দেহ ঝলসিয়া।  
 “ভক্ষণ করুন কিছু অবগাহি দেহ,  
 “বহুক্ষণ অনশনে কি আছে সন্দেহ  
 “হবে শারীরিক পীড়া; কহি আমি তাই,  
 “রন্ধনের আয়োজন করি এই ঠাই।”  
 এত যদি রামধন কহিল মোহনে,  
 চমকি উঠিয়া প্রভু ভূতা সম্ভামণে  
 কহিল মধুর ভাষে, “ওহে রামধন  
 “ইইল যে এত বেলা অল্পভব এতক্ষণ  
 “হয়নি কিছুই মম, আই যে জলধি  
 “করেছিল সংজ্ঞাশূন্য মোরে এ অবধি।  
 “অতএব শীঘ্র শীঘ্র কর আয়োজন  
 “রন্ধনের করি স্থান আমি ততক্ষণ।”  
 ইইলে রন্ধন শেষ, স্বধীর মোহন  
 বসিলেক ঘনসুখে করিতে ভোজন।  
 ভোজনান্তে দৌছে পণ্যশালি অভ্যন্তরে,  
 করিল শয়ন অতি প্রফুল্ল অন্তরে।  
 দিবা অবসান ক্রমে; আরক্ত বরণ  
 ইইল পশ্চিম ভাগ, নয়নরঞ্জন।  
 সেই সে নিদ্রাঘকাল গোঁধুলি সময়,  
 জানে স্বধীজন অধু কি ভাব উদয়  
 হয় আসি মনাকর্শে। রহে কি মোহন  
 এ হেন মগ্ন নাহি করি সম্মর্শন

প্রকৃতি বিক্লিত শোভা তটে জলধির ;  
 থাকিতে পারে কি মন মোহনের স্থির ?  
 চির ছিল আকাক্ষিত মন নিরঙ্কিতে  
 কচির দর্শন যবে মগন হইতে  
 রত্নাকরে দিবাকর সুমোহন বেশে  
 নামে গো গগন হতে জলধি এবশে  
 করি সমাপন কার্য্য নক্ষিতে বামিনী,  
 সুমোহন বেশে তার তুষ্টিতে কামিনী ।  
 মল্লক উপর যবে ছিল দিবাকর,  
 কার সাধ্য সহ করে তব খর কর ?  
 সে ভীষণ মূর্ত্তি এবে প্রশান্ত কেমন ?  
 না হয়ে প্রশান্ত আর কি কর তপন ?  
 প্রেরসি প্রসাদ রবি সন্তিবার তরে,  
 খাটেনা ক্রুদ্ধ মুরতি বুঝেছ অন্তরে ।  
 তাই হেন স্রষ্টাব বুঝি হে ধারণ ?  
 তাই হে তপন তব বেশ সুমোহন ।  
 ছিছি দিনমণি তব উপযুক্ত নয়,  
 সমস্ত জগৎজন ঘারে করে ভয়,  
 ছিছি হে দিনেশ তব উপযুক্ত নয়,  
 তুষ্টিতে নিজ রমণী মনে এত ভয় ।  
 কি নিরোধ আমি মিছা দোষ আরোপণ,  
 কেন করি তোমা প্রতি বল হে তপন ।  
 যে নৃশংস নৃপ ভয়ে কাঁপে জন-মন,  
 চল-ক্রম-দল যথা প্রাপ্তে সমীরণ ।  
 যে মন্ত্রীবরের হেরি আরক্ত নরন,  
 প্রজাবর্গ হৃদে ধরে বিষম কম্পন ;

যে দম্ভার দম্ভ্যবৃত্তি হেরি শান্ত জন,

দিবানিশি রহে অতি সঙ্গঠিত মন,

হেন নৃপ, হেন মন্ত্রী, হেন দম্ভ্য জন,

নিজ রমণীর কাছে মেঘটী যেমন ।

ভূমিও হে ত্রিবাম্পতি কেন বা না হবে

প্রশান্ত অতীব ধীর ? যে ভাব সম্ভবে

কামিনী কোমল কার হলে সন্নিহিত,

সে ভাব ধারণ তব নহে অবিহিত ।

উঠিল মোহন, ত্বর্য প্রকৃতি দর্শনে

এক ক্ষুদ্র গিরি'পরি প্রকুল নোচনে ।

হেরিয়া অপূর্বশোভা মোহনের মন,

দমীম আনন্দ নীরে হইল মগন ।

“সার্থক জীবন মম” কহিল কুমার,

“হেরিল নয়ন আজি হেরিবার সাধ ।

“অদ্ভুত সৌন্দর্য্য কিবা প্রকৃতি ধরিল,

“হেরিয়া বিচিত্র শোভা মানগ টলিল ।

“কি আশ্চর্য্য ! রক্ত পদ্ম এক সিন্ধু নীরে

“বিকসিত হেরি কাঁপিছে সমীরে ধীরে ।

“জলধি পশ্চিমে অই শোভা চমৎকার ।

“আমর কি ভ্রান্তি হুদে ধরিল আমার ।

“সন্ধ্যাকাল সমাগত ; কোথায় নলিনী

“প্রকুল গোখুলি কালে ? হয় কি কামিনী

“মগন প্রমোদে কতু পতির বিরহে ?

“কিবা কোথা কমলিনী প্রকলিত রহে

“লবণাশু পয়েঁধিতে ? কমলিনী কার

“অতীব কোমল, লবণাক্ত নীর তার

“যথা জেমো উৎপন্ন প্রকৃতি প্রবর্তন;  
 “কিন্তু যথা নবনীত উজ্জ্বল আগমে।  
 “আরত নাহিক হেরি সৌ চাক শোভন,  
 “দেখিতে দেখিতে জলে হইছে মগন।  
 “বুঝিলাম নহে উহা প্রকৃত নলিনী,  
 “মিহির মোহন মূর্তি মোহিতে মেদিনী।  
 “গমন করিছে সূর্য্য নিজ অন্তাচলে,  
 “ধরিত্রা অপূর্ব্ব শোভা মন কুড়ুলে।  
 “প্রকৃতি পরিল কিবা বেশ মনোহর,  
 “নিরবি জুড়ায় আঁখি জুড়ায় অন্তর।  
 “গগন পশ্চিম প্রান্ত কিবা শোভাময়,  
 “দূরদেশে বহ্নি জলে মনে জ্ঞান হয়।  
 “বহিছে সমীর ঘড় লাগিছে পাদপে,  
 “নতশির করি শির তুলিয়া আতপে  
 “উঁকি বুঁকি মারিতেছে মনে জ্ঞান হয়,  
 “গেল কিনা রবি অন্ত হৃদয় সভয়।  
 “সমস্ত দিবস সূর্য্য করজালে তার,  
 “দক্ষীভূত তরু তরু করেছে সবার।  
 “কর কর সমীরণ বহে তরুপরে,  
 “প্রবণে জুড়ায় প্রতি জুড়ায় অন্তরে।  
 “কর কর শব্দ করি ঘড়ল সমীর,  
 “তরু কর্ণে আদেশিছে যেন প্রকৃতির  
 “আদেশন, ধরিতে মোহন বেশ ধরা,  
 “কহিতেছে যেন পুনঃ ‘আইস আমরা  
 “প্রকৃতি সুন্দরী শোভা করি সঙ্গীতন,  
 “মানবে মোহিত হবে করি আকর্ষন।

“সেণু বীণা ধনি তারা শুনে এক মনে  
 “সুমধুর বলি সেই বীণার নিকটে  
 “করে অহঙ্কার কত; এ বীণা স্বাক্ষর  
 “শ্রবণে সে গর্জ্ব গর্জ্ব হইবেক তার’।  
 “মহীকহ মাকতে মিশিরা এক মনে,  
 “তাই আরস্তিল গীত গাইতে যতনে।  
 “আ মরি কি মধুময় এ মধুর স্বর,  
 “কে গুণ বুঝিবে এর বিনা সুধীবর।  
 “ম্রদল মলয়ানিল বহে অক্ষুণ্ণ,  
 “পরশি শরীরে সুধা করে বরিষণ।  
 “অঙ্গ সঙ্গে সে সমীর করে হতজ্ঞান,  
 “সুধা কি গরল বর্গে বুঝেন। পরাণ।  
 “সমগ্র ইন্দ্রিয় মোর প্রায় বিচেতন,  
 “সমগ্র ইন্দ্রিয়ে হয় সুধা বরিষণ।  
 “সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু সলিল নীলিম;  
 “গন্দর্শনে সে সুবমা লজ্জি হৃদি-গৌম;  
 “হৃদয়-সাগর বেগে হলো উচ্ছলিত,  
 “সমস্ত শরীরে সুধা হলো সঞ্চারিত।  
 “সুখ-শলী মনাকাশে যবে সমুদিত,  
 “হৃদি-সিন্ধু কেন বা নহে উচ্ছলিত।  
 “উথলি সিন্ধু-সলিল সুধাংশু কিরণে,  
 “বেলাস্থিত ত্রব্যে করে মগন জীবনে।  
 “মম সুখ-শলী এবে উদিত উজ্জ্বল,  
 “উচ্ছলিত তাই হলো হৃদি-সিন্ধু-জল।  
 “দেহ রূপে বেলাপরি পদার্থ ইন্দ্রিয়,  
 “চক্ষু, কণ, নাসা, ত্বক্ রসনা মদীয়

“আনন্দ মলিলে তাই হইল মন,  
 “সমগ্র শরীর মম তাই বিচেতন।  
 “কাইছে বিহঙ্গকুল তাজি সিঁদুকুল,  
 “আপন আপন নীড়ে এবে প্রতিকুল  
 “রজনী আসিছে তাই। কুবিদলবল  
 “চলিছে আপন গৃহে শরীর বিকল।  
 “রাখাল গোপাল লগ্নে চলে গোষ্ঠ হতে,  
 “ইন্ডারবে গাভীগণ ... ছুটিছে কেমনে।  
 “আসিছে ভিমির গর্বে হতে প্রাচীন্দিক,  
 “সংহারিতে দিবালোক হৃদয় নিভীক।  
 “ক্রমে বৃদ্ধি অঙ্ককার ; অবতরি গিরি,  
 “নারিব আঁধারে যেতে, তাই ধীরি ধীরি  
 “লইগে আশ্রয় আমি ; কিন্তু ইচ্ছাসতী  
 “কল্প করি পথ মম কল্প করে গতি।  
 “চলিতে চলেনা পদ ; হৃদয় বাসনা,  
 “সদা রই গিরি’পরি হরে শূন্যমনা,  
 “করি সন্দর্শন আমি প্রকৃতি-রমণী ;  
 “সন্তোষ-উদ্যানে যেতে এমন শরণী  
 “জগতে পাইব কোথা বল ওরে মন ?  
 “বিশুদ্ধ প্রমোদ উৎস হেথা সর্বকণ,  
 “তুর্বিতে মরুজগনে হইছে পতন ;  
 “এত্থ পশ্যোগ জ্ঞাত ইচ্ছা কর জন ?  
 “সদয় জনক যথা দুঃখীল তনয়  
 “শুণীল হইবে কি সে উৎসুক হৃদয় ;  
 “কুপথ তাজিয়া কিসে সুপথে আসিবে,  
 “পরিহরি দুর্ভয়তি সুমতি পাইবে ;

"কতই যতন তাঁর বল সে কারণ,  
 "মুহূর্তের তাঁরে তাঁর উদ্যত কখন।  
 "হয় না জানিই মনে; তাঁর পুত্রবর  
 "ততই কুপথে যায় নির্ভর অন্তর।  
 "তেমনি প্রকৃতিসতী নরপুত্র তরে,  
 "দৃজিলা এ বহুদুরা সদয় অন্তরে  
 "কত সুখময় দ্রব্যে করিয়া পূর্ণিত,  
 "প্রমোদ প্রবাহে প্রাণ হয় উচ্ছলিত  
 "ভুঞ্জিলে সে সব দ্রব্য; এমনি মানব,  
 "সুখা তাজি পিয়ে বিন একি অসম্ভব।  
 "যাইলে যে পথে পাবে সুখ সুবিলস,  
 "যাইলে যে পথে পাবে সুখাময় ফল,  
 "যে পথ সতত রহে পীড়য় পূর্ণিত,  
 "যে পথ ভ্রমণে মন হয় পুলকিত  
 "পরিহরি সেই পথ মানবের মন,  
 "গরল পূর্ণিত পথে করিবে ভ্রমণ।  
 "যাইবে সে পথে যথা পূতিগন্ধময়,  
 "যাইবে সে পথে যথা ফল বিষময়।  
 "মানবপ্রকৃতি দেখি কাঁদি উঠে প্রাণ,  
 "কোথা পাই বল মন নরশূন্য স্থান।  
 "এছেন বিজ্ঞান স্থান কেন, পরিহরি,  
 "নাকারজনক স্থলে যেতে ইচ্ছা করি।  
 "যামিনী কামিনী ক্রমে আসি আবির্ভূত,  
 "প্রকৃতি ধলিল কিবা সৌন্দর্য্য অসুত।  
 "গন্ধনমণ্ডল ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্গর,  
 "এ ভবনগুল হলো অধু তমোমর।

“চলে নাহি সৃষ্টি আর চলিল বাসার,

“ চিন্তাসতী আর কষ্ট দিওনা আমার।’

অবতরি ধীরি ধীরি সে গিরি মোহন,

আপন বাসার ধীর করিল গমন।



## তৃতীয় সর্গঃ

Loveliness

Needs not the foreign aid of ornament,  
But is, when unadorn'd, adorn'd the most.  
Thoughtless of beauty she was Beauty's self.

THOMSON

বামা-মুখ - বিনিঃসৃত - বাক্য - মধুমর-  
প্রিয় যে পাঠকরন্দ সক্রোধ হৃদয়  
না শুনি সে মধুমাক্ষ! কথা বহুকণ।  
বামা - মুখ - বিনিঃসৃত মধুর বচন  
প্রিয় নহে কে ভুবনে? বটে বহুকণ  
হইল পাঠকরন্দ। সে স্বর অবগ  
তব ক্রতি না করিল, কম অপরাধ।  
স্থলন করিতে দোষ মনে হয় সাধ  
বলি আমি হুঁচী কথা করহ অবগ;  
প্রেমিক না জানে কভু প্রেমের বতন  
বিচ্ছেদ যদি না হয়। বিচ্ছেদ-অনল  
কিছুকণ দহে যদি বহিরা অবল।  
রন্ধিতে প্রেম-জীবন দেহ অভ্যন্তরে  
বিচ্ছেদ উদ্ভূত। অতি প্রয়োজন করে।  
ঘটিলে অর বিকার হিমাদ হইলে,  
বিষাক্ত ঔষধি-ঔষ প্রয়োগ করিলে  
উপকার করে যথা; প্রণয় - বিকারে  
বিচ্ছেদ - ঔষধি-তাপ প্রেম প্রাণাধারে

রক্ষিতে দ্বিতীয় নাই পাঠক তেমনি,  
 বিশেষ্যান্তে এক প্রাণ পুঙ্খ রমণী।  
 তাই হে পাঠকগণ কুবনমোহিনী  
 আছিল আঁধি অন্তরে আনন্দদায়িনী।  
 মোহিনী - বদন-বিনিঃসৃত বাক্যসুধা  
 পিয়ে পারহর এবে কোতুহল কুধা।  
 নিতাদেবী তাজি হেথা মোহিনী-লোচন  
 আপন আবাসে ধনী করিল গমন।  
 গয়া তাজি মোহিনী উঠিল তরা করি,  
 কাত কাছে নাহি দেখি চিন্তিতা হুন্দরী।  
 বাহিরে আসিয়া দেখে রবি-রশ্মি-জাল  
 শোভিয়া রহিছে চাক মহীকহ-ভাল।  
 জনে জনে জিজ্ঞাসিল মোহন বারতা,  
 অপ্রাপ্তে নাথের তব হৃদি ব্যাকুলতা।  
 গত রজনীর কথা কহি পুরজনে,  
 অকুল হলো হুন্দরী ভাবি মনে মনে।  
 মহাকোলাহল পড়ি গেল। পুর মাঝে,  
 মোহিনী কদয়ে বেন বজ্র ছেন বাজে।  
 পুষ্পোদ্যানে কেহ যায় আবেষণ তরে,  
 কেহ তরা করি পায় নব্বিহিত মরে।  
 কেহ যায় মাঠে ছুটি কেহ আমোদ্যানে,  
 কেহ না পাঠিল তব আর কোন স্থানে।  
 বধা বধা মোহনের গতিবিধি ছিল,  
 পুরদাসিগণ তাহা সব অবেশিল।  
 কোন স্থানে কেহ তব নারিল কহিতে,  
 বাজিল বজ্রের সম পুরবাসি - চিতে।

'হা নাথ' বলি মোহিনী হইল। হুঁহুঁত,  
 কেরবারে সংজ্ঞাশূন্য নয়ন ভ্রমিত।  
 গানি পাখা আনি বারি সহচরী তার,  
 রাজনিল বারি দিল বদনে ভাহার।  
 সম্পাদিত হলো সংজ্ঞা বলল আস্রাসে,  
 নয়ন আস্রাসে মোহিনীর বক্ষ ভাসে।  
 'হা নাথ' বলিয়া ধনী করয়ে ক্রন্দন,  
 পার্শ্ববর্তী জন-হৃদি করি বিদারণ।  
 "ওহে প্রাণনাথ ফেলি কোথা গেলে বল,  
 "তোমা বিনা অন্ধকার মেহারি সকল।  
 "হৃদয়গগনে তুমি সম্পূর্ণ চন্দ্রমা,  
 "মল্লজ মাঝারে তব নাহিক উপমা।  
 "এ হৃদি-আকাশ করি আঁধারে আস্রাসে,  
 "অন্তমিত কোথা হলে হরে অশ্রুসর।  
 "কি দোষ পাইয়া নাথ হরে অসদয়,  
 "অন্ত দেশ উজ্জ্বলিতে তাজি এ হৃদয়  
 "করিলে প্রস্থান বল। তব কুমুদিনী  
 "ময় হবে সরোবরে হইয়া মানিনী  
 "কো ভাবিলে একবার ? তব অদর্শনে  
 "আছি বে এখন প্রাণে তাই ভাবি মনে।  
 "ওরে রে নিষ্ঠুর প্রাণ, বিধি নিদাক্ষ  
 "কি জ্বায়ে গঠিল তোরে ? লোহাপেক্ষা যুগল  
 "কঠিন ত কতু নয় সে জ্বায়া সকল,  
 "হতো না পর্যাবসিত শত চিরে বল  
 "তা হলে কি দগ্ধ হৃদি ? তাই ভাবি মনে।  
 "দহাগার শূন্যময় তোমার বিহনে।

"ওহে ণ্ডধাম, তুমি প্রেমের সাগর  
 "তব প্রেমায়ীনা, আমি জুড়াও অন্তর  
 "একবার দেখা দিও। এই মম পাশে  
 "আছিলে শয়ন করি; কেমনে প্রবাসে  
 "রহিবে বল হে নাথ, কে সেবা করিবে  
 "দাসী তব হেথা পড়ি। কেবা খাওয়া দিবে  
 "ক্ষুধিত হইলে তুমি করিয়া যতন ?  
 "হলে তুষার, বল, কে দিবে জীবন ?  
 "কোমল শয্যায় কান্ত করিলে শয়ন,  
 "না হতো তব নগনে নিদ্রা আকর্ষণ ।  
 "সামান্য শয্যায় এবে করিয়া শয়ন  
 "করিতে হইবে নাথ যামিনী যাপন ।  
 "প্রবাসে রমতি কষ্ট কত সংজ্ঞাচন  
 "প্রবাসে আছিল যেই জানে সেই জন ।  
 "হেন যে প্রবাসক্লেশ ওহে প্রেমময়,  
 "তব সুকোমল অঙ্গ কেমনে বা ময় ।  
 "ওরে রে দৃঢ় লোচন, তোর প্রীতিকর  
 "প্রেমপূর্ণ দ্রব্য যেটী হইল অন্তর ।  
 "যার সুকোমল কান্তি করি সন্দর্শন  
 "হতিনু প্রকুল তুই কোথা সেই জন ?  
 "কমলিনী সহ দেখ যত কবিগণ  
 "দেয়রে উপমা তোর, তার নিদর্শন,  
 "পলাশ পদ্মলোচন কহে পীতাম্বরে,  
 "কমলিনী সম তুই জানিহু অন্তরে ।  
 "কিন্তু কোথা তোর নাথ বলরে আমারে,  
 "হবি বিকসিত প্রাতে হেরিয়া বাহারে ।

“মম প্রাণনাথ যেহে তোর দিমমণি,  
 “অন্তমিতে সেই মণি তুই-রে অমণি  
 “না হলি কেন মুদিত ? ছলে অঞ্জলি,  
 “নির্গলিছে বটে তোর রস অঙ্গল।  
 “হৃদি শুক বলি তাই ? মিছা দোষ তোর,  
 “তবে কেন দিই আমি। উচিত না মোর  
 “কটু বাক্য তোরে বলা, তুই-রে যখন,  
 “শুকাবার আশে এত রস বিসর্জন  
 “করিছ তো অঙ্গ হতে। অরে রে প্রবণ,  
 “প্রবণ করিতে সেই মধুর বচন  
 “পারি আর কোথা বল ? সেই শিকস্বর,  
 “ঈর্ষ্যে বঞ্চিত হয়ে রবি নিরন্তর  
 “কেমনে বল রে তুই ? হও রে বধির  
 “বিষাক্ত বাক্য বিশিষ্ট নর ও নারীর  
 “তোর দ্বারে প্রবেশিলে হইবে মিস্কন,  
 “অন্ত নর বাক্য তোর যেমন গরল।  
 “ওরে বাহনতা দয় ধূলায় লুপ্তিত  
 “রহিবি রে কত কাল ? যাহার আশ্রিত  
 “দীন তোরা কোথা বল সেই তরুণ ?  
 “আজ্ঞার করিয়া কুণ্ড যার নিরন্তর  
 “রহিতে কই অন্তরে ?” সেই তরুণ  
 “হতাশ পবনবেগে বহিয়া বিপ্লব  
 “ঘটাইল স্তব্ধহৃৎ; হইল হিমবৃন্দ  
 “উড়িল এচও বেগে প্রবাসে অকূল।  
 “তুই নতা অসহায় পড়িয়া এখানে,  
 “তোর হৃৎ দেখি কেবা না কাঁদিলে আগে

- “রে অজ প্রভাসগণ আধে পারিগত  
 “হইয়াছে তোরা সব, অধিই অকৃত  
 “সদ লইয়াছে সেই প্রাণনাথ অজ  
 “কদিন রহিবি বল আধ অজ তল ?  
 “আধ বিনা এ অর্দ্ধাঙ্গে মম হৃদয় সাজ,  
 “মম আধ অপদার্থ বিনা সে অর্দ্ধাজ ।  
 “ওলো নিদ্রে, বল তোর কেমন এ রীতি  
 “গত নিশি তুই কেন বাড়ারে পীরিতি  
 “মম আঁখি তাজিবারে করিলি বিলম্ব ।  
 “হরিবার তরে কিলো মোর অবলম্ব ?  
 “অন্ত দিন তহু কীণ প্রত্নাবে পলাও  
 “আজ্ঞানিলে একবার কিরি নাহি চাও ।  
 “গত কল্য দিতে শল্য আমার হৃদয়ে,  
 “বসেছিলি চক্ষে যেন জলৌকা লো হরে :  
 “কি করিছি অপরাধ বল তোর আমি,  
 “হরিতে জীবিতেশ্বরে হলি অগ্রগামী ।  
 “বটে লো বটে লো তোর বন্ধ অপরাধ  
 “করিয়াছি আমি যবে মিটাইরা সাধ  
 “প্রাণকাস্ত সনে মিশি করি জাগরণ  
 “করিতাম সুর তোরে হতে এ নরম ।  
 “তাই বুঝি তুই ওলো দিতে তারি শোধ,  
 “বসিছিলি আঁখি পরে করি মহা কোধ ।  
 “রে মধ, সদ হৃদয় পুনঃ বলি তোরে,  
 “রহিলো কদিন কেহে জ্বালাইবি মোরে :  
 “গিরাছিলি কেই হতে লক্ষ্মীদেবী কালে,  
 “পরাস্ত কেন হলি ? পড়ি মোহজালে ?

“দধু দেহে পুন্মঃ কেন জ্বলিতে আসিলি ?”

“বিবাদ বিষে মরুরে জ্বলি-যেমন কিরিলি।”

আক্ষেপ করিল বহু এল্পে মোহিনী,  
অশ্রুধারে বক্ষবাস তিতিলা কামিনী ।  
মনোরমা নানী এক রমণী সুশীলা,  
প্রাণসখি মোহিনীর বহু প্রবোধিল।  
সাস্তুনা সলিল মোহিনীর দধু দেহে  
সিঞ্চনিলে মনোরমে দধু হৃদিগেহে  
দ্বিগুণিত প্রজ্জ্বলিত শোকতাপন,  
যথা দধীভূত শুক্তি পাইলে সিঞ্চন  
নারী উত্তপ্ত হইয়া হয় চূর্ণে পরিণত,  
মোহিনী কল্লল ভলো চূর্ণ গেই মত ।  
শোকসিন্ধু বেগে মনে হলে উচ্ছলিত,  
প্রবোধ জ্ঞাঙাল কোথা থাকে বল স্থিত ।  
হুঃখ দ্বিগুণিত করে অকালে সাস্তুনা,  
শোকাবেগ শাও হয় আপনি আপনি ।  
তাই মনোরমা ক্ষুদ্র হইল বিফল,  
করিতে সাস্তুনা মোহিনীর অশ্রুজল  
বহিল দ্বিগুণ বেগে । অশ্রুধারা শত,  
মোহিনী কপোল দেশে বহে অবিরত ।  
দিবস রজনী ধনী কদ্রিয়, রোমন,  
লোহিত লোচনরয় না সরে বচন ।  
আহার বিহার মুখে হইয়া বর্জিত,  
করিল হৃদয়ী প্রায় সপ্তাহ অতীত ।  
দিন দিন তনু কীণ ভাবি ভাবি ধনী,  
পূর্ণিমাতে শশধর ক্রমশঃ যেমনি ।

কিবা মোমবাতি যথা রবি ডীক্লু করে  
 ক্রমে ক্রমে যায় গাঁলি খর কর করে।  
 মোহিনী কোমলকার মোমবাতি সঁম,  
 হতাশ অনল অঙ্গে তাহাতে বিষম  
 কেননা করিবে কীণা সেই অলোচন  
 কেননা হইবে ধনী মলিন বদন।  
 পুরজন সে বদন করি সম্মর্শন,  
 হইল বিবাদে সবে জর্জরিত বন।  
 দিবানিশি মনোরমা মোহিনী সদন,  
 রহিত দুঃখে মগনা প্রবোধ কারণ।  
 ধৈর্য্য নামে মহৌষধ কাল সুভিবক্  
 প্রয়োগ করিল যাহা অসাধ্য সাধক।  
 বিশ্লেদ বিষম রোগ ক্রমে উপশম,  
 ক্রমশঃ বিমুক্ত ধনী যজ্ঞণা বিষম।  
 একদা মোহিনী মনোরমা কর ধরি,  
 কহিল প্রাণ সখীরে সবিনয় করি।  
 “দেখ, সই, প্রাণনাথ প্রাণ এক মাস,  
 “তাজি মোরে শৌকনীয়ে গেলেন প্রবাস।  
 “এস মোরা যাই প্রাণনাথ পুষ্পোদ্ভানে,  
 “করিতে নীতল সখি সৃস্তাপিত প্রাণে।  
 “সখার কর রেপিত ছেরি তকবর,  
 “জুড়াবে নয়ন সই জুড়াবে অন্তর।  
 “বত পুষ্পতক আছে সখার বিহনে,  
 “শুক-প্রাণ নিঃসন্দেহ ব্যতীত সিঞ্জন।  
 “অতি আদরের খন তাহার নাথের,  
 “সলিল সিঞ্জন দিনা রৌদ্রে নিদাঘের

“ মরিবে জীবনে তারা ; বলি তাই সই,  
 “ অমৃতপূরোদ্যানে চল দণ্ড হুই রই ” ৭  
 এত বলি দৌছে প্রবেশিল পুষ্পোজ্জ্বানে,  
 উজ্জান নেহারে দৌছে উৎসুক বয়ানে ।  
 দঙ্কীভূত দেহ আর সমুপ্ত জীবন,  
 সম্ভোষিতে পুষ্পোজ্জ্বান হয় গো যেমন  
 কি জ্বালা আছে ভুবনে বল হেন মন ।  
 উখলিলে শোকসিন্ধু হয় নিবারণ ।  
 মোহিনী-মানসে কিন্তু ছেরি বিপরীত,  
 নেহারি উজ্জান ধনী শোকে বিমোহিত ।  
 মোহন-সংক্রান্ত-কথা উঠি মনুকাশে,  
 আকুল করিল যদি ; অজ্ঞানীরে ভাসে  
 স্নানকামল বক্ষ তার ; গদ গদ ভাসে  
 আপন প্রাণ সখীরে এ রূপে সম্ভাষে ।  
 “ আহা মরি মরি সই নাথের বিহনে  
 “ শোভাজ্যে এ উজ্জান দেখজো লোচনে ।  
 “ বধা গৃহস্থায়ী যদি সহ পুরজন,  
 “ গৃহদ্বার বন্ধ করি কোথাও গমন  
 “ করে ওলো প্রাণসই মাস হুই তরে,  
 “ হয়ে প্রত্যাগত হেরে বাণী অভ্যন্তরে  
 “ কতই আচ্ছন্ন জ্বালা । বধা দুর্জাদল  
 “ আছিল না কিছু মাত্র তুখার স্তামল  
 “ হৃদয় চিকণ তৃণ ; কোথাও অঙ্গনে,  
 “ জ্বলিয়া বনজু তক কষ্ট দেয় মনে ।  
 “ গৃহ সন্মুখীন স্থল, গৃহ মধ্য বত,  
 “ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কৃত হয়তে বিরত

“আবর্জনারূত ঘোর নরনকটক ;  
 “মল্লক গৃহের কোঠিণী জীবন মল্লক ।  
 “জনশূন্য বাগী কলে শোভাজুট জড়ি,  
 “নাথশূন্য এ উদ্যান আমার তেযতি ।  
 “জনশূন্য বাগী হেরি যে ভাব উদয়,  
 “সে ভাব ধারণ সহ করে এ হৃদয়  
 “হেরিয়া এ গুল্পোদ্যান । হৃদয় বিদরে,  
 “হেরি শোভাময় তক শুক অনাদরে ।  
 “দূর্বাদল মধ্যবর্তী শরণী উপরে,  
 “জন্মিয়া বনজ-তক নয়ন কাতরে ।  
 “যে পথ থাকিত সহৈ কড় পরিকার,  
 “শোভাহীন এবেদেধ তাহার আকার ।  
 “জন্মিয়া বনজ-তক চানকা উপরে,  
 “চাক কিসলয় কীট কাটে হর্ষান্তরে ।  
 “প্রাণনাথ বর্তমানে ফলে এ উদ্ভান,  
 “চিত্রকর ছবি সম হইত লো জান ।  
 “মম প্রেমময় আর ভূতা রামধন,  
 “করিত এ উদ্ভানের কতই যতন ।  
 “দেখ লো দেখ, সজনি, দশা মাধবীর,  
 “সহকার শাখাজুট করেছে সমীর ।  
 “করি বিলোকন সহৈ মাধবীর কলী,  
 “মনে হেন ভাব মোর আসিল সহসা  
 “বেন প্রাণকান্ড হুঃখে হইয়া কাতরা,  
 “ধূলার স্তুতি আছে যদি হুঃখে ভরা ।  
 “গত যদুমালে যবে মাধবী প্রসব  
 “করিল নব প্রহুন, কতই উৎসব

“প্রকাশ করিল নাথ; মম কর ধরি  
 “কহিলেন প্রেমময় :—“দেখ লো সুন্দরি  
 “মাধবী প্রকুল কত পুষ্প প্রসবনে,  
 “নাতিনী জামাই তব প্রথম জীবনে  
 “করিতেছে মধুপান মাধবী হৃদয়ে,  
 “অই দেখ বিধুমুখী সুধীত উভয়ে।  
 “কর অমরোদ প্রিয়ে তোমার সুধাই,  
 “শুনাক সঙ্গীত এক নাতিনী জামাই’।  
 “এমন সময় অলি তাজিয়া প্রস্থান  
 “পাশিল অপর পুষ্প করি গুন গুন।  
 “প্রাণেশ কহিল সুই হাসিয়া তখন,  
 “নাতিনী জামাই গীত কর লো অবগ’।  
 “এত বলি মম গলা ধরি প্রেমময়  
 “কহিলেন পূর্ব কথা প্রকুল হৃদয়।  
 “সহকার সহ মাধবীর পরিণয়  
 “দিলাম যবে লো প্রিয়ে আমরা উভয়  
 “কত আনন্দের দিন আছিল সে দিন  
 “মাধবী প্রথমে যেন কত ইচ্ছাছীন  
 “বেষ্টিতে নাথের অঙ্গ; সংযোগ হুবার  
 “করিদিল মোরা দৌড়ে, স্থলি পুনর্বার  
 “মাধবী পড়িল লাজে হয়ে নতশিরা,  
 “প্রেমস্বত্রে আবশেবে বাঁধিল সুধীরা।  
 “দিন দিন হেরি পরে মাধবী আপনি,  
 “জাপটি ধরেছে অঙ্গ, ভুজঙ্গ যেমনি  
 “শাখা জাপটিয়া থাকে খুলে সাধ্য কার,  
 “মাধবী ঢেকেছে এবে অঙ্গ সহকার।

“তুমিও ত এক দিন ও বিধুবন্দনি,  
 “লাজুকী আছিলে অতি মাধবী যেহুনি ।  
 “মাধবীর মত আরো কত সুলোচনমা,  
 “লাজুকী প্রথমে প্রিয়ে রহেনা বলনা ।  
 “পতি অন্ধ পরশনে পায় লজ্জা কত,  
 “বড় হলে কোথা তার লজ্জা রহে তত ।  
 “প্রথম মিলন কালে নারী ভয়ে জড়,  
 “কোথা রহে সেই ভয় নারী হলে বড় ।  
 “নিম্ন সম যেই দ্রব্য সপ্রথমে জান ।  
 “বিদিলে যৌবনরস স্থধার সমান ।’  
 “এত বলি প্রেমময় চুসিল। অধর,  
 “স্মরণ হইলে সেই হৃদি জরজর ।  
 “স্থধাপূর্ণ কথা তাঁর মানস গগনে,  
 “হইলে উদয় মম করি মনে মনে  
 “এখনি এ দক্ষ প্রাণ তাজিলো জীবনে,  
 “শূন্যায় এ সংসার সখার বিহনে ।  
 “অই যে লতাটি সেই সম্মুখে তোমার,  
 “পরিমলপূর্ণ পুষ্পপ্রস্থ, গন্ধ ভার  
 “কুসুম সময় সমীরণ সঞ্চরিলে  
 “আমোদ করে উদ্যান প্রাণ উতাপিলে  
 “তখনি শীতল হয় লইলে আত্মাণ,  
 “আনন্দদায়িনী করে আনন্দ প্রদান ।  
 “মালতী উহার নাম জেনো প্রাণ সেই,  
 “নেহারে উহারে আমি চিহ্নিছি কতই ।  
 “সম্পূর্ণ স্থধাংশ শোভে শরতে একদা,  
 “কুসুম সুরতি মালতীর প্রীতিপ্রদা

“সঞ্চরিছে তাঁর সখি ; আমি প্রেমময়,  
 “দৌঁছে গলাগলি করি আনন্দ হৃদয়  
 “বসিলাম গিয়া অই সরোবর তটে,  
 “বাঁচিব বদন প্রাণে রবে হৃদিপটে,  
 “মন জীবিতেশ কথা জিনিয়া সুধারে,  
 “সে সৌভাগ্য কথা কি লো পারি ভুলিবারে।  
 “কহিলেন নাথ মোরে, ‘দেখলো সুন্দরি,  
 “কিবা শোভাময় আজিকার বিভাবরী।  
 “সম্পূর্ণ শরত শশী শোভিছে গগনে,  
 “নরন জীবন তৃপ্ত শোভা নিরীকণে।  
 “যতবার হেরি প্রিয়ে পূর্ণ চন্দ্রমারে,  
 “সুধারশি এ শরীরে বর্ষে ততবারে।  
 “এরূপের উপমান জগতে বিরল  
 “ধন্যস্থিত সৌন্দর্যের উপমার স্থল  
 “অইরে অধরমণি ; আছে এ ভুবনে  
 “একটী সামগ্রী অধু যাহারে নয়নে  
 “হেরি সমস্ত বোধ হয় লো অন্তরে,  
 “(সম কি অধিক অধু অরসিক নুরে  
 “‘দেখুক বিচারি ধনে); বল বরাননে  
 “‘বল দেখি কোন দ্রব্য সে বা এ ভুবনে।’  
 “আমি কহিলাম নাথ বল এ জগতে,  
 “কোন দ্রব্য আছে হেন উপমের হতে  
 “পারিবে সুধাংশু সহ দেখি না নয়নে।  
 “কহিলেন নাথ হাসি অমিয় বচনে  
 “‘দেখিবে যদি লো তুমি ওলো প্রাণেশ্বর,  
 “‘সে সৌন্দর্যরশি চক্ষে ফিরি গৃহে ধরি

- “করে দেখগে দর্পণ, পাইরে দেখিতে,  
 “এই সে বদন ধামি জেনো প্রিয়ে চিত্তে ।”  
 “চিবুক ধারণ করি নাথ বামেতরে,  
 “কহিলেন হাসি হাসি সহাস্ত অবরে ।  
 “ইহাপেকা রমণীর সৌভাগ্য গৌরব,  
 “কি আছে জগতে মধি, প্রভূত বিভব  
 “তুলনা হয় না জেনো ইহার নিকটে,  
 “কহিতেছি মই আমি ইহা অকণটে ।  
 “কিবা শোভাময় আজিকার বিভাবরী ।”  
 “কহিলেন নাথ পুনঃ, ‘প্রকৃতি সুন্দরী  
 “কি শোভা ধারণ প্রিয়ে করেছে বল না,  
 “গগন প্রাঙ্গণ কচি দেখনা দেখনা ।  
 “নভস্তল নিরমল নীলিমা বরণ,  
 “সুধাংশু শোভিছে তার জিনিয়া কাঞ্চন ।  
 “কৌমুদী সুশুভ-বাস করি পরিধান,  
 “প্রকৃতি সাজিল কিবা জুড়ায় পরাণ ।  
 “রসমলে তকঅঙ্গ সে বাস কিরণে,  
 “অসীম আনন্দ হয় নিরধি নরনে ।  
 “মালতী প্রহুনে পড়ি কৌমুদীর রাশি,  
 “উজ্জ্বলিছে এ উদ্ভাস প্রতিভা প্রকাশি ।  
 “মালতী কুসুম মোক্ষা করিগে চয়ন,  
 “চল প্রিয়ে মনানন্দে করিষ্য প্রহুম  
 “সুচিকণ মালা তার এই ঘাটে বসি, •  
 “রঞ্জনী করেছে দিবা আজি পূর্ণ শশী ।”  
 “ভুলিহু অঁচল তরি মালতীর কুল,  
 “দৌরভে প্রসাদ তহু জীবন আকুল

“গাঁথিলাম চিকণিয়া মালা হুই জনে,  
 “কহিলেন নাথ হাসি অধির বচনে ।  
 “‘হের, হের ইন্দুমুখি হার কি সুন্দর,  
 “‘কোথা এ সাজিবে ভাল হার মনোহর ।  
 “‘কবরী ভূষণ যোগ্য তব লো সুন্দরি,  
 “‘কর লো অম সার্থক কেশপাশে পরি ।’  
 “এত বলি নাথ মম কুন্তল বেষ্টিয়া  
 “মালতীর মালা মোরে দিল পরাইয়া ।  
 “কহিলেন প্রভু হাসি ‘দেখ চন্দ্রাননি  
 “আহা মরি মরি মালা সাজিল কেমনি ।  
 “‘চিকুর বন্ধন তব মন - ধরা - কাঁদ,  
 “‘মালতীর মালা তাহে ঘটালে প্রমাদ ।  
 “‘করিলু যে এত অম হইল সকল  
 “‘নিরখিয়া হলো মম নয়ন শীতল  
 “‘প্রকাশিয়া অমুরাগ করিল চুখন,  
 “‘হৃদি কেঁপে উঠে সই হইলে অরণ ।  
 কহিতে হুঃখের কথা শোকের সাগর  
 উথলিয়া উঠিল রে কল্পিত অধর ।  
 নিখাস পবন দেখা সপ্রথমে দিল,  
 শোকের সাগর তাই উথলি উঠিল ।  
 উথলিয়া শোকসিঁদু বরিণ নয়নে,  
 মনোরমা স্ব অঞ্চলে পুঁছান জীবনে ।  
 মনোরমা ধরি পরে মোহিনীর কর,  
 কহিল সজল স্রোতি হুঃখিত অন্তর ।  
 “তব মনোহর-কথা শুনি প্রাণসই,  
 “ইন্দু হর মনে মনে হই জলসই ।

“তব দুঃখ মনে হলে কত দুঃখ সই,  
 “কহিবারে সেই দুঃখ মুখে পারি কই।  
 “রমণীর কেবা আছে প্রাণনাথ বই।  
 “মনে হলে তব কথা জর জর হই।  
 “এ দুঃখের অবসান হবে অবশুই,  
 “আসিবে লো তব নাথ দিন কত বই।  
 “সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে লো সই,  
 “দিবা অবসান হলো দেখ রসমই।  
 “অই দেখ অন্তাচলে চলে দিনমণি,  
 “প্রহ্নন পাদপে নীর সিঞ্চিবে কখনি।  
 “অথবা কি প্রয়োজন সিঞ্চিবারে নীর,  
 “সে কার্য্য সাধিল তব সলিল আধির।”  
 শুনিয়া সখীর কথা শোকসম্বরণ  
 করিয়া মোহিনী ধনী কহিল তখন।  
 “সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে লো সই,  
 “কিছু না আছিল মনে প্রাণনাথ বই।  
 “এমো সই আলবালে করি জল দান,  
 “সলিল সিঞ্জে তব পুনঃ পাবে প্রাণ।”  
 এতবলি হইজনে লইয়া কলস,  
 সিঞ্চিতে লাগিল। নীর ছন্দ সরস।  
 গোলাপ তর তলে মোহিনী সুন্দরী,  
 সিঞ্চিতেছে নীর মুখে ঐরা হেঁট করি।  
 মনোমুগ্ধ হেন কালে কহিল। সম্ভাষি,  
 মোহিনীর মুখে চাহি উৎসুক প্রকাশি।  
 “এই মধ্যে তব গণ্ডে গোলাপি বরণ,  
 “লাগিল কেমনে সই নয়নরঞ্জন।”

মোহিনী এ কথা শুনি তুলি নিজ শির,  
 মনোরমা প্রতি চাহিলেক আঁধি ছির।  
 নাহিক গোলাপী আর চম্পক বরণ,  
 নিরখিল তখি মনোরমার নয়ন।  
 হাসি কহে মনোরমা মোহিনীর প্রতি,  
 “নিরখিমু প্রাণসই আশ্চর্য্য মো অতি।  
 “করি যবে ঐবা হেঁট প্রদানিছ নীর,  
 “তব গণ্ডে নিরখিমু বর্ণ গোলাপীর।  
 “সে বর্ণ আর দেখি না একি হলো জ্বালা,  
 “সেগেছিল দিশে চক্ষে কবে হবো কালা।”  
 কবি কল্প মনোরমা নাহি তব ভয়,  
 গোলাপিই দেখি চক্ষে প্রকল্প হৃদয়।  
 যবে মো মোহিনী ধনী সিঞ্চিল জীবন,  
 একটী গোলাপ পুষ্প উজ্জ্বল বরণ  
 মোহিনীর গোর-গণ্ডে প্রতিবিম্ব পড়ি,  
 গোলাপীর বর্ণ ধরে ছিল আঁহা মরি।  
 মোহিনীর বর্ণ টুকু এমান নির্মল,  
 অতিকৃতি পদার্থের পড়য়ে সকল।  
 মনোরমা-কথা শুনি মোহিনী সুন্দরী,  
 কহে কথা হাসি হাসি সখী কর ধরি।  
 “ওলো প্রাণসই” তব বর্ণ গোলাপীর,  
 “তাই দেখে দেই বর্ণ তোমার সখীর।  
 “গণ্ডেতে গোলাপী বর্ণ কোথা পাব সই,  
 “পাণ্ডু বর্ণ ভাবি নাথে দেখ রসমই।”  
 অপ্রতিভ মনোরমা সখীর কথায়,  
 “না সরে কদনে বাক যেন হুতাশ্রয়।

তরুণে সিন্ধে নীর পরে হুইজনে,  
 লইয়া কলস কক্ষে ঘন উচাটন।  
 রজনী আগতা জ্বলে, সজ্জর হৃদয়ে,  
 ইচ্ছাহীন প্রবেশিল বাণীতে উত্তর।  
 অস্ত আর এক দিন মনোরমা সহ,  
 মোহিনী আকুল অতি পতির দুঃসহ  
 বিরহে যন্ত্রণামলে, আমহু দীর্ঘিতে,  
 অতীব উৎসুকমনা কৌতুহলে চিতে  
 গাত্র ধৌত করিবারে করিল মানস,  
 যথা প্রাণপতি তার রজনী দিবস  
 রহিতেন প্রায় বসি, হেষ্টিবারে শোভা,  
 তড়াগ মলিলে প্রকৃতির মনোমোভা।  
 প্রিয়জন প্রিয়স্থান হয় যে সকল,  
 প্রাণস্বিনী পক্ষে তাহা যেন অর্গস্থল।  
 মোহিনী মানস তাই দীর্ঘিকা দর্শনে,  
 হলো স্ফুটল অতি, মধুর বচনে  
 কহিলেক প্রাণসখি মনোরমা প্রতি,  
 “দেখ লো দেখ সজনি আমার দুর্গতি  
 “নাথের বিরহে আজি; প্রাণ উচাটন  
 “হইতেছে কেন এত সখার কারণ।  
 “লইয়া স্বজ্ঞ আদেশ চল হুইজনে,  
 “প্রেমময় প্রিয়স্থান দীর্ঘিকা দর্শনে,  
 “চল হুইজনে যাই যদি লো জুড়ায়  
 “মম সম্ভাপিত প্রাণ, বল না আমার  
 “ইহা তির এ রোগের কি আছে উপার,  
 “আমী ছাড়া কামিনীর কি বিষম দার।

“পতিব্রতা কামিনীর পতির কারণ,  
 “যেমন আকুলমন হয় কি তেমন,  
 “পতির কতু লো সেই রমণীর তরে,  
 “ইহার কারণ সখি বুঝেছি অন্তরে।  
 “পতি দেখা-কর্তরূপে আপনার মন,  
 “নিযুক্ত রাখিতে ক্রম সন্ন্যাস কর্ষণ।  
 “কতু অধায়ন করি কতু বা ভ্রমণ,  
 “কতু প্রিয়বন্ধু সনে করি আলাপন,  
 “কতু নানা দেশ করি সহর্ষে ভ্রমণ,  
 “অপূর্ষ প্রকৃতিশোভা করি সম্মর্শন,  
 “কতু বা কাব্যকুহুম করিয়া গ্রন্থন  
 “সকল করিতে সেই সময় হরণ।  
 “পুণ্য সহ পীরিতি রমণীর কাজ,  
 “রমণীর সর্ককার্যে পীরিতি বিরাজ।  
 “পীরিতি-পথ ব্যতীত রমণীর মন,  
 “অন্য পথে কতু গেই করে না ভ্রমণ।  
 “হেন যে পীরিতি-পথে পড়িলে কষ্টক,  
 “দেহ-কারাগারে হ’য়ে হৃদয় আটক  
 “হট্‌কট করে যেম পিঞ্জর-বিহঙ্গ,  
 “প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে বিনা পতিসঙ্গ।  
 “তুমি লো প্রাণের সেই তাইলো তোমার,  
 “খুন্সি মন দেখাইছি হৃদয়জ্বালায়।”  
 “এত বলি হুই জনে গাত্ৰ ধৌত তরে,  
 “চুলিলা বিকালে সেই মনোহর সরে।  
 “বিমল-সলিল-পূর্ণ সেই সরোবর,  
 “টলটল করে নীর পেয়ে বায়ুভর।

সেই সে নিশাকাল তবু তাঁরি কল,  
 ধর, ধর করিতেছে এত সে অতল।  
 অপরাহ্নে এর শোভা কিবা মনোহর,  
 কেমনে বলিব আমি আমি দীন নর।  
 সুদীর্ঘ সরসী সেই সলিল নির্ঝল,  
 হ্রদল মলয়ানিলে হইলে চঞ্চল  
 কি অপূৰ্ণ রূপছটা করে যে ধারণ,  
 ভেবে দেখে সুধীবর কেমন সে ধন।  
 হংস হংসী মনস্থখে দেয় সম্ভরণ,  
 নেহারি রে সে মাধুরী জুড়ায় জীবন।  
 কালিদা বরণ নীরে হংসজ্ঞেয়ী-শোভা,  
 তড়াগ পড়েছে যেন হার মনোলোভা।  
 কিবা জান হয় যেন কাল কাদমিনী,  
 আদরে ধরেছে ধনী চপলা দামিনী।  
 দামিনী চঞ্চল অতি দেখা কণে কণে,  
 হংসজ্ঞেয়ী সহ তুল্য সাজিবে কেমনে।  
 হংসজ্ঞেয়ী ভাসমান হানে সোঁদামিনী,  
 মগন হইলে জলে প্রব্ধ দামিনী।  
 মধো মধো এক একটা কমলিনীদল,  
 করিতেছে নৃত্য নীরে সমীরে চঞ্চল।  
 মধো মধো গারিবিষ হরে উৎকণ্ঠণ,  
 পদপর্ণে পড়ি কিবা মাধুরী ধারণ  
 করিতেছে করি করি ; মনে জান হয়,  
 পদ্মরাগ মণি যেন পদ্মিনী-জমর  
 উজ্জ্বল্য রহিয়াছে। এঁকে কমলিনী  
 অমূল্য মানিকা তার ধরি সুহাসিনী

করিতেছে নৃত্য নীরে কোমল শয্যার,  
 মৃগ চিকণ শয্যা শোভে চাক তার ।  
 নানা জাতি মীন নীরে আনন্দে মাতিয়া  
 সমুদ্রিছে বুরি বুরি সদনে বেড়িয়া ।  
 নাহি জানে শোক দুঃখ সদা সুখ মনে,  
 নিরখি তাদেরি সুখ জুড়ায় নয়নে ।  
 মধ্যে মধ্যে বারি'পরে প্রমোদে ভাসিয়া,  
 মনোহর শব্দ করে গুম্ব্ব ঘুরাইয়া ।  
 গোলাকৃতি জলরেখা তাহাতে উদ্ভূত,  
 নারি নারি ভাসি যায় সৌন্দর্য্য অদ্ভূত ।  
 চারি তীরে পাড় উচ্চ অতি মনোহর,  
 স্তম্ভ নবীন দূর্বা আরত সুন্দর ।  
 তদুপরি বিচরণ করে গাভীদল,  
 নিরখি উত্তম প্রাণ হয় সুশীতল ।  
 পাড় সহ গাভীদল প্রতিকৃতি জলে  
 পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ; নয়নযুগলে  
 কি আনন্দ বিতরণ সে দৃশ্য যে করে,  
 সে আনন্দ বলিবারে দক্ষ কোন নরে ?  
 সরোবর শরণীর হই ধারে শোভে,  
 বকুল পাদপ জেগী ; অলি মধুলোভে  
 গুঞ্জে প্রহুনে তার অবগরজন,  
 সৌরভে পুলক তহু জুড়ায় জীবন ।  
 ঈর্ষ্যকে নির্য্যস্ত ঘাট অতি মনোহর,  
 হই ধারে শোভে দুটা কাউ তকরর ।  
 মন্দ মন্দ সমীরণ বহি তদুপরে,  
 কিবা সুমধুর স্বর সমুদিত করে ।

সোঁ সোঁ লক্ষ হর তার কিবা হৃদয়িত,  
 বীণারনি তার কাছে হর গো লজিত ।  
 চারি ধারে উচ্চ পাড় ভাটার উপরে,  
 নানা চাক তরুর কিবা শোভা করে ।  
 তরুঞ্জী প্রতিবির পড়িয়া সরসে,  
 কি প্রতি এখানে চক্ষে কি প্রীতি মানসে ।  
 নির্দল প্রভোবশত বীণিকা বরণ,  
 সরণীয়ে কিবা শোভে বরনরঞ্জন ।  
 প্রকৃতি-সুন্দরী যেন সজ্জা আগমনে,  
 চিত্রর পূকব সহ বাস্তব সম্মিলনে,  
 তাই পরিধিরে ধনী বেশ মনোহর,  
 সরসী আরীশ ধরি প্রকৃত অন্তর  
 নিরখিছে নত হয়ে বেশ আপনার,  
 সে শোভা নিরখি মুগ্ধ নহে মন-কার ?  
 চিত্রর পূকব হরিবারে বেশ যেই,  
 কি আশ্চর্য্য হরিবর নরমন সেই ।  
 হে পাঠক সজ্জন দিবা অবসানে,  
 কি অপূর্ব্বস্থ বনে এখানে প্রদানে ।  
 নগরান্তরে বার হর কর্মস্থল,  
 তার পক্ষে হেন স্থান যেন স্বর্গভল ।  
 পবন-প্রক্ষিপ্ত নগরীর রেণু-রাশি,  
 উদর পুরেছে তার শ্বাস সহ আসি ।  
 নাসারক্ত হৃদয়ই সম্পূর্ণ পূর্ণিত,  
 খেদজলে পরিচ্ছন্ন সম্পূর্ণ প্রকিত ।  
 কেশগুলি লাল ধূসি করেছে রঞ্জিত,  
 কতু প্রভু সিংহাসনে বরন মোহিত ।

তার পক্ষে হেন হল কিবা প্রীতিকর ।  
 যদি যে তাহার হয় কবির অন্তর ।  
 দিয়া যনঃদার খুলি তুমি পুরজন,  
 পরিহরি অর্ধচিন্তা আর রিপুগণ ।  
 বামেতরে দিয়া গও বাধা বাটে বসি,  
 হেরিতে কি প্রীতিকর প্রকৃতিস্বপসী ।  
 মার্ত্তও-মহুধরাণি পিয়ে সমীরণ,  
 নিদায়ে উত্তণ্ড অঙ্গ ভূষিত জীবন ;  
 আসি ছুটে সরোবরে পান করে মীর,  
 শীতল করি শরীর সমীর সুস্থির ।  
 সরসীর নীর পিয়ে সমীর শীতল,  
 কেলি করে সর্কোছুকে সরোবর স্থল ।  
 কছু নুটে পরিমল বকুলপ্রহনে,  
 কছু সর সর বহে তকপ্রণী শুনে ।  
 কছু মাধবীর প্রীতি করিয়া গ্রহণ,  
 মনের আবেশে হুটে করয়ে হৃদয়ন ।  
 নারীর অঙ্গল টানে কছু বা ললাট ।  
 কছু বা হুখে অধর ঘোরিয়া সাপট ।  
 এই বাপীতটে আসি মোহিনী কুঙ্গরী,  
 সহচরী সহ তার বিলোকন করি  
 প্রেমময় প্রিয়হল, চিন্তাকুল মনে,  
 মনোরমা প্রতি ধনী যথুর বচনে  
 কহিল সজল জীবিত, "ওলে! প্রাণসই,  
 "ইহা এ সরসী-তীরে সর্জনগ্ন রই ।  
 "সরসীর নূর পাড় কর বিলোকন,  
 "অই হলে প্রেমময় করিতা হরণ

“প্রাক্ অপরাক্ক কাল বকুলের তলে,  
 “উদয়াস্ত নিরুখিতে মন কুতুহলে ।  
 “অপার আনন্দ তাঁর শোভিত নোচন,  
 “দিনরাত্রি অস্ত্রে যবে করিত গমন ।  
 “স্বভাবের শোভা হেরি গৌধুলি সময়,  
 “আনন্দনীরে আশ্রুত হতো সে হৃদয় ।  
 “মম সন্নিধানে সেই রজনী সময়,  
 “প্রকৃতি-গুণকীর্তন করি প্রেমময়  
 “আনন্দে তাঁহার আঁখি হতো বিস্ফারিত ।  
 “এই সদনীর শোভা বর্ণন অতীত  
 “কহিতেন কুলপতি মম সন্নিধানে  
 “হতো চরিতার্থ আগন্তুনি তাহ কাণে ।  
 সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে কহিতে,  
 গাত ধৌত করি দৌহে চলিল ব’জাতে ।  
 হেনকালে সেই স্থানে পুরুষ স্তম্ভিত,  
 একটী দামিল সেই ক’র সচচর ।  
 বয়স কহেবে ত্রিশ মোহন বৃত্তি,  
 নিরখিলে বোধ হয় বহুধনপতি ।  
 পড়িল মোহিনী মনোরমা দুইজনে,  
 সৌম্যমূর্তি পুরুষের চটুল নয়নে ।  
 নিরখিয়া মোহিনীর রূপ অল্পমম,  
 আঁখি বলসিরা গেল, যেমন বিষম  
 নয়ন বলসে ছলি উজ্জ্বলা দামিনী,  
 বিচিহ্ন কি বল যদি জগৎ মোহিনী  
 সে মনুজ আদিভর দেয় রে ‘মোহিনী’  
 বিদ্যি মে অমূল্য ধনে কি জবা যে দিয়া

বিজনে গাঠিল যত্নে কহিব কেমনে,  
 সে কপের উপমান নাহিব ভুবনে।  
 দৈবদ কুঞ্চিত বেশ কাল সূচিকণ,  
 আশ্রাদিয়া পৃষ্ঠদেশ পরশে চরণ।  
 দাঁড়ালে সুন্দরী আলুলায়ে কেশপাশ,  
 পিছন হইতে অঙ্গ না পায় প্রকাশ।  
 পৃষ্ঠদেশ আবরিয়া যেন কাদম্বিনী,  
 সম্মুখে বরণছাতি জিনি আদাম্বিনী।  
 নিরখিয়া পার্শ্ব হতে মনে জ্ঞান হয়,  
 কাল কাদম্বিনী পরে দাম্বিনী উদয়।  
 কাটি নিষি অকেশিনী বাঁধিলে কবরী,  
 ধনপার্শ্বে কন্দিরেখা যেন শোভে মরি।  
 বদন শরদ বিরু বিভা প্রবেশিয়া  
 দিয়া সীমন্তের দুই যেন উজলিয়া  
 দুখানি নীরদপার্শ্ব গোড়া চমৎকার,  
 না কলমে কার আঁখিছবি কটি তার।  
 সুন্দর কপালখানি অঙ্গপদ শোভা,  
 বিন্দু বিন্দু যেন শোভে আঁত মনোলোভা।  
 যেন শতদল মলে স্ফির্মবিন্দু রয়,  
 সম্মুখনে সে সৌন্দর্য্য জুড়ায় সুন্দর।  
 সুবস্ত্রম সুক চাক দ্বিতীয়ার শশী,  
 লজ্জায় হরেছে কাল সে রদনে পশি।  
 তার তলে কলমলে ঝুঁগল লোচন,  
 এমনি রহে সে যে পরশে অবণ।  
 ঢল ঢল তাঁরায়র পদ্মপর্ণে মসি,  
 খেলিতেছে লজ্জা তথি প্রেমানন্দে পশি।

কুরঙ্গ গজিত আঁখি সহ হুটী যান,  
 বিহ্বলিত চার তার বেন কাল কনি,  
 আকর্ষণী শক্তি কি যে করয়ে বারণ,  
 কেবল কহিব আমি তাকুক সৃজন।  
 যে জীবো চুরক সৃষ্টি বিধাতা করিল,  
 সেই জীবো ইহাদের অঙ্গ গঠনিল,  
 এ বিশ্ব-সৃজন-পাতা নাহিক সংশয়,  
 পুরুষ লোচন সৃষ্টি সৃষ্টি জীব্যময়।  
 রমণী-চুরক-মুখ নিকটস্থ হলে,  
 পুরুষ-সৃষ্টি-লোচন যায় সেই হলে।  
 মোহিনী চরণ যুগ গঠন সুন্দর,  
 আরক্ত বরণ কিবা অতি মনোহর।  
 মরাল গমনে যবে চলি যায় ধনী,  
 তনু লোমাক্ষিত হয় ছিন্ন চক্ষুমাণ।  
 মোহিনী সুন্দরী বলি বিখ্যাত ভূপরি,  
 মোহিনী জাতিবদা অধু মোহিনী সুন্দরী।  
 কলে হে পাঠকজন মোহিনীর রূপ  
 বর্ণিতে যাইয়া আমি করিছ কুরঙ্গ।  
 শরদ্বন্দ্ব রূপ শুধে কোন্ চিত্রকর  
 চিত্রিত করিতে ক্ষম, বল অধীশ্বর?  
 কিহু কোন্ চিত্রকর পদ্য বিকসিত,  
 সক্ষম সাদৃশ্য তার করিতে চিত্রিত?  
 চিত্রকরণ প্রকৃতির পদ্যহানে,  
 হাস্যাস্পদ অধু বাত অধী সন্নিধান।  
 তেমনি কবি-মোহিনী সহস্র ভূত,  
 প্রকৃতি-মোহিনী হানে লজ্জার ভাজন।

আধ বিকসিত পদ্ম করি উত্তোলন,  
 শিশু-রূরে করা যায় যদি সমর্পণ;  
 সম্প্রদর্শনে সে সৌন্দর্য্য হয় অন্তর্জান,  
 মনুজনবনে করে বিরক্তি প্রদান।  
 সরোজিনী মোহিনী পড়িয়া সেইরূপ  
 মম করে হলে তার সৌন্দর্য্য বিরূপ।  
 কলে হে পাঠকজন সে অমূল্য ধন,  
 অতীত বিরল ভাবে, প্রকৃতি যতন  
 করি বিজনে বসিয়া তুলি দিয়া তাৎ  
 তনুখানি গঠনিল অতি চমৎকার।  
 যে দ্রব্যো নবনী কিম্বা নমিনী সৃজন  
 সেই স্বকোমল দ্রব্যো পরীক্ষা গঠন  
 হইল সম্পন্ন তার করি বিলোকন,  
 চরিতার্থ হয় যদি নয়ন জীবন।  
 নয়ন জীবন নাহি হবে চরিতার্থ?  
 অসার সংসারে সার সেই সে পদার্থ।  
 শিথিল হইছে ধৈর্য্য পাঠক তোমার,  
 বহুক্ষণ এক দ্রব্য নিরীক্ষণে তার  
 মাধুরী রহেনা তত; যদিও মোহিনী  
 তথাপিও কান্ত হকে হতে আদরিণী  
 তব সন্নিধানে জেনো। দেখেছে পাঠক,  
 যদিও পূর্ণেন্দু তব নয়ন-হারক,  
 সে ধনেও পাছে তব হয় লখাদর,  
 রক্ষিতে তাই হে দৈশ সুধাংশু আদর  
 ত্রাস-রুদ্ধি গুণ দিয়া সৃজিল তাহার,  
 অমানিশা প্রতিপদে সম্পূর্ণ বিদায়।

\* তাই ক্রম-ধনু-তনু কণে অন্তর্ধান,  
 তাই বিকসিত পদ্ম মৌল্য প্রহান  
 করে সঙ্কাকালে জেনো, তাই সুধীকর,  
 কণপ্রভা কণে দেখা কণেতে অন্তর ।  
 নাহি দোষ তাই হে পাঠক তব বলি,  
 যদি তব দেহ হতে ধৈর্য যায় চলি ;  
 ভুবনমোহিনী পাছে তব সন্নিধানে,  
 নবীনতা বিবর্জিতা হয় এই জানে  
 আমার ব্যাকুল চিত্ত ; তাই স্বপ্নকণ  
 রহিবে সুধাংশুমুখি তোমার নয়ন  
 অন্তরালে ; তুমি হেরিবে পুনঃ যখন,  
 সমাদরে আহ্বানিবে সে অমূল্য ধন ।  
 আয়ো দেখ হে পাঠক তোমার মোহিনী  
 পাছে ঈর্ষান্বিতা হন হেরি এ কামিনী ;  
 পাছে ঈর্ষান্বিতা হন একগুণ বর্ণনে,  
 তা হলে বড় বিপদ কামিনী যাপনে ।  
 তাই বলি হে পাঠক ত্যজি এ মোহিনী,  
 তোষহে যতনে ধরি তোমার কামিনী ।  
 বল তাঁরে ধরি করে “কোথার মোহিনী  
 লাগে তব কাছে প্রিয়ে আনন্দদায়িনি ।”

## চতুর্থ সর্গ ।



"Power at thee (Freedom) has launch'd  
His bolts, and with His lightnings smitten thee;  
They could not quench the life thou hast from heaven."

"Thou shoutest to the nations who return  
Thy shoutings, while the pale oppressor flies." W. C. BRYAN

কোথায় মোহন ? যদি পাঠক সৃজন,  
জিজ্ঞাসা কর আমার—কেবা জিজ্ঞাসন  
করিবে ? কেবা পাঠক ? কেবা ত্যজি সৃধা,  
তিক্তময় দ্রব্যে করে পরিতৃপ্ত ক্ষুধা ?  
কাব্যহার স্মরতি জীবনহারিণী,  
নব মালিন্যে যথা আনন্দদারিণী ।  
আত্মাণ যথনি লও আনন্দ তথনি,  
ব্যাপিয়া সে পরিমল রহে এ অবনী ।  
হেন কাব্যহারগন্ধ ত্যজি কোন্ চিত,  
উত্তমাজ প্রপীড়ক গ্রহন-প্রথিত  
কাব্যহার-গন্ধে বল প্রফুল্ল, হইবে ?  
পিকন্ডরে ত্যজি কেবা অরণ অর্পিলে  
দিরাভীত-স্বরে বল ? সন্তোষিতে প্রাণ,  
সান্ত্বনা আছরে এক সদা সৃধাপান  
করে যেই সৃধীবর, সময় সময়,  
তিক্তরস পানে তার বাসনা উদয়

হয়তো জানি যানসে। কাব্যহার মম  
 সাধিবে সে কাব্য বেন তিস্তরস মম।  
 ভরসা আমার এই—এই আশা-হাস,  
 সহায় করিয়া সুখি তুফান ভয়াল  
 সমাজ সিন্ধুর নীরে মম ঐশ্বর্যী,  
 তম, ভাসায় সভয়ে, কত শত অরি  
 আছে সে সিন্ধুর নীরে; ঘেঘ ঝটিকার,  
 প্রবল প্রচণ্ড বেগ বহে অনিবার।  
 উত্তম তরঙ্গ তাহে সতত উদ্ভিত,  
 কঁকরুপে, মমস্বার, নিরীকণে ভীত  
 মন তাহে ঐশ্বর্যী তম কতকণ  
 রহিতে সক্ষম বল? পলকে মগন  
 হইবে সে তরী ধানি, যার কর্ণধার,  
 দীন আশি জানহীন। সে সিন্ধু আকার  
 করি বিলোকন ধরে যদি কক্ষ ভয়ে,  
 কত কর্ণধার দক্ষ ভাসান সভয়ে  
 নিজ নিজ ঐশ্বর্যী হন হান্তাম্পদ।  
 সে সিন্ধু হইব পার? আমি? কি আপদ।  
 সমাজসিন্ধুর পার আছে বটে মন  
 সুধী-সুকুমার-কর স্থান সুমোহন।  
 পলহিতে তখি দক্ষ যদি কেহ হয়,  
 বিপদান্তে নিরাপদ লভয়ে আশ্রয়।  
 কুটিল কঁকর কুস্তীর প্রকাশিয়া বল,  
 বিপর্যস্ত করি তরী করে যে অচল।  
 যাইব কেমনে তবে, চিনিব কেমনে  
 কোন্টী সুধী-কর-পদ্ম-স্থান? রতনে

মণ্ডিত অঙ্গার জেনে। নর ভবস্থিত,  
 বিষধর, বিষ রে পীযুষ আচ্ছাদিত ।  
 কুসুম কোমল সম নিরীক্ষণে জ্ঞান,  
 পরশনে সম্ভাষণে পাষণ সমান ।  
 সম্ভাষণে কেহ যেন বোধ স্বধাসম  
 আশ্বাদনে ভুজঙ্গম গরল বিষম ।  
 ভাসাইছ প্রমত্তরী সমাজ সাগরে,  
 দীর্ঘা-নক্র-করে যদি যায় ইহা তরে ।  
 পড়ে গিন্না যদি ইহা স্থধী সন্নিধানে  
 চরিতার্থ হবো আমি কেবা অপমানে ?

কোথায় মোহন ? যদি পাঠক স্বজন  
 জিজ্ঞাসা কর আমারে করহ জবাব ।  
 মোহন করিছে বাস জলধির তটে,  
 প্রকৃতি-মোহন-রূপ তারি হৃদিপটে  
 তথিকায় মনোমুখে করিছে চিত্রিত,  
 সপ্তাহ হইল গত কোতুহল - চিত,  
 তথাপি নহিল তুচ্ছ জাশই তাহার  
 উদ্দীপ্ত বাসনা - শিখা হেরি বারবার  
 সাগরের রূপ নিকপম । এক দিন  
 অপরাহ্নে মোহন অধীর করি মন লীন  
 প্রকৃতি অপূৰ্ণ প্রেমে পুর্নিকেন্দ্রাডায়ে,  
 নিরখিছে সিন্ধুশোভা উদ্বিগ্ন বিদারে ।  
 নির্দয় নিদাষকাল গ্রীষ্ম এক শেষ,  
 লড়িছে না তরুপত্র যজ্ঞণা অশেষ ।  
 নিরীক্ষণে তরু-রাজি মনে জ্ঞান হয়,  
 নিস্তরু বৃহিছে তারি পেয়ে মহা ভয় ।

পবন রহে যেমন শিকারী স্বাপন,  
 তুফানীভূত নিরখিয়া যুগ প্রীতিপ্রদ ।  
 প্রকৃতি-সুন্দরী-মুখ করি নিরীক্ষণ,  
 জ্ঞান হয় আছে ধনী উৎসেগে মগন ।  
 যেন কোন মহা ঘোর বিপদ আগত,  
 প্রকৃত মুখানি তাই বিষয় এমত ।  
 রঙ কুহেলিকা ঘেরি অখিল ভুবন,  
 আশ্বাদিরা আহা মরি সোণার তপন ।  
 করি বিলোকন রবি হেন জ্ঞান হয়,  
 গগন প্রাক্ষণে যেন হীর। রক্তময়  
 ধূলি অভাস্তরে পড়ি, আহা মরি ঘরি  
 ভব ভাবিহুঁখ ভাবি অংশুমালা ধরি  
 যেন রে মলিন মুখ, বিদরে হৃদয়,  
 সে মুখানি মনাকাশে হইলে উদয় ।  
 উত্তর পশ্চিমে ঘোর কালিমা বরণ  
 ঘনাবলী হেন কালে দিল। দরশন ।  
 কণ সন্মার্শনে মনে যেন জ্ঞান হয়,  
 ঘন বলি কিন্তু উহা ঘনাবলী নয় ।  
 পবন করি ধারণ কালিমা বরণ,  
 স্রোযোগ প্রার্থিছে সেই পড়িবে কখন  
 তাহার শিকারোপরি ভীক তরু দল ;  
 দাঁড়ায়ে শঙ্কিত তারা বলির ছাগল ।  
 নিপট লম্পট রড় করি নিরীক্ষণ  
 প্রকৃতি সতীর রূপ, হইয়া মগন  
 কাম রূপে হয়ে শূন্যজ্ঞান সমুদ্রমত,  
 অন্বেষণ করিতেছে কালি অস্তিত

হরিবারে প্রকৃতির চাক বিমলতা,  
 বিষণ্ণ বদনখানি ধরি স্বর্ণলতা।  
 বিবাদে রহিছে তাই, যেমন কাদিনী  
 পতিব্রতা, পতিরতা, পতি প্রণয়িনী,  
 লম্পাটের পরশনে রহে শঙ্কাতুর,  
 আতঙ্কে বিহ্বলা ধনী বরণ পাণ্ডুর।  
 মোহন দাঁড়ায় তটে হয়ে শূন্য-মন,  
 প্রকৃতি মলিন আশ্রু করি নিরীকণ  
 চিন্তায় মগন ধীর; ক্রমে ঘনাবলী  
 আচ্ছাদিল বায়ুকোণ, অচল আবলী  
 দূর হতে শোভে যথা, বায়ু লুকায়িত  
 তারি পার্শ্বে ব্যস্ত যথা রহে গুল্মারিড।  
 ধীরি ধীরি পাদক্ষেপ করিল। পবন  
 ঘোরনাদে একবারে প্রদানি লক্ষন  
 পড়িল পাদপমাথে। ভীক তকদল  
 করি নত-শির যেন ভয়েতে বিহ্বল  
 ধরিছে পবন পদে জীবনের তরে,  
 দুর্দান্ত হুঃখিত কোথা হয় যে অস্তরে  
 দীনহুঃখ ভাবি মনে; হেরি পরহুঃখ  
 পাশে-পাশে-প্রাণ পায় মহাসুখ।  
 দম্ভার হৃদয়ে কোথা কাকুণ্ড উদয়,  
 উদ্যুক্ত যখন সেই পথিক সতয়  
 নাশিতে দণ্ডে প্রহারে সুবিজ্ঞ পুথি,  
 পথিক ধরিলে পদে দম্ভা মনোরথে  
 সাধিতে বিরত কোথা? হলে নতশির,  
 অমনি ভাঙ্গিবে এঁরা ছেদিবে শরীর।

তজ্জন শাবীর শির আরক্ত ভাসিতে  
 করিল পবন, মড়মড়ি চারি ভিতে  
 পড়িছে পানপপুঞ্জ হয়ে ভয়দেহ,  
 হয়ে ছিন্নমূল হলো ধূলিসাৎ কেহ।  
 উড়ি গেল কাক শাবী শোভার আকর,  
 সমস্ত শরীর কাক কাঁপে গুর ধর।  
 গর্গ নিপতন হলে তকদল যত,  
 বিসর্জন করে অস্ত্র চক্রে অবিরত।  
 প্রহ্নন ভূষণ তাজে কোন তকবর,  
 কোন তম পরিভ্রষ্ট কল মনোহর।  
 বায়ুচর ... বায়ুযুখে পড়ি,  
 বহুধা উড়ি পড়ি বার গড়াগড়ি।  
 অরে রে বিহগকুল, দেখি দশ। তব,  
 কাঁদিয়া উঠে যে প্রাণ, রঞ্জিতে এ ভব  
 তোরা যে শোভা আকর, পক্ষ সূচিকণ  
 নিরীকণে না জুড়ার কাহার নরম ?  
 প্রকৃতি সতীর তোরা ভূবিবারে প্রাণ,  
 বেগু বাদ্যকর ঘেরে, শুনি তোর গান  
 নহিবে মোহিত কেবা ? মানবনিকর,  
 সংসার স্থানায় যবে, দেহ জরজর  
 তোর সুমোহন শ্রব করিয়া, জবণ,  
 জুড়ায় সন্তপ্ত প্রাণ ওরে পাখিগণ।  
 আঁহা মরি মরি এবে ওরে রে বিহগ,  
 দুর্দান্ত পবনকরে হয়ে পুন্ডিতজ  
 রহিছ ধূলার পড়ি হুঃখ কুহি কারে !  
 কবির কোমল প্রাণ কাঁদে যে কুকারে

বর্ষিতে তৌদের দুঃখ বর্ষিব কেমনে ?  
 আশ্বিনীর পুঁছি দেয় এ মম বর্ণনে।  
 ছুটিছে বারিদকুল গগন প্রাঙ্গণে  
 আধারিয়া এ সংসার জ্ঞান হয় মনে  
 জ্বলদ তুরঙ্গে শত করি আরোহণ,  
 পবন ধাইছে রড়ে নাশিতে ভুবন।  
 নীরদ নির্দোষ মিশি পবন ছকার,  
 কহ করে প্রতিপথ শুনে সাধ্য কার।  
 পড়িছে অশনি বাণ করি ঘোরনাদ,  
 উতুঙ্গ তকর তাহে বিষম প্রমাদ।  
 জ্বলিছে শাখীর শির করি ধপ ধপ,  
 লাগিছে গিরির গায় রক্তি সঙ্গ।  
 পড়িছে পর্ণকুটীর শব্দ ধুপ ধুপ ত,  
 কাঁদিছে দরিদ্র শিশু করি বাপ বাপ।  
 ভাজিছে পাদপ কুল শব্দ মড় মড়ি,  
 গর্জিছে জ্বলদকুল শব্দ গড় গড়ি।  
 বহিছে তুমুল ঝড় শব্দ গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ,  
 লাগিছে বায়ু কোটরী শব্দ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ।  
 উঠিছে কল্লোলকুল গরজি গভীর,  
 ভাজিছে পুলিনে করি অবণ বধির।  
 মিশিয়া এ সব শব্দ কি শব্দ উষিত,  
 সে শব্দের দিতে শব্দ মম সাধ্যাতীত।  
 কাটিতি কাটিক দেখি হলো সমুখিত,  
 মোহন সুধীর প্রবেশিল চিন্তাধিত  
 নিকটস্থ গিরিগুহা সচকিত মন,  
 দাঁড়ারে গিরিগহ্বরে দেখিল মোহন

এই ভয়ঙ্কর ঝড়, কিন্তু শব্দশূন্য,  
 মোহন-মানস কছু নহিবারে কুণ্ড,  
 কাচ-দীপাধারে দীপ-শিখার নহন,  
 এ ভুবনে হে পাঠক সুধীজন মন।  
 বহিলে বাহিরে ঝড় মূর্তি ভয়ঙ্কর,  
 চঞ্চল কি হয় দীপ তদ অভ্যন্তর।  
 সুধীর দেহ লাগেনে দীপ-শিখা মন,  
 সচঞ্চল করিবারে হতাশ পবন  
 অক্ষম সম্পূর্ণ জেনো, কেনবা বহির  
 হইবে মোহন-মন পাঠক-সুধীর।  
 জলধি ভীষণ মূর্তি করি বিলোকন,  
 কহে কথা মীন মনে সুধীর মোহন।  
 “ওহে রত্নাকর তব প্রশান্ত বদন,  
 “এই যে আছিল কত গভীর দর্শন।  
 “এই যে তোমার দেখি মনে হলো জান,  
 “তোমার হৃদয়ে কোথ নাহি পায় স্থান।  
 “গাভীরা আপনি আমি ছিলা বসি মুখে,  
 “অটল অচল তাব ধরিছিলা সুখে।  
 “সে মূর্তি পরিবর্তিত কেন হলো কেন?  
 “উন্মত্ত মতন এবে সাক্ষিলে হে কেন?  
 “প্রশান্ত মূর্তিবিম্বিষ্ট দীর শিষ্ট নহ,  
 “নেহারি বিশ্বাস কেবা করে অতঃপর?  
 “অথবা হে পরোনিধি নাহি দোষ তব,  
 “চলিতেছে এই ভাবে এ বিশাল ভব।  
 “ভয়ঙ্কর দৃষ্টি কিবা ছেরি কাপে প্রাণ,  
 “উঠিছে হিমোল কুল পর্বত সমান।

“একটি একটি উর্ধ্ব একটি গাহাড়  
 “লুপ্তি করে সিদ্ধুতীরে করিছে প্রহার।  
 “সহস্র সহস্র ছেন উর্ধ্ব ভয়ঙ্কর,  
 “ভাঙ্গিছে ভীষণ গর্জি বেলার উপর।  
 “উঃ! উঃ! কি ভীষণ শব্দ তাহে সমুপ্ত  
 “এ শব্দ সাদৃশ্য দিতে নর সাধাতীত।  
 “শুনেছে যে জন কুলে কল্লোল-ভঞ্জন  
 “এ ভাব বুঝিতে দক্ষ অধু সেই জন।”  
 নিশীধিনী সমাগর্ভ, ক্রমে তমোরানি,  
 বিস্তারিল নিজ রাজ্য গান্ধীর্ষ্য প্রকাশি।  
 একে অক্লকার নিশি তাহে ধনাবনী  
 আবরিল পৃথীস্থিত পদার্থ সকলি;  
 মনে মনে জ্ঞান হলো যেন তমোরানি  
 পুরিল নিজ উদরে ত্রিসংসার গ্রাসি।  
 তাহাতে তুফুল ঝড় বহিছে সঘনে,  
 মুঘলের ধারে তায় দৃষ্টি বরষণে  
 বহিছে সলিলশ্রোত; একাকী মোহন  
 বসিয়া গিরি-গহ্বরে শঙ্কশূন্য মন।  
 হিংস্র জন্তু-বিবর্জিত আছিল সে স্থল,  
 মোহন-মানস তবে কিহেতু চঞ্চল  
 হইবে, পাঠকবর্গ! ভূত-প্রেত-ভয়,  
 বিচলিত করিবারে মোহন-হৃদয়  
 অক্ষম সম্পূর্ণ জেনো; আনালোক যথা  
 সমুজ্জ্বল করি শন, বিভীষিকা তথা  
 কি করিতে পারে বল? মোহন অধীর,  
 বিজনে পরমশুধী সঙ্গে প্রকৃতির।

প্রকৃতি সতীর রূপ নিরীক্ষণ করি,  
 দুর্দান্ত পবন ভরফর ভাব ধরি  
 করিল বহন চেষ্ঠা হরিতে সতীর  
 সতীহ ভূষণ, হরে জীবনে অস্থির।  
 যবে দুর্দান্তর কিছু করিল দর্শন,  
 পতিব্রত। দুর্দান্তর সতীহ ধংসন  
 অতীত দুর্দহ কার্য, তাই কোণতরে,  
 প্রকৃতির চাক শোভা নিল হুট হ'রে।  
 লগু ভগু করি দিল শোভা অমুপম,  
 সম্মুখনে মমাকালে যজ্ঞণা বিমম।  
 লক্ষ্যটের মনোহৃতি হলে প্রজ্বলিত,  
 দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় মুচলিত।  
 কোন কামিনীর কাছে হইলে লজ্জিত,  
 অপর রমণী কাছে বাসনা বাঞ্ছিত  
 প্রকাশিতে লজ্জাশূন্য। প্রকৃতি সতীর  
 সঙ্গ-সহবাস-লিপ্সা নিষ্ফল হইল  
 হইল। পবন; নিমীষিনী সমাগত  
 হেরি, হেনকালে দম্বা যজ্ঞণা-বিগত  
 হইল মানস তার; আনন্দে অধীর  
 হইল। দুর্দান্ত অবশেষে রজনীর  
 পরশি সে কোমলাঙ্গ হ'ল সচেতন  
 একে বোরা নিমীষিনী তাহে প্রতঞ্জন।  
 দৌহাকার ভীমমূর্তি কে করে বর্ণন ?  
 চিতাবেশে স্পন্দহীন হইল হুজন।  
 স্পন্দহীন তরঙ্গল বিধ স্পন্দহীন,  
 প্রকৃতি রমণী-মুখ হইল মলিন।

ক্রমে তিরোহিত ঘন, ক্রমে তারাদল  
 বাহিরিল একে একে; গগনমণ্ডল  
 ক্রমে হলো অশোভিত, অর্ধ চন্দ্রোদয়  
 হলো প্রাচীদিকে আঁহা, কিবা শোভাময়।  
 তমোরাশি তিরোহিত, কৌমুদী বিমল,  
 আবর্ভূত এতুবনে; আবারি সকল  
 তরু, লতা তরুকার; জ্ঞান হলো মনে  
 বিশ্বপাতা খিচ্ছদ্বি দুঃখসন্দর্শনে  
 প্রকৃতির কালিমা বসন দূর করি,  
 শুভবাস সতী-অঙ্গে যত্নে করে ধরি  
 অধে পরাইলা; কুন্তলে কাঞ্চনকুল  
 শুকতারা নাম (যাহা হেরি মনাকুল)  
 যতনে স্থাপিলা, ললাট নভোমণ্ডলে  
 রত্নসিঁধি তারাকারে, যে জ্যোতি উজ্জ্বলে  
 গগন প্রাঙ্গণ কিবা, অধে সাজাইলা।  
 অন্য অঙ্গ খদ্যোৎ ভূষণে উজ্জাইলা।  
 যে খদ্যোৎ আভরণ প্রকৃতি রমণী  
 পবনের পরশনে ত্যজিয়া অমনি  
 দূর করি দিয়াছিল; জানকী যেমন  
 রাবণের পরশনে, যতেক ভূষণ  
 মর্যভেদি মনোহুঃখে ভূমে নিক্ষেপিল।  
 হেরি নব রূপ হবি মোহন ডালিল  
 অপার আনন্দে, তার হলো চিন্তা দূর,  
 নিবারণ পতন। শঙ্ক অতীব মধুর,  
 শুনি ক্রতি জুড়াইল; প্রকৃতি অন্ধরী,  
 প্রিয় পুত্র মোহনেক, যেন, আঁহা মরি।

নিবৃত্ত করণ ভরে সে মধুর ধনি  
 করিতে লাগিল সতী, যদিও সে ধনী  
 নিজ হুখে দক্ষীভূতা, যেমন জরনী  
 আপনি যজ্ঞণা সহি করে, সূত-মণি  
 লইয়া তোবে তাহারে । মোহন-আঁখিতে  
 নিজা উপস্থিত হলো দেখিতে দেখিতে ।  
 একটি উপলক্ষে রাখি নিজ শির  
 শয়ন করিল হুখে মোহন অধীর ।  
 আঁখি গৃহে নিজাদেবী হরা প্রবেশিল  
 দার রূপ পক্ষ হুটী অমনি মুদিল ।  
 স্নানিয়া উদ্রেক-নিশি কোথা বল হয় ?  
 সে রজনী স্বপ্নদেবী মনোরাজ্য লয়  
 জোরে অধিকার করি ; অধীর মোহন  
 যেমনি মুদিল আঁখি অমনি স্বপন  
 নেহারিল ভয়ঙ্কর—মুরতি ভীষণ  
 নিরখিল এক, তার মুদিত লোচন ।  
 অন্ধ যেন তামতকসম দীর্ঘাকার,  
 মস্তক প্রকাণ্ড জাল্য অতি কদাকার ।  
 শিরোপরি লম্বমান দীর্ঘ জটাকার,  
 বটরুকে শোভে যেন শিকড় শাখার ।  
 গজকর্ণসম তার অতির গঠন,  
 ললাট বিশাল তার ভীরণ-দর্শন ।  
 নাসিকাটা দুই হস্ত হবে পরিমল,  
 নাসারন্ধ্র দুটা তার কামার গহ্বর ।  
 চক্ষু দুটা গোলাকার যেমন তপন,  
 কটমটে দুটা মণি দৃষ্টিতে মগন ।

দন্তগুলি খেঁচুলা সম জ্ঞান হয়,  
 নিরীক্ষণে রক্ত শুষ্ক, কম্পিত হৃদয় ।  
 হস্ত দুটা মোটা মোটা রক্ত কদলী,  
 নাড়ি ভুঁড়ি তুলে তার বদনে কেবলি ।  
 পেট মোটা দীর্ঘাকার বায়ুভরা পাল,  
 পদ দুটা স্তম্ভপ্রায় অতীব ভয়াল ।  
 ভীষণ দশনে রাখি ভীষণ দশন  
 কড়মড়ি শব্দে কারি সম্ভাষি মোহন  
 কহিল নীরদনাদে—“ওরে রে মোহন,  
 আজি নিরখিব তোমার সাহস কেমন ।  
 চির অবহেলা তুই করিস আমার,  
 ভাঙ্গিব দশন এক চাপাড় প্রহারে  
 আজি রে, নির্যোধ, তোমার সাগরসন্মিলে  
 ডুবাইব তোমার অঙ্গ : মাথা এক কিলে  
 প্রবেশ করিবে তোমার উদর ভিতরে  
 এমনি মারিব মুক্তি মন্তক উপরে ।”  
 এত বলি ভীষণ-শরীরী ধরি মুক্তি,  
 ধাইল মোহন প্রতি করি মহা কৃষ্টি ।  
 নিকট বিপদ দেখি মোহন সুধীর,  
 বাধিলেক পরিকর, পলক আঁখির  
 না লড়িতে, করি ষোড়শ সঙ্ঘাবিল,—  
 “ওরে ভীষকায় তোমার ক্রোধ জনমিল  
 কি কারণ ? নিরখিলি কিবা অপরাধ  
 মোর বল ? তাই তোমার হইয়াছে স্নান  
 মম সনে বাধ করা ; করিসুনিরে মনে,  
 তোমার ভীষ অঙ্গ ভয় দেখাবে মোহনে ।

কলেবর ভীমসম দেখি বটে তোর,  
 কতু না তোহার সনে বিসংবাদ যাবে  
 সম্ভব হয় রে দুই ; কিহা ভীমকাহ,  
 দেখি তোর দুর্ভাগ্য কৈন রে আমার  
 করিবে শক্তিত বল ? দেখ তৈলপায়ী  
 যদিও বৃহৎ-কায় হয় ধূলিশায়ী  
 ক্ষুদ্র কাচকীট কাছে, যায় ঞ্জি ঞ্জি  
 যেমন রে মলিন্মূচ যবে ঘেরি ঘুরি  
 লয়ে যায় চোকিদারে : বলি আমি তাই,  
 তোর ভীমঅঙ্গ দেখি কতু না ভরাই ।”  
 এত বলি মোহন খাইল তার প্রতি,  
 লয়ে ধর অসি যেন সচকিত-মতি ।  
 মোহনে অগ্রগ দেখি সে ভীষণকাহ,  
 চারি পা পিছন হাটি সম্ভাবিল তার ।  
 “প্রচুর প্রশংসা তোর, করি রে মোহন,  
 অতুল সাহস তরে, শোন্ দিয়া মন  
 তোরে হুটা কথা বলি, ব্রতাস্ত আমার,  
 অবিহিত চিতে শোন্ মম মহিমার  
 বাক্যাবলী :—বজরাজ্যে রাজ্য করি আমি,  
 অসীম বিত্তবপূর্ণ বজ্রভূমি-স্বামী ।  
 এই যে বিশাল রাজ্য, বন, উপবন  
 নিকুঞ্জ মমোরঞ্জন, অগ্নি আকর্ষণ  
 করে বিলোকন করি, সকলি আমার,  
 এ বিশাল বজ্রভূমি মম অধিকার ।  
 বজ্রবাসিগণ—চিহ্ন-সিংহাসনোপবি,  
 করি আরোহণ আমি নিজ রাজ্য করি

নিষ্কটকে নিলিবাঁদে, জেনো হে মোহন,  
 অধিকার কি প্রকারে করি তব মন  
 তে কারণে মম আগা; তোহার সাহস,  
 করি নিরীক্ষণ মম হৃদয় বিরস  
 হইয়াছে মাতিশয়, করি ভয় মনে  
 তব সম সহস্রটী জন্মে বীর জন্মে  
 যদি যে কভু এদেশে, মম রাজ্যভার  
 তাজিরা পলাতে হবে কি সম্ভব তার।  
 বিজনে পোয়েছি তোবে একাকী মোহন  
 আজি রে নিশ্চয় তোরে বধিব জীবন।  
 বধি তেন ভীমকায় বজ্রমুঠি ধরি  
 ধলো ত্রিশর পনঃ মার মাঃ করি।  
 শক্তিও তবার ছোলে মোহন ত মর,  
 সে চাকুর কথা শুনি ক্রুর অতিশয়  
 হবর, মোহন বলী ধাল তবনি  
 গরজি মঘন যেন ভেক-হারী ফণি।  
 করিল প্রহার লগ্নে পর অসি করে,  
 বিফল প্রহার যথা ছারার উপরে।  
 করিল আঘাত যেই, কোথা ভীম অঙ্গ,  
 ভীম অঙ্গ অঙ্গশূন্য যেমন অনঙ্গ।  
 প্রহার করিল অসি যেমন মোহন,  
 নিদ্রা পলাইল তাজি মোহনলোচন।  
 কোথা সেই ভীমকায় যুদ্ধ আড়ম্বর,  
 মোহনের মাথা এক শিলার উপর।  
 হে পাঠক মহাদর! কেবা ভীমকায়  
 জানিবারে কুতূহল যত্নগা তোমার

দিতেছে কতই কুবি ; শুন নিয়া মন,  
 ভীষণ-শরীরী এই হয় কোন্ জন।  
 আশঙ্কা ইহার নাম হে পাঠক জন,  
 শত শত মানবের কষ্টের কারণ।  
 মানবের যত কষ্ট এই ছুই মূল  
 অন্ধকারে নিজ শব্দে আতঙ্কে ব্যাকুল।  
 আশঙ্কায় বশীভূত হয়ে কত নরে,  
 ছায়া দেখি মনে মনে ভূত জ্ঞান করে।  
 কেহ না শঙ্কায় ভরি বিদেশ গমন  
 মনে করে ঠিক যেন কুটিল শমন।  
 কেহ আশঙ্কায় করে হইয়া পতন  
 শমন ভবন ভাবে পোত-আরোহণ।  
 ইহাতে উন্নতি-পথ কত কষ্ট হয়,  
 কে তাহা বর্ণিতে পারে বল সুধীচর।  
 'বাগিজো বসতি লক্ষ্মী' সুধামাখ্য কথ্য,  
 মর্ষ জ্ঞান হয় কার শঙ্কা রহে বধ্য।  
 সাহসী মানবগণ এক বার মরে,  
 লক্ষ বার মরে জেনো যত ভীক নরে।  
 আশঙ্কাই এ কষ্টের মূলীভূত হেতু,  
 আশঙ্কাই সুদূর ভাঙে উন্নতির সেতু।  
 আশঙ্কাই মানবের মরণ সমান,  
 আশঙ্কা জীর্ণশ্রেয়স্তু মনে করি জ্ঞান।  
 উঠ উঠ বজজন ধর্ম দিখ্যা-অসি,  
 হান হান আশঙ্কার শিরোদেশে কসি।  
 উঠ বজজন কর নেত্র-উজ্জীলন,  
 চাহি দেখ তব দশা পুলিনা লোচন।

হয়ে আছি অশঙ্কার সদা পদানত,  
কাহারে বা কবে। আমি মনোহুঃখ যত ।  
কত দেশে কত জাতি ঐশ্বর্য ভুঞ্জিছে  
জয়কেতু যশ-ভরে সমীরে উড়িছে ।

দিকুণ্ডল সমুজ্জ্বল—জ্ঞানরবি করে,  
উঠি জয়ধনি সদা প্রতিধনি করে ।

হেথাই মোহন যেকি মেলিল লোচন  
নিরখিল কিয়দূরে নর একজন  
সঞ্চারিণীদীপ করে আসিছে সমুদ্রে,  
পরিল গিরিগহ্বর সে দীপ-মহুখে ।

এক জনশূন্য স্থান তাহে ঐশ্বিনী,  
ভীষণ ঝটিকা অঙ্গে শাসিছে বেদিন ।

তাহে ভয়ঙ্কর যথ ইঠিয়া অন্তরে,  
মোহনে জাগ্রত কবি ফেলিল মহারে ।

নিদ্রাভঞ্জে দীপ-আলো কবি নিরীক্ষণ,  
ভীষণ-শরীরীয়ায় ভাবিল মোহন ।

মোহন চিত্তিল মনে বুঝি ভীষকায়,  
মার্য ধরি আলোকরে আসিছে উদ্যায় ।

দুসংস্কারশূন্য হই যে জনার মন  
তঁার হৃদে হেন ভাব রহে কতক্ষণ ?

পরক্ষণে চিত্তিলেক মোহন সুধীর,  
পাইয়া অযোগ দক্ষ্য এ নিশি গভীর,

হরিয়া কাহার মন আসিছে গহ্বরে,  
লুকাতে লুপ্তিত রহু সত্য অস্তরে ।

আলো অশ্রুসর ক্রমে, মোহন তখন  
কাঁধি পরিকর করে করিল ধারণ

নিজ যক্তি, নির্ভর অন্তরে সচকিতে  
 সে আলোক উপস্থিত দেখিতে দেখিতে ।  
 নহে উহা ভীমকায়, দম্বা উহা নয়,  
 নিরখিয়া দুইজনে উত্তরে উভয়,  
 হলো উল্লাসিত মন, পাঠক এখন,  
 জিজ্ঞাসিতে পার উহা হয় কোন্ জন ।  
 ভূতা রামধন এই প্রভুপরায়ণ,  
 নিজ প্রভু অব্যবহিছে সে নিশি ভীষণ ।  
 বাতাসমুখিত ভূতা করি বিলোকন,  
 নিজ প্রভু জনা হয়ে আকুলিত মন  
 করিল বহুদ চেষ্টা পুরুতে আসিতে,  
 নাহি দিল মহাঝড় সে আশা পূরিতে ।  
 হকের বৃহৎ শাখা ভাঙি পড়ি করে,  
 ভাঙ্গিল তাহার বাহু ব্যথিত অন্তরে ।  
 কাজে কাজে প্রত্যগত হইয়া বাসায়,  
 নিজ প্রভু জনা যেন হিলা যতপ্রায় ।  
 গভীর রজনীকালে সে বাতা পামিল,  
 প্রভুপরায়ণ ভূতা অমনি উঠিল ।  
 আলোক লইয়া করে ভাঙি তরু ভগ্ন,  
 কষ্টে মুটে পড়িল ঘোর দুঃখে মগ্ন ।  
 ভূতা হেরি নিজ প্রভু, প্রভু ভূতো হেরি,  
 উখলিয়া উঠিল রে মুখমাগরেরি  
 স্মৃণীর সে দৌহার; সে নিশি গভীর,  
 যাপন করিল দৌছে যদি করি স্থির  
 কণোপকথনে নানা, ক্রমে নিশা শেষ  
 রামধন মোহনের দূর হলো ক্রেশ ।

হে পাঠক সহৃদয় কর বিলোকন  
 নারী এক করিবেক যদি আকর্ষণ।  
 পবনসঙ্গমে ছিল রজনী গভিনী,  
 প্রসব করিল কন্যা নয়নহারিণী।  
 নবরাগে অরঞ্জিত বটে কিসলয়,  
 নবরাগযুক্ত আধ কুল কুবলয়।  
 নবরাগে অরঞ্জিত নবদূর্দাচয়,  
 যদুমাল সমাগমে নবরাগময়।  
 তকণ যৌবনা নারী পূর্ণ নবরাগে,  
 নবরাগ বিরাজিত নব ধান্য আগে।  
 নবরাগময় কিন্তু এ নারী যেমন,  
 নয়নে ত নিরীক্ষণ না করি তেমন।  
 নাম এর উষাসতী সহৃদয় জন,  
 নহে ইহা সেই উষা নিত্য বিলোকন  
 করহ যাহারে কিন্তু, যদিও সে ধনী,  
 নবরাগময় হের দেখহ যখনি।  
 জেনো ইহা সেই উষা জন্ম যে নারীর,  
 প্রবল গাটিকাবীৰ্য্যে গভে রজনীর।  
 তমোময় নিশীথিনী তাহে প্রতঞ্জন,  
 মিলনে কম্পিত ধরা তন্তু জীবগণ।  
 নিশ্বল গগন পরে চাকি অশোভন,  
 নিশান্তে উদ্ভিত উষা নয়নরঞ্জন।  
 বল দেখি সহৃদয় এ উষা কেমন?  
 এ হেন মনোহারিণী রমণীরতন  
 নবরাগে পূর্ণ ভবে দেখেছ কখন?  
 উদয় হইবে উষাসতী কতকণ,

নাহি করে কোন জন্ত বল আপেক্ষণ।  
 করে প্রতিকর্ণ জীব হেন প্রতীক্ষণ।  
 আলো করি প্রাচীনিক এলো উদ্যাসতী,  
 আলোকে উজ্জ্বল ধরা জীবের কুল মতি।  
 কিবা কমনীয় কাস্তি কহি কহিছুর,  
 লজ্জায় না বাহিরায় সেই সে চতুর  
 বঙ্গরাজী কর হতে থাকে লুকাণ্ডিত,  
 পাছে উদ্যাসতী রূপে হয় গো নাশিত।  
 করি বিলোকন জীবের উবা আগমন  
 হইল তখনি তারা প্রমোদে মগন।  
 শাখীপরে পাখীগণ পশি হসমন,  
 উদ্যাসতী আগমন করিছে ঘোষণ।  
 আহ! কি মধুর স্বর অবগরঞ্জন,  
 অবগে না করে তৃপ্ত বল কার মন!  
 বাতায়ুক্তি ভায় করি যামিনী যাপন,  
 পশি শাখীপরে মধু বর্নিছে এখন।  
 কোন বিহঙ্গম বসি শাখার উপরে,  
 চকু দিয়া পুঙ্খপুঙ্খ পরিষ্কর করে।  
 হস্তিবরষণে ছিল সিক্ত পুঙ্খদল,  
 নিযুক্ত বিযুক্ত তরে সে রক্তির জল  
 সুখে ধরি পুঙ্খপুঙ্খ রবির কিরণে,  
 শুকাইছে পুঙ্খগুলি অক্লান্ত মনে।  
 মঞ্জুল নিকুঞ্জ বন প্রভঞ্জন বলে,  
 ছিন্নভিন্ন হইয়া গো লোচনযুগলে,  
 অব্যক্ত অপরিমিত দিতেছে বস্ত্রণা:  
 করি কলরব পাখী করিছে যন্ত্রণা

শাখায় শাখায় যেন ভগ্নবাস তরে,  
 করিবে নির্মাণ পুনঃ সে নীড় কি করে ।  
 ক্রমে দিনগণি প্রাচীদিকে সমুদিল,  
 নর-স্বথ-সিন্ধু-নীর উথলি উঠিল ।  
 প্রভঞ্জন পরাক্রমে মনঃপন্ন যার,  
 ছিল আকুঞ্চিত হয়ে প্রভাকর তার  
 সংকোচ সঙ্কীর্ণ দল দিল। কটাইয়া  
 নরসমূহের হলো বিস্কুরিত, হিয়া ।  
 জনরবে জনস্থান হইল পূর্ণিত,  
 নিলয় লইয়া সবে তলে ব্যাকুলিত ।  
 হৃৎপীজন হৃৎকমন ভগ্ন গৃহোপরি,  
 দাঁড়ায়ে দেখিছে তার গৃহখানি মরি ।  
 একদা যেন ঘর সবে প্রভঞ্জন বলে,  
 উৎপাটিত হয়ে পড়ি রহে ভূমিতলে ।  
 দাঁড়াবার নাহি স্থান কোলমলি তার  
 জননী গলা ধরি করে হাহাকার ।  
 কোন স্থানে কোন জন ভগ্ন গৃহ তার  
 উদ্ধাক্ত কবিতো গৃহ পুনঃ সংস্কার ।  
 বস্ত্র সংস্কার তবে কেহ কাটে শাখী,  
 সারি সারি রহে পড়ি নাহি পথরাখি ।  
 জননী কাঁদিছে কোথা "পুঙ্কর" তরে,  
 আসেনি বলিয়া সে গো সে যাদিনী ঘরে ।  
 শিরে ছানি কর কান্ধ কাঁদিছে জননী,  
 তরীমধ্যে বঞ্চিত হইয়া স্নাতমণি ।  
 বামেতরে কপোল রাখিয়া কোন ধনী,  
 অতীব চিন্তিত চিত্ত সজ্জা তরণী

মগন যজ্ঞার নীরে হইয়াছে বসি,  
নাহি অন্য কথা বুধে ভাবিছে কেবলি।  
মোহন ও রামধন আসি উপস্থিত,  
হইল বাসায় দৌড়ে মন চমকিত।  
বাসা-গৃহ, উপাধিত আছে ধরাতল,  
গৃহোপরি পড়িয়াছে পাদপ সকল।  
কিছুদিন সে প্রদেশ করিলা ভ্রমণ,  
অত্র দেশ ত্রিবারে উৎসুক মোহন।

---

## পঞ্চম সর্গ।

"The quest of joy, the balm of wo,  
The soul o' life, the heaven below,  
Is rapture giving woman."  
BURN

সৌম্যমূর্তি নর কোথা ? বাহার নয়নে,  
পড়িছিল মনোরমা মোহিনী হুজনে ।  
হে পাঠক সজ্জনর ভবদীপ মন  
কোমল কয়ল সম, না জানি কেমন  
করি তব সন্নিধানে সে কথা কহিব,  
কেমনে বা তার দশা লিখিল বর্ণিব ।  
প্রকৃতি বিচিত্র শোভা গোখুলি সময়,  
নিরীক্ষণ তরে হয়ে উৎসুক-হৃদয়  
গমন করিতেছিল তটে সরসীর,  
সেই সৌম্যমূর্তি নর প্রকৃত শরীর ।  
অভাবের শোভা দেখা দূরে গেল তার,  
মোহিনী দামিনী ছেরি সংসার আধার ।  
মোহিনী সৌন্দর্য উন্নি সে সজ্জনর নয়ে  
লইয়া ফেলিল এক অন্ধকার ঘরে ।  
স্তিমিত নয়নমণি শূন্যজ্যোৎস্নার,  
অস্তর বিলীন তার মোহিনী চিন্তায় ।  
বহুক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য পড়িয়া শব্দায়,  
আছিল সেজন জেনে যেন মৃতপ্রায় ।  
বহুক্ষণ পরে জান হইল উদয়,  
কহে কথা মন সনে ব্যাকুল হৃদয় ।

“কোথা আমি? কি আপদ! হেথা কে আনিল,  
 “কোন্ নরাদমে বোরে মেধনে বহিল।  
 “আহা কি অশুভরূপ কি কান্তি, মধুর,  
 “সন্দর্শনে সে সৌন্দর্য্য কুদ্রিয়ানি দূর।  
 “বরণ চন্দ্রক পুষ্প বরণ জিনিয়া  
 “আহা কি মাধুর্য্য মরি মনোমোহনিয়া।  
 “বরণ উজ্জ্বল গৌর, সুগাঢ় কজল,  
 “জিনিয়া বরণ শোভে শিরোকহদল।  
 “কাল চিকণিরা চুল গউর বরণে,  
 “অলিঙ্গণী শোভে যেন খেত পদ্মাসনে।  
 “কি চাক সুগল ভূব কাল চিকণিরা,  
 “শোভাস্পদ হরে রহে ক্রান্তি পরনিয়া।  
 “কি সুন্দর আঁখি দুটী তার নীচে শোভে,  
 “তব অববণ বিছা সে তুলনা লোভে।  
 “চাউনিটী কি সুন্দর, চাহিল যখন,  
 “মম অঙ্গে হলো যেন সুধা বরিষণ।  
 “বহ রমণীর দৃষ্টি দেখিয়াছি আমি,  
 “এমনটী তো কার নাহি হয় কুদি-গামী।  
 “কালিকা চিকণ বণি করে ঢল ঢল,  
 “ইচ্ছা হয় সনা হেরি সে তারা সুগল।  
 “আঁখি দুটী খেতসিকু মণি সে হিরোন,  
 “সে তরঙ্গোপরি পড়ি লাগে গওগোল।  
 “সুচাক অধরখানি সুধক বিরিক।  
 “জগুগ শোভিছে সহ সুন্দর নাসিকা।  
 “কণ সন্দর্শনে মনে যেন জ্ঞান হয়,  
 “অধর-বিরিক। লোভে এতদ্র কন্দর,

- “পশিতেছে যেন তার সূচাক বিহব,  
 “জয়গ দিল্লত পাখা নাসি তার অঙ্গ।  
 “নাসিকাঐভাগ চক্ষু নাসারক্ত আঁখি,  
 “তাই নাসা নিরখিয়া মনে গগি পাখী।  
 “একান্ত বাসনা মনে হরে বাসুচর,  
 “সুখে ভুঞ্জি গিয়া তার বিদ্রিক অধর।  
 “কিহা হরে সমীরণ মিশি সমীরণে,  
 “সার্থক করি জীবন সে মুখচুষনে।  
 “কিহা স্বর্ণকার কাছে করিয়া গমন,  
 “হইগে আনন্দে ওর অঙ্গ-আভরণ।  
 “অয়ে রে রতন-হার! কি কপাল তোর।  
 “আহিম্ রে হৃদয়ে শুয়ে হরে সুখে ভোর।  
 “ওরে রে কাঞ্চি চিকণ কি প্রমোদ তোর,  
 “দেখি সুখ তোর যদি জ্বলে উঠে মোর।  
 “ওরে রে নুপুর স্থখী কণু কণু স্বরে,  
 “ঘোষণা করিহ সুখ প্রকুল অন্তরে।  
 “কণ্ঠহার, কাঞ্চি, আর নুপুর ভূষণ,  
 “সমধিক স্থখী তোরা বল কোন জন?”  
 কণ্ঠহার দর্প করি কহিছে তখন,  
 “এ প্রস্ন জিজ্ঞাসা কুর বল কি কারণ।  
 হৃদয়ের রাজ্য হরে আঁখি যদি পরি,  
 কামিনী কমলকলি কমনীর করি।”  
 কাঞ্চি কর “এত নয় কঁরা অহঙ্কার,  
 হের দেখ মম শোভা কিবা চমৎকার।”  
 নুপুর মিঠাল রাজি কহিছে তখন,  
 “কে শোনেরে তোর মুহু গর্জিত বচন।

হেরিলে হঠাৎ চক্ষে সুখী জ্ঞান করে,  
 বড়ো কণ্ঠহার কাঞ্চি অরসিক নারে।  
 যে কামিনী পদপার্শ্বে নাহি দেয় স্থান,  
 বিষকুন্ত পয়মুখ কসি, পাছা জ্ঞান।”  
 ওরে রে নুপুর তোর কথা রাখি শিরে,  
 তোরি সহচর কর থাকি পদে ঘিরে।  
 কি কহিতে কিবা কহি হইলু পাগল,  
 কবে রে দেখিব পুনঃ মন তারে বল।  
 এহেন রমণীর সৎযোগে জীবন,  
 জীবন বলিয়া গনি বিরোগে মরণ।  
 বাঁচি যদি এক দিন সজোগি ইহারে,  
 ভুলিব সুমার মুখ অসার সংসারে।”  
 নিদ্রা নাহি হলো তার চিন্তিয়া কামিনী,  
 ছট্ ছট্ শয্যোপরি সারা নিশিধিনী।  
 নিদ্রা লভিবার তরে মুদিলে নয়ন,  
 মোহিনীর প্রতিকৃতি করে নিরীক্ষণ।  
 ধনা রে অনঙ্গ তোরে শত ধনাবাদ,  
 তোর তরে এ ভুবনে যত পরমাদ।  
 যত সে অনিষ্টপাত হয় এ ভুবনে,  
 অধিকাংশ তোরি তরে গনি মনে মনে।  
 তোর কুলবাস্ যারে করেছে প্রহার,  
 তাহার প্রহোদ করে কছু আছে আর  
 কত কুলকামিনীর কর সর্বমানস,  
 কত বুকের গলে দেই প্রেরকাস।  
 কত শুবেরে কর বাতুল মদার,  
 কত হুঙ্কার করে নাহি পার জ্বাণ।

পাপ পিশাচের যে রে এত পুরাক্রম,  
 তুই তার মূল শুধু নাহি তার জন্ম।  
 কি মানী কি জানী সে হউক না যে জন,  
 তোর করে কভু কার নাহিক মোচন।  
 কেবা এ সুন্দর নর! কোথা বা নিবাস?  
 জানিবার তরে সুখী অবশ্য প্রয়াস  
 হইয়াছে তব মনে? তব কুতূহল  
 তৃপ্ত করা মম বাঞ্ছা জানহ কেবল।  
 বাস এর শূন্যপুর নামটী জীবন,  
 গণনীয় ব্যক্তি ইনি অর্থ অগণন।  
 চিত্তাপুর পল্লিগ্রাম নিরীক্ষণ তরে,  
 রহিছেন বাস করি সে পল্লীভিতরে।  
 এমন সময় কাল হইল মোহিনী  
 সুখ-সরোবর তার শুকালো ভামিনী।  
 পরদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোখান,  
 জীবন আপন সঙ্গী করিল আস্থান।  
 বসন্ত নামেতে তার প্রিয় সহচর,  
 আহ্বানিবা মাত্র এলো প্রভুর গোচর।  
 কহিল জীবন তার "শুন হে বসন্ত,  
 "গত সঙ্কাকাল হতে মম প্রাণ অন্ত।  
 "কহিতে পার কি কথা কোন্সে কামিনী,  
 "নিরস্ত্র সরোবরে জিনি সৌন্দর্যিনী।  
 "তাঁহার রূপমাধুরী করি নিরীক্ষণ,  
 "বাচিতে বাসনা নাই বিহনে মিলন।  
 "উহার সংযোগ যদি কর সংঘটন,  
 "রাখিব তবেতো এই তপিত জীবন।

- “নতুবা নিশ্চয় নষ্ট করিব জীবন,  
 “নাহিক সন্দেহ তার শুভ হে বচন।”  
 বসন্ত প্রভুর কথা শুনি শিহরিলে,  
 জীবনে বৃহৎবচনে কহিতে লাগিল।  
 “ঠেকিলাম ঘোর দায় বাবু মহাশয়,  
 “নারিহু পুরিতে পোহা বুঝি মহোদয়।  
 “বহুল বড়র-বধু সঙ্গ সংঘটন,  
 “করিয়া দিয়াছি তব করহ অরণ।  
 “যে কামিনী কথা এবে কহিছ আমার,  
 “তার সঙ্গ সংঘটন অতি বড় দায়।  
 “পতিব্রতা সতী সেই পতিপরায়ণ।  
 “একান্ত শুদ্ধচারিণী সেই স্নেহোচনা।  
 “পতিজ্ঞান পতিধ্যান পতি সে জীবন,  
 “পতি ভিন্ন পর নর না করে দর্শন।  
 “পতি গতি, পতি মুক্তি, পতিই ভূপতি  
 “মনোবাজের মনে করে সেই সে সুবতী।  
 “পতি কথা নাহি যথা তথা নাহি রয়,  
 “পতিকথা শুনি যনী প্রকুল হৃদয়।  
 “পতিকথা হয় যথা অবগে অস্থির,  
 “পতিভিন্ন পরকথা অবগে বধির।”  
 পতি পতি পুনঃ পুনঃ করিয়া অবগৎ  
 জীবন বসন্তে কহে সজ্জ্বল বচন।  
 “পতি পতি করি যে হে হইলে পাগল,  
 “পতিব্রতা সতী কেবা আছে ভ্রমণল?  
 “নারীজাতি পতিব্রতা গুণে বিভূষিত,  
 “অবগে আসিলে হাসি কেনো যথোচিত।

“শিশু বলি গণি তারে এমন যে কয়,  
 “নারীর অন্তর সে যে জানে না নিশ্চয়।  
 “সতী\* বলি করে ডান রমণীমণ্ডল,  
 “যুখে হাস্য-সুখা সদা অন্তরে গরল।  
 “যে যুবতী নিজ পতি ভলিবাসে বড়,  
 “তাহার হৃদয় জেনে শঠতায় দড়।  
 “নারীর অন্তর যদি হতো দেখাবার,  
 “হৃদয়-দর্পণে তার শত বঁধুধার  
 “দেখাতাম প্রতিকৃতি জানহ নিশ্চয়,  
 “দাছাণ্ডগশূন্য কি হে বলি কড় হয়।  
 “ভূমিখণ্ড দেখি নবভূগ-আচ্ছাদিত,  
 “গাভীদল ধায় যথা মন প্রক্লিষিত  
 “ভুঞ্জিবারে সে সুখাদ্য; রমণীমণ্ডল,  
 “পুরুষ নিরখি হয় তেমনি চঞ্চল।  
 “সে যুবতী পতিব্রতা কিবা পরব্রতা,  
 “জিজ্ঞাসিনে ওহে সখা শুনহে বারতা।  
 “সে রমণী কাহার কাষিনী মোরে বল,  
 “অসতী কি সতী সে বে-স্বন্দিত সকল  
 “বাহির হইবে পরে, জানহ নিশ্চয়,  
 “অর্থের অসাধ্য কার্য কিবা সহস্র।”  
 নিপুণ গায়কে দিয়া তাল বাদ্যধর  
 যায় যথা তেমনি রে ধনী-সহচর  
 • ধনী-বাক্য পিছুগামী কিবা জেনে যথা  
 প্রতিধ্বনি যোরধনি কাছে কহে পিছে কথা।  
 তেমনি বসন্ত প্রভু-বাক্যে দিয়া সার,  
 কহিল সুহৃৎ বচনে সভাধিরা তার।

“কহিছ বারুগো বাছ। কিছু মিছা নয়,  
 “এ বিষয়ে দৃঢ় মোরি আছয়ে এতায়।  
 “তবে যে কহিছ তার পতিব্রতা নারী  
 “বুঝিবার জন্ম বুঝি হইবে আমারি।  
 “এই প্রাণে মম বন্ধু আছে একজন,  
 “সে কামিনী-গুণকথা তাহার সদন  
 “অবগ করিয়া কহি পতিব্রতা তার,  
 “আমি কব পতিব্রতা এমন আমার  
 “নির্কোথ না তাব মনে বারু মহাশয়,  
 “দাছ গুণগুণ্য কি সে বহি কহু হয়।  
 “মোহন নামেতে এক সুবক সজ্জন,  
 “তাহার রমণী এই ইন্দুনিভানন।  
 “হলধর বাড়ুর্জোর হয় পুত্রবধু  
 “অবগ তুষ্ট অবগে যার বাক্যমধু।  
 “উত্তম সজ্জতিগর হয় এই জন,  
 “ধার্মিক সুবিক্র আতি প্রিয়দরশন।  
 “একটি সন্তান সবে মোহন তাহার,  
 “সুশীল বিজ্ঞান বলি সর্বত্র প্রচার।  
 “জগতের প্রতি ঘেষ করিয়া প্রকাশ,  
 “বিশেষ জ্ঞান তরে গিয়াছে প্রবাস।”  
 মোহন বিদেশে আছে করিয়া অবগ,  
 জীবন-জীবন হলো এমোদে বসন।  
 বসন্তে কছিল পরে বাক্য সুবধুর,  
 মুখমিতি বড় তার হয় যেন চতুরার  
 “মোহন রমণী এই হয় সুলোচনা।  
 “সকলোত্তম সাদী বটে পেরেছে ললনা।

“মোহনের” গহ রম্য আছে পরিচয়,  
 “বুদ্ধিজীবী বটে সেই সুসজ্জক হয়।  
 “কিন্তু হার পরিচয় এমন রমণী,  
 “প্রাণ ধরি প্রবাসেতে আছে সে কৈমনী।  
 “লেখা পড়া শিখি বুঝি হয়েছে বাতুল,  
 “তাজিউল্লাহ হিলে পারে সে ধন অতুল।  
 “কিন্তু বুঝি মম সুসৌভাগ্যে সেই জন,  
 “তাজিলা গিয়াছে হেন রমণী-রতন।  
 “তাহার অবর্তমানে শূণ্য মনোরথ  
 “করিব নিশ্চয় আমি দেখে হেন পথ।  
 “না ইহঁতে পারে জ্ঞান মোহন-কামিনী,  
 “অর্থের অসাধ্য কার্য কি আছে যেদিনী।”

কবি কর অর্থে হয় সকলি তোমার,  
 সামর্থ্য না হয় অর্থ ধর্ম-অবতার  
 যথার্থ-সতীর দ্বিতে সতীত্ব-দ্বয়ণ,  
 সতীর সতীত্ব হরে কে হইবে এমন?  
 সন্তক উপস্থিত হুজুরি মনি  
 জীবন থাকিতে তার কে আছে ধরণী  
 হরিতে সক্ষম বল? কেনো হে ভেমনী,  
 হরিতে হুজুর অতি সাবিত্রী রমণী।  
 জীবন-বচন শুনি বসন্তরুদার,  
 সম্ভাবি কহিল তার বাক্য সুধাধার।  
 “পতিব্রতা সতী যদি হয় এই নারী,  
 “তবেতো তাহাঙ্গের নষ্ট করিবারে মারি।  
 “সতীর সতীত্ব যদি হরা যায় হলে,  
 “সতীর সতীত্ব যদি হরা যায় বলে;

- “জগদীশ-সন্নিধান হবে অপরাধ,  
 “যমদণ্ডে যমদূত মিটাইয়া মাধ,  
 “প্রহার করিবে কবি নিরন্ন মাঝারে,  
 “সতীরে করিতে জড় না কহ আমারে।”  
 হাস্য-ঝড়ে ঝাঁকাতুণে দিয়া উড়াইয়া,  
 জীবন বসন্তে কহে তবে সজাবিয়া।  
 “তোমায় সুবুদ্ধিমান বলি ছিল জ্ঞান,  
 “শিশুসম কথা শুনি এবে তবস্থান।  
 “কে কহিল তব স্থানে নিরন্ন-সন্তোষে  
 “সতীর সতীত্বহারী জীবনবিরোগে।  
 “জ্ঞান হয় পুরাণেতে করেছ অবগ,  
 “বুদ্ধিজ্ঞে করিবারে কি আছে এমন?  
 “পুরাণপ্রসঙ্গ-কালে প্রত্যয় যে করে,  
 “বুদ্ধিহানে ডিখ সম চিল্ল সেই ধরে।  
 “অস্পৃদ্ধি-জীবীদের ভুলাবার তরে,  
 “পুরাণলেখক কান্দ এদেশ তিতরে  
 “পাতিয়াছে জেনো মনে, কুজবুদ্ধি পাখী  
 “পড়ে গিয়া ছেন কান্দে আশ্রা মনে রাখি।  
 “হইলে এদেশে ধ্বংস কোথা আশ্রা রয়?  
 “দেহধ্বংসে আত্মাহুতি শিশুবুদ্ধি কর।  
 “বড় বড় চিন্তাশীল সুবুদ্ধি পণ্ডিত,  
 “ঈশ্বরহুতি বিষয়ে সুসন্দ্বিষ্টচিত।  
 “যাহার আত্মে দৃঢ় ঈশ্বরে বিশ্বাস,  
 “যাহার বিশ্বাস আছে স্বর্গস্থলে বাস;  
 “তাহারা সত্য শিশু ঈশ্বর-চিন্তায়,  
 “ঐহিক সুখের তরে যত নাহি পায়।

“বড় কার্য্য অসুষ্ঠান হেন লোক কাছে,  
 “আশা করা সম আর মুখতা কি আছে?  
 “অবনীলগুলস্থিত যদি সর্ব্ব নর;  
 “ঈশ্বরধেয়ানে নিপু করিত অন্তর  
 “কোথা পাইতাম তবে সব জনস্থান,  
 “মজার সংসার হতো অরণ্য সম্মান।  
 “অধিক বসন্ত আর কি কব তোমারে,  
 “জগদীশ পরকাল কথা সে আমারে  
 “শিশুসম কথা জান হয় জেনো মনে,  
 “ঈশ্বর থাকিলে কষ্ট কতু এ ভুবনে  
 “নহিত সৃজন শুন, জনক কখন  
 “পুত্রেরে পীড়িতে এত কৌশল স্থাপন  
 “করিতে পারে হে সখা? যেই দয়াময়,  
 “সে কি হে কখন দক্ষ জননী-হৃদয়-  
 “স্থিত পুত্রবরে নিতে? যেই দয়াময়,  
 “তার হেন কাহা কতু সম্ভব না হয়।  
 “দয়াময় নাহি পারে অন্ধ সৃজিবারে,  
 “দয়াময় জন কি হে পছ করে কারে?  
 “অতএব কহি শুন বচন সুসার,  
 “ঈশ্বরে বিশ্বাস করে অঙ্গ বুদ্ধি যার।  
 “জীবনে যদিও জীবে ওহে বুদ্ধিহীন,  
 “মজার সংসারে মজা লুঠ সে কদিন।  
 “যে কার্য্য সাধিলে সুখ হৃদয়ে উদয়,  
 “সে কার্য্য করই সখা নির্জর-হৃদয়।  
 “যে কার্য্য সাধিলে সুখ সে করমে পাণ?  
 “এমন যে কর তার সহিত আশাপ।”

জীবনের কথা শুনি বসন্তকুমার,  
 অপ্রতিভ হয়ে কহে বচন সুধার।  
 “আজি কেন শুনি বারু তব অনামত,  
 “জগদীশে সন্ধ্যোথন করহ সতত।  
 “পুরাণগ্রন্থ হলে উঠে ডাব-রস,  
 “সে গ্রন্থে আজি কেন এমত বিরস।  
 “কত ভক্তি অহুরাগ প্রকাশ পুজায়,  
 “সে কার্যে বিরাগ আজি শোভা নাহি পায়।  
 জীবন তখন কহে য়হ য়হ হাসি,  
 নষ্টা মর-রেখা তার প্রকাশিতে আসি।  
 “শুনহে বসন্ত কহি সুসার বচন,  
 “বোকা ভুলাবার ফাঁদ ঈশ্বরে পুজন।  
 “ঈশ্বরে যদি না পূজি যত মুখদল,  
 “মোর অপযশ দুমি পূরিবে ভুতল।  
 “রহিতে সংসারে হবে মুখদল লয়ে,  
 “তাই হে বসন্ত রহি সতয়ে সতয়ে।  
 “করিবে তাহার তর ঈশ্বরে নিতান্ত,  
 “করিবে অতক্তি ঘোরে ডাবি বুদ্ধিজাত।  
 “ভূষিতে তাদের মন পূজি হে ঈশ্বরে,  
 “ঈশ্বরে ভাবিনা কতু এ মম অন্তরে।  
 “ঈশ্বরে ককতু তর সকল মানব  
 “মজানুঠি মোর এস সিদ্ধ করি সব  
 “মানসবাসনা সুখে না ডরি ঈশ্বরে,  
 “ঈশ্বরের ভয়ে কুঠ নহিব অন্তরে।  
 “মুদিত করিয়া আঁখি যবে বাসি ধানে,  
 “ভাবি যুগ্মরমণীর হৃদয় বরানে।

“করযোড় করি যবে প্রণমি ঈশ্বরে,  
 “বাসারে প্রণাম করি জনিহ অন্তরে।  
 “বামাজাতি পুরুষের” ঈশ্বর সমান,  
 “ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লভি নারী স্থান।  
 “যা কিছু সুখসামগ্রী আছে এতুবনে,  
 “সেটি সে রমণী-রত্ন শুনহ প্রবণে।  
 “বসন্ত হে তুমি অতি নিশ্বাসী আমার,  
 “বন্ধু ভাব অন্যো জ্ঞান নাহি মম আর।  
 “গুঢ় কথা তাই হে তোমায় বলি আমি,  
 “হয় না এসব কথা যেন অন্যগামী।  
 “এরমণী সঙ্গ যাতে হয় সন্মিলন,  
 “উপায় ভাব বসন্ত তাহার এখন।”  
 প্রবণে এসব কথা বসন্ত নিশ্চিত,  
 জীবনে কহে তখন বদন সন্মিত।  
 “ওগো বারু মহোদয় আপনি পণ্ডিত,  
 “তর্ক করা তব সনে না হয় উচিত।  
 “কালেক্ষে বহুল শাস্ত্র করি অধ্যয়ন,  
 “সার্থক করেছে বারু আপন জীবন।  
 “যা কহে পণ্ডিত জনে মুখের তা নীতি,  
 “মুখে অহরূপ করে পণ্ডিত সুরীতি।  
 “আপনার কথা বারু রাখি শিরোপরি,  
 “তব সঙ্গে তর্ক করি কিবা বুঝি ধরি।  
 “না থাকিলে মম পূর্বে পরকালত্তর,  
 “সৌদামিনী সমনারী সনে সহদয়  
 “দিতাম মিলন করি কত যে কেমনে  
 “কহিব এখন তাহা নাহি আসে মনে।

“বা হবার হইয়াছে চারি নাহি তার,  
 “হৃদয় নির্ভয় এবে হইল আমার।  
 “যে আজ্ঞা করিবে বাবু করিব সম্পন্ন,  
 “পরকাল ভয়ে মন মানস আশ্রয়  
 “কখন নহিবে আর কহিলু নিশ্চয়,  
 “মানস করিব সিদ্ধি নির্ভয় হৃদয়।”  
 এত বলি প্রভুস্থানে লইয়া বিদায়,  
 বসিল বসন্ত জনা মিলন উপায়।  
 অপরাহ্ন সমাগত হেরিয়া বসন্ত  
 উঠিল ত্বরিত মন যুক্তি করি অন্ত।  
 নাপিতিনী বাস অব্যবহিত চলে ত্বর,  
 একটী বালক সঙ্গে ভাবি ধরাসরা।  
 বালক বসন্তে কহে কিছু দূর গিয়া,  
 “অই নাপিতিনী বাটী দেখুন চাহিয়া।”  
 এত বলি বসন্তরে প্রস্থান করিল,  
 নাপিতিনী ভবনে বসন্ত উত্তরিল।  
 “নাপিতিনী মাসি” বলি করিল আহ্বান,  
 খুলিল গৃহের দ্বার বাটীদ্বারস্থান।  
 বাহিরিল নারী এক বয়স আদ্ভাজ  
 তিরিশের ন্যূন নহে সঙ্গে নানা সাজ।  
 যৌবন-প্রস্থান তার হরে বিকসিত,  
 নবরাগ ধনে সে গো যদিও বঞ্চিত  
 তথাপিও মাধুর্যের কিছু আছে শুঁড়া,  
 সুরমা হর্ষ সে বধা হইলেও বুড়া  
 থাকে অধিকার করি কিছু অশোভন,  
 হেরিয়া বাহ্যারে ভাব কতই নূতন

উঠে বলি মনাকোশে ; যথার্থ তেমনি  
 নব ভাবোদয় হয় ছেরি এ রমণী ।  
 মাজামাজা বর্ণ টুকু উজ্জ্বল শ্যামল,  
 সে সৌন্দর্য কাছে কোথা গোউর উজ্জ্বল ?  
 বদনমণ্ডল তাঁর করে ঢল ঢল,  
 পূর্ব সৌন্দর্যের এবে পরিচয় স্থল ।  
 অপাঙ্গের ভাব তার হায় কি সুন্দর,  
 বশীভূত করে যাহা যুবক অম্বর ।  
 এককালে মনোহর হুটী পয়োদর,  
 তুলি শির গরিমায় র'তো নিরন্তর ।  
 স্বভাব বক্ষ কুলনি এবে গেছে তার,  
 সৌভাগ্য সুধাংশু অন্ত হয়েছে যাহার ।  
 তাই তারা নতশিরে হ'য়ে স্রিয়মাণ,  
 নিজ অঙ্গ বাসে ঢাকি রাখিয়াছে মান ।  
 এহেন রমণী এক বসন্ত-সন্মুখে,  
 দাঁড়াল ভজিমা করি হাসি হাসি মুখে ।  
 দাঁড়াল শরীর তার হেন ভজি করি,  
 দর্শকের মন যেন লইবেক হরি ;  
 ক্ষৌরিকবধূরে ছেরি বসন্ত কুমার,  
 মস্তাবি কহিল জায় বচন সুধার ।  
 “ওগো নাপিতিনী মাসী দয় তব সনে,  
 “আছে গুপ্ত কথা কোন কহিব গোপনে ।  
 “অতএব চল বসি তব দরজায়,  
 “গুপ্ত কথা কহী নর বসিয়া রান্তায় ।”  
 শুনিয়া বসন্তবাক্য নাপিতিনী কয়,  
 “অনাধিনী বাসে আজি টাদের উদয় ।

“অনাধিনী নাপিতিনী সনে তব কথা,  
 “পণ্ডিতের সঙ্গে করি রাখালের যত্ন।  
 “যার মুখ দেখি আজি উঠিয়াছি প্রাতে,  
 “নিভা তার মুখ আমি দেখিব এভাতে।  
 “কি কথা আছে গো বারু তব মোর সনে,  
 “চৌকি আনি দিই বৈস, কহন গোপনে।  
 “এ পথে কদাচ লোক বাতায়াত করে,  
 “কহন কি কথা আছে নিঃশব্দ অন্তরে।”  
 এত বলি নাপিতিনী বাটী-অভ্যন্তরে,  
 চলিল চৌকি আনিতে সহস্র অধরে।  
 কোরিকবধুর কেন, হে পাঠক জন,  
 বসাতে বসন্তে ঘারে না সরিল মন,  
 অবশ্য বুঝেছ ভাবে সন্দেহ সে নাই,  
 বেদে সে স্নানক ভাল চিন্তে সর্প-হাই।  
 শশবাস্ত নাপিতিনী প্রবেশিয়া ঘরে,  
 কার সনে কহি কথা যেন গৃহস্থরে  
 বাহির করিল চৌকি দাঁড়িল শিকল  
 গৃহঘারে, বুথে তার হাসি খল বল।  
 সচরিতে নাপিতিনী আনি চৌকি দিল,  
 বসিয়া বসন্ত তাহে পুরে সজাবিল।  
 “ওগো মাসি শুন শুন জিহ্বাসি তোমার,  
 “(পরকর্ণে শুণু কথা নাহি যেন যায়)  
 “মোহন শুধনে তব আছে বাতায়াত ?  
 “চিন কি মোহন-নারী কই গো পল্লভাৎ।  
 “কেমন স্বভাব তার বিবরিয়া কহ,  
 “ওগো মাসি বল বল বদাগি জানহ।”

কহে সে কোঁকিলবধু মুচকিয়া হাসি,  
 হুহু হুহু মধু বাক্যে বসন্তে সম্ভাষি ।  
 “ওগো বাবু মহোদয় মোহন-ভবনে,  
 “সদা করি ষাতারাত জানি পূরজনে ।  
 “মোহন-রমণী সহ ক্বাহে পরিচয়,  
 “কি গুণ তাহার কব ওগো মহাশয় ।  
 “যেগুণে দক্ষের গৃহে পতিনিষ্ঠাতরে,  
 “তাজিল সতী গো দেহ নির্ভয় অন্তরে,  
 “যে গুণে জানকী নিজ পতিভক্তি তারে,  
 “পতিসঙ্গে বনবাসে গেলা কৰ্ম্মান্তরে ;  
 “যে গুণে লক্ষ্মীর এত ভাবে সমাদর,  
 “যেই গুণে সরস্বতী পূজে সৰ্ব্ব নর ,  
 “সে সর্বের গুণ তাহে রহে উজ্জলিয়া,  
 “সে গুণ বলিব আমি কেমন করিয়া ।  
 “যে গুণে রমণী জাতি মানবের ছীরা,  
 “সেই গুণে বিভূষিতা এইগো সুধীরা ,  
 “যে গুণে রমণী হয় নর-কণ্ঠহার ,  
 “সেই গুণে সমুজ্জ্বল অন্তর ইহার ।  
 “বাগানে পুকুর জাতি যত নারী-গুণ,  
 “বসি কহ যদি তায় করে লক্ষ গুণ,  
 “তবুও তাহার গুণ না হয় বর্ণন,  
 “আমি নাশিতিনী তাহা বলিব কেমন ।  
 “কুলবাল্য সীমী নারী কথা মুখে ভব,  
 “শরীর শিহরে শুনি আর কিবা কব ।”  
 নাশিতিনী-কথা শুনি বসন্ত-বদন  
 হলো লান—রবিতেজে কুহুদ যেমন ।

ক্ষুরেনা বদনে বধু হলে। “যেন সুখ,  
 শিশু-জামা হয় যখন পৈলে তার ডুক।  
 চালাকি ঢাকন দিয়া বদনে তাহার,  
 কহে কথা অবশেষে বসন্ত-কুমার।  
 “কহিছ তুমি যা তাহা পারে সভা হ’তে,  
 “পড়েছি বিপাকে বড় কহিব কিমতে।  
 “আমাদের এক বাবু হেরি মে কামিনী,  
 “পাগলের প্রায় ভাবি দিবস যামিনী।  
 “যদি না তাহার সনে হয় সন্মিলন,  
 “নিশ্চয় বধিবার বাবু আপন জীবন।  
 “অতএব ওগো মাসি ইহার উপায়,  
 “করিতে হইবে তব কহিছি তোমার।”  
 শুনি নাপিতিনী-বউ দিল কাণে হাত,  
 বসন্তে সস্তাষি কহে তাহার পশ্চাৎ।  
 “ওগো বাবু মহাশয় আর বোলো নাই,  
 “আমি মে কেমন মেয়ে জানেন গোঁগাই।  
 “বয়স হলে যে এত বলুক দেখি কেহ,  
 “আমার চরিতে কাক আছেগো সন্দেহ।  
 “অনাধিনী নাপিতিনী থাকি একাকিনী,  
 “উদর পূরি গো খাটি দিবস যামিনী।  
 “প্রণয়ীর প্রেমভঙ্গ মম কর্ম নয়,  
 “আপনি বলিয়া তাই রক্ষা মহাশয়।”  
 কবি কর ভাল ভাল খোল দেখি সোয়,  
 হাতে মাল বলে চোর “নহি আমি চোর।”  
 বসন্ত হুরিয়া মর্ম টাকা-মুটাকরা,  
 দিল নাপিতিনী-করে সর্বদোষহরা।

হেরি রৌপ্যচন্দ্র-মুখ নাপিতিনী মন,  
 হলো অধীভূত ননী তপনে যেমন ।  
 না হইল কেন অব নাপিতিনী-মন,  
 গলাতে মানব মন কি আছে এমন ?  
 অধীমন অব করে পূর্ণ অধাকর,  
 অধীমন অব করে ভূত মধুস্বর,  
 কিন্তু রৌপ্যচন্দ্র-মুখ মিঠাল যেমন,  
 কি অব্য হাছে ভুবনে মিঠাল এমন ?  
 যে পামরে কোন অব্য অব নাহি করে,  
 মুদ্রা কণু কণু স্বরে তারো মন করে ।  
 কিসে মতা মিথ্যা করে ? মিথ্যা সত্যসম ?  
 কিসে ধর্ম অধর্ম ? অধর্ম ধর্ম ?  
 এ প্রশ্ন উত্তর দিতে চরহ ত নর,  
 দোবহর-রজত-চন্দ্রমা প্রীতিময় ।  
 কপটাদ-বদন করিয়া নিরীকণ,  
 নাপিতিনী শির নত না সরে বচন ।  
 চাতুরীবসনে ঢাকি তাহার বদন,  
 বসন্তে মুচকি হাসি কহিছে তখন ।  
 “কি বলিব ওগো বাবু তব সন্নিধানে,  
 “এক জন ধনী কষ্ট পাইছেন প্রাণে ।  
 “প্রাণ দিয়া উপকার করিবারে হয়,  
 “মোর অপঘণে বল তবে কিবা ভয় ।  
 “বাহাতে তাঁহার হয় পূর্ণ মনোরথ,  
 “করিব উপায় হেম করিষু শপথ ।”  
 বসন্ত তখন কহে “শুন ওগো হাসি,  
 “হলো তুষ্ট প্রাণ শুনি বচন হিতাঙ্গী ।

“মোহন-ভবনে তব এখনি গমন

“করিতে হইবে ওগো শুনহ বচন।

“চনিহু এখন আমি আপন বাসায়,

“সন্ধ্যাকালে আমি আসি ডাকিবো তোমা;

“যদি তুমি কার্য্য সিদ্ধ পার করিবারে,

“হুই শত টাকা বাবু দিবেন তোমারে।”

এতেক কহি বসন্ত করিল গমন,

হলো উচাটন অতি নাপিতিনী-মন।

একমিকে অর্থলোভ অনাদিবে ভয়,

আকুল করিল অতি তাহার হৃদয়।

কহে কথা নাপিতিনী নিজ মন-মানে,

“বিষম বিপাকে আমি ঠেকিহু একণে।

“পতিব্রতা সতী অতি মোহন-রমণী.

“কহিব এসব কথা না জানি কোনি।

“অথবা আশ্রয় কিবা দিয়া প্রলোভন,

“হরিতে তাহার মন করিব যতন।

“যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় লভিব রতন,

“না হইলে কার্য্যসিদ্ধি ভয় কিবা মন?

“টাকা দল হলে লাভ আমার এখন,

“মিবে কি এ টাকা হ'লে বিকল যতন।”

সাত পাঁচ ভাবি নাপিতিনী গিয়া যবে,

পরিধিল ধৌতবাস অতীব সজ্বরে।

দাঁতডরা কানমিসি গাছডরা পান,

অলস চুপুড়ি করে হেরি কাড়ে প্রাণ।

চলিল দামিনী শীত (নাপিতিনী নাম)

হুই নধু হাশু আগুে তার অবিরাম।

ঘোমটা টানিয়া অধাধরিয়া দর্শনে,  
 দর্শকে কটাক্ষবাণ হানিয়া সঘনে :  
 ভ্রষ্টতার পীরাকাষ্ঠা করিয়া প্রকাশ,  
 সলিল দামিনী, তরা মোহন-আবাস।  
 হে পাঠক সজ্জদয় শুনহ বচন,  
 ঘোমটায় সুবিস্মায় না কর কথন।  
 ঘোমটা বলিয়া যারে কর সম্বোধন,  
 ঘোমটা তো নহে সে যে চাতুরী ঢাকন।  
 শব্দগুণ অভাস্তরে রমণী-নয়ন,  
 মনে করি জেনৌ স্ত্রে পুরুষ-শমন।  
 ঘোমটা তো নহে সে যে ঈশ্বরাক্ষবাস,  
 ভ্রষ্টতা হস্ত ঢাকিতে হেরা ঘোরা বাস।  
 উপস্থিত নাপিতিনী মোহন-ভবন,  
 “কোথা গো বড়র মেয়ে” পরে সম্বাধন।

মোহিনী স্কন্দরী হেথা বসিয়া বিজনে,  
 নিগূঢ় আছিল। রামায়ণ অধায়নে।  
 রামায়ণে সেই অংশ পড়িছে কামিনী,  
 যথায় অশোক বনে জনক-নন্দিনী  
 বৈষ্ণিতা রাক্ষসীগণে মলিনবদনা।  
 ব্যাজী মাঝে যুগী যেন রাঘব-বাসনা।  
 জানকী-হুঃখ-কাঙ্ক্ষা করি অধায়ন,  
 মোহিনী-অন্তর ঘোর বিগাড়ে যগন।  
 নবনীত সম মর বাহার কোমল,  
 তার হৃদে পরহুঃখ যেন রে অনল।  
 কমলিনী পক্ষে হয় কটক যেমন,  
 পরহুঃখ কোমলার অন্তরে তেমন।

পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রু-নীরে ভাসে,  
 সীতাহুঃসহ সহ নিজ বিবাদ প্রকাশে ।  
 “ওগো মা জানকি সতী রমণীমণ্ডলে  
 “রমণীর শিরোমণি তুমি ধরাতলে ।  
 “তব হুঃসহ সনে নিজ হুঃসহের তুলনা,  
 “করিলে পলায় হুঃসহ ইন্দুনিভাননা ।  
 “স্বামীর বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়-মাঝারে,  
 “পুনঃ শত্রুপুরে বাস পারাবার পারে ;  
 “মধ্যে মধ্যে চেড়ীদের কথার মন্ত্রণা,  
 “মধ্যে মধ্যে দশাশ্বেদ্য কাম-উল্লীপনা ;  
 “কতই যে ধৈর্যগুণ আছিল তোমার,  
 “তার কিছু অভূতাব্য হরনা আমার ।  
 “লক্ষ্যশের এক অংশ তব ধৈর্য দেখে,  
 “মম ক্লেশ হবে দূর আছে কি সন্দেহ ।”  
 এমন সময় দামিনীর বাক্যস্বর,  
 পড়িল মোহিনীর শ্রবণ কুহর ।  
 সুপোষিত দাক্ষিণ্য উঠিল মোহিনী,  
 দেখিল সম্মুখগানে দাঁড়ারে দামিনী ।  
 দামিনীয়ে হৃদ্য বাক্যে করি সম্মুখণ,  
 কহিল মোহিনী ধনী প্রক্লিষ্ট মন ।  
 “এসো দামিনী বউ এসো কিছুক্ষণ,  
 “বহু দিন দেখা নাই বল কি কারণ ।”  
 দামিনী তখন কহে উৎসুক প্রকাশি,  
 “নারি গো দেখিতে ক্লেশ যারে ভালবাসি ।  
 “যে অবধি কর্তব্যারু গেছেন প্রবাসে,  
 “আসিলে এ বাসে মম চক্রে কার্য আসে ।

“এ হেন যৌবন তরু প্রফুল্ল কমল,  
 “যৌবন - প্রহ্নন - মধু করে টল মল ।  
 “এ দুঃখ করিব কারে, তাহে নাই অলি,  
 “ছত্যাণ উপন মধু শুষিছে কেবলি ।  
 “কর ক্রোধ কি করিব যদি বলি আমি,  
 “অতি অরলিক জন হন তব স্বামী ।  
 “ছিটা ফোটা রস বোধ থাকিলে তাঁহার,  
 “এমন নারী তাজিতেইচ্ছা হয় তাঁর ?”  
 পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া অবণ,  
 মোহিনী তখন কহে সম্বাসিত মন ।  
 “ওগো নাপি তিনি নিন্দা না কর নাথের,  
 “সকলি জানিবে মম অদৃষ্টের ফেব ।  
 “মম প্রেমমত ওগো দয়ার নাগর,  
 “নাহি কর নিন্দা তাঁর না জানি অন্তর ।  
 “সহিতে সকল কষ্ট পারি এ ভুবনে,  
 “নাথের নিন্দা শুনিতে না পারি অবণে ।”  
 দামিনীর মুখে আর ক্ষুরে নাহি বাক  
 মোহিনী ভাঙ্গিয়া দিল নাপিতিনী জাঁক ।  
 বহু কষ্টে মুখে তার কথা বাহিরিল,  
 মোহিনীরে এই রূপে পরে সম্বাসিল ।  
 “স্বামী মোর বর্তমানি জাছিল যখন,  
 “তাঁর নিন্দা শুনি কর্ণে জ্বলিত অবণ ।  
 “বৎসরেক হুলো গাত হইয়াছে কাল,  
 “এবে নিন্দা শুনি তার হা পোড়া কপাল ।  
 “জন্মে কি ক্রোধ অন্তরে ? ক্রেশ দিনকত,  
 “কোথা রহে সেই ক্রেশ পৈলে মনোমত

“রসিক পুৰুষে বল, হৃৎ বিগুণিত  
 “হয় অন্য সঙ্গে প্রেম হলে সংঘটিত ।  
 “অপর পুৰুষ সহ প্রেম যে নারীর  
 “নাহি, ওগো, জেনো তার বিকল শরীর ।  
 “সেজন প্রেমের ধার কছু নাহি ধারে,  
 “প্রেম কি অমূল্য ধন নাহি জ্ঞান তারে ।  
 “আরো দেখ তব হৃৎ নাহি যে ডাবিল,  
 “তার সনে প্রেমালাপ কিবল হইল ।”  
 দামিনীর কথা শুনি মোহিনী হৃদয়ী,  
 কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে ধর ধর ধরি ।  
 কহিতে যাঁইয়া কথা কথা নাহি ক্ষুরে,  
 তর্জন করিয়া কহে ক্ষৌরিকবধুরে ।  
 “ওলো দুহুতা ত্রুটামতি তোরলো এমন,  
 “কছু নাহি জাতিতাম জানিমু এখন ।  
 “মিষ্ট কথা কহি তুচ্ছ করিতে অন্তর,  
 “মুখে মধু হলাহল অন্তর ভিতর ।  
 “দূর হ'লো বাণী হ'তে ভাল যদি চাও,  
 “খলুরে কহিব যদি কণেক দাঁড়াও ।”  
 পলাবার পথ নাহি পার ন্যাসিতিনী,  
 দূরে গেল বাক্জাল ভজাতে মোহিনী ।  
 উপস্থিত একবারে আদি নিজ ঘরে,  
 দেখিল বসন্তে বসি রাস্তার উপরে ।  
 দামিনী বসন্তে দেখি ক্রোধে হুলে প্রাণ,  
 কহে কথা কাদি কাদি তার সন্নিধান ।  
 “ওগো বাবু তব তরে কত দুঃখ সহি,  
 “সে দুঃখ কহিতে মুখে কথা সরে কই ।

“পরের ইচ্ছা সাধিতে, সুমিষ্ট প্রহার,  
 “হলো ভাল দেখ বাবু পৃষ্ঠেতে আমার ।  
 “কি কহিব নারী জাতি দেখাবার নয়,  
 “নতুবা বসন খুলি বাবু মহাশয়  
 “দেখাতিম পৃষ্ঠদেশে প্রহারের চিহ্ন,  
 “হইয়াছে ভয় ছাড় মাংস ছিন্ন ভিন্ন ।  
 “আমি জানি সতীলক্ষ্মী মে-হন-রমণী,  
 “তার সমা পতিব্রতা কে আছে অবনী ?  
 “বুদ্ধিমতী সে যুবতী কথা বুকে ঠারে,  
 “প্রলোভনে ভুলে, সে কি বলোণো আমারে ।”

এত বলি বসনেতে আনরি বদন,  
 আরস্তিল নাপিতিনী করিতে ক্রন্দন ।  
 বলিহারি ও সুন্দরি হোমার কান্নার,  
 ভুলাতে বসন্তে কর কতই উপার ।  
 নাহি লবে টাক ফিলে সে শব্দা সে নাই,  
 কেন কর অজ্ঞপাত বলি আমি তাই ।  
 দামিনীর কথা শুনি বসন্তকুমার,  
 পড়িল নৈরাশ-হ্রদে কথা নাহি আর ।  
 ধীরি ধীরি উপস্থিত আপন বাসায়,  
 কহিল নিজ প্রভুরে কথা সমুদায় ।  
 জীবন এ সব কথা করিয়া অবগ,  
 বিষাদে মানস তার হইল মগন ।  
 পাগলের প্রায় চাহি বসন্তের পানে,  
 কহিতে লাগিল কথা সুল্লাস বয়ানে ।  
 “ওহে সখা তার দেখা পাইব কেমনে,  
 “করছ উপার ছেন বাঁচি না জীবনে ।

“সে সুন্দরী প্রাণ কাড়ি লৈয়েছ আমার,  
 “প্রাণছাড়া হইয়াছে মম দেহাগার।  
 “শূন্যদেহ হইয়াছে, রব কত দিন,  
 “জীয়ে-কি জীবনশূন্য সরে কতু মীন।”  
 বসন্ত তখন কহে “বাবু মহাশয়,  
 “সে ভার আমার রহ নিশ্চিন্ত হৃদয়।  
 “মিলাইয়া তার সঙ্গ স্নেহ আমি দিব।  
 “কোন্ সতী সে সুবতী নয়নে দেখিব।”  
 হে পাঠক, বসন্তের হৃদয়-গগনে,  
 পাপ রূপ চিন্তা-রাজ ভ্রমাল একগে  
 সমুদিত প্রাণিবারে সতীত্ব-তপন;  
 উজলি যে মোহিনীর দানস-গগন  
 চির মরি রহিয়াছে; মুখচন্দ্র তার,  
 সতীত্ব তপন কাছে আশ্রয় লজ্জার।  
 রমণী-বদন সহ চাঁদের তুলনা  
 হয় হে যদ্যপি সুধি তবে কি বলনা  
 সতীত্ব-রতন সহ উপমা রবির,  
 প্রদানিলে উদ্ভাটিবে স্বদেশ কাবির?  
 পাতিব্রতা দিনমণি যে ক্ষুদ্র গগনে,  
 কেবা চাহে তার পানে লম্পট লোচনে?  
 কাহিক সৌন্দর্য পূর্ণ রংগী আনন,  
 আন্তরিক জ্বলমার সতীত্ব রতন  
 সম্পূর্ণ পূর্ণিত জেনো; যথা দিনকর,  
 শর-সম-তীক্ষ্ণ করে দেখে কোন্ নর?  
 যথার্থ তেমনি কে চাহে সতীর পানে?  
 দেহ দহীভূত করে বলমে বয়ানে।

বসন্ত-হৃদয়াকাশে দেখি-পাপ রাহ,  
 দিনমণি সঙ্কোচিয়া শত রশ্মি-বাহু  
 কাঁদিতে কাঁদিতে দিলা-রক্তাকরে কাঁপ,  
 ধরিয়া রক্তিম। বর্ণ পেয়ে মনস্তাপ।  
 দিবস বিয়স মুখে করিল প্রস্থান,  
 বায়ুচর পলাইল নিজ নিজ স্থান।  
 গগন তারকারূপ মেলিল লোচন,  
 নিরখিতে বসন্তের পাপাক্রম মন।  
 সমীরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে রহে,  
 বসন্ত মনন জাত হয়ে গুরে বহে।  
 দুঃখ ভার সমাচার কহে তরুণে,  
 ঝর ঝর শব্দে তক নিযুক্ত ক্রন্দনে।  
 মেলিল তাহার। তাই সহঅলোচন,  
 খদ্যোত নয়নরূপ করিয়া ধারণ।  
 তিমির গম্ভীর ভাব করিয়া ধারণ,  
 সাহায্য করিতে এলো বসন্ত মনন।  
 বসন্ত-বাসনা যে হে কিবা ভয়ঙ্কর,  
 অবগ করিলে হৃদি কাঁপিলে অন্তর।  
 না জানি কেমনে আমি করিব বর্ণন,  
 শরীর শিহরে উঠে কম্পিত জীবন।  
 করিবারে আত্মাধনা কপোনাসুন্দরী,  
 প্রার্থনা করি পাঠক তব কর ধরি  
 কণকাল ; পুর হৃদয় দয়া প্রকাশিয়া,  
 এ অবধি দেখা শুনা তুল আশ্বাসিয়া,  
 হয় না হে শেষ যেন ; ধৈর্য তোমার  
 নিঃশেষিত করিয়াছে দেখনী আমার।

ସାମିନୀ ଅକ୍ଷହାରିଣୀ କୋଡ଼େ ବିଦ୍ରା ଖିନ୍ନା,  
 ଦୈର୍ଘ୍ୟାଧାର ପୁର ହୁଅି ନବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିନ୍ନ ।



# ষষ্ঠসর্গ।

"The cloud-capped towers, the gorgeous palaces  
The solemn temples, the great globe itself,  
—yea, all which it inherit shall dissolve"

The Tempest

আগত প্রার্টকাল, গগনমণ্ডল  
কাল কাদম্বিনী ঘেরি এই ভবস্থল  
করিল 'আধারময়; হেমন্ত উদয়  
হলো। যেন স্বর্গস্থলে, কুহেলিকাময়  
গগন প্রাকণ ভূমি কাদম্বিনী রূপে,  
মোদের জলদকুল কুয়াসা স্বরূপে  
দেবের প্রতীয়মান, স্বর্গসরোবরে,  
দিকসিত কমলিনী স্খাংশু আকারে,  
হলো। বুঝি শুধু তাই দেখা নাই যায়,  
নক্ষত্র কমল কলি; অন্তর্হিত তায়।  
কাদম্বিনী দীর্ঘাঙ্গিতা নলিনী সোঁড়াগো।  
রোধিল রবির পথ দাঁড়াইয়া। আগে  
বুঝি তাই দিতে দৌছে বিরহ-যাতনা  
দীর্ঘাঙ্গিতা কারিত্বীর, এমনি কামনা।  
দিবসে রজনী, এম এমনি আধার,  
বরষার বরষণ বড়ই মজার।  
কার পক্ষে? সজতিসম্পন্ন যেই জন,  
রমণী-রউন পুঙ্গু মনের মতন:  
যদি ঘুটে ভাগো তার সোহাগা সোণার,  
এ স্থখের সম্মুখ কোথায় ধরার?

ঝন্ ঝন্ মুক্তি হয় অবগ জুড়ান,  
 তকন ঘোবনা নারী শোভে কাছে তার  
 গুড় গুড় ডাকে মেঘ ঢালে গুড় কাণে,  
 ঝর ঝর ঝরে জল ফুলশর হানে ।  
 তড় তড় তড়ে তোর তকর পাতার,  
 কড়মড় কড়ে বাজ দম্পতী রসায় ।  
 স্নগার দাম্পত্য-সুখ অসার সংসারে,  
 উথলে বরষাকালে প্রেম-পারাবারে ?  
 লক্ষ্মীমন্ত দম্পতীর মিঠে বর্ষাকাল,  
 দরিদ্রের বর্ষাকাল কি বল ভয়াল ।  
 পর্ণের কুটীরখানি তাহে ছিন্ন শত,  
 টুপ টুপ পড়ে নীর তাহে অবিরত ।  
 বসন ভিত্তিরা যায় বরিষণ জলে,  
 নিদ্রা নাহি হয় যরি আর্জ কুমিতলে ।  
 ভিক্ষার্থে বাহির হ'য় বড়ই হুঙ্কর,  
 ঝন্ ঝন্ মুক্তি হয় কক দার ঘর ।  
 কদমে পূর্ণিত পল কার সাধা চলে,  
 বাহিরিলে ভিজ্ঞে অঙ্গ বরষার জলে ।  
 বহু কষ্টে এক মুক্তি যদি ভিক্ষা জুটে,  
 উনন ভিজিয়া যরি ভিজ্যাকর্ষ, দুটে,  
 কুংকারিতে কুংকারিতে চলে নীর করে,  
 অর্জ সিদ্ধ অঙ্গ তাহা জুটেনা উদরে ।  
 যজ্ঞার সংসার এই সুখ-দুঃখ-ময়,  
 এক চক্রে খেল হাসি অজ্ঞ অজ্ঞে বয় ।  
 এক পার্শ্বে শ্রদ্ধকর সুগন্ধি চন্দন,  
 অন্য পার্শ্বে বিষ্ঠা গন্ধে যার রে জীবন ।

এক পাশ্বে সৃজন-কৌশলে স্তব্ধ মন,  
 অন্য পাশ্বে বিশৃঙ্খলে কান্দায় জীবন ।  
 আগত বরষাকাল ধরাপূর্ণ জলে,  
 যে পাশ্বে ফিরায় আঁধি নীর টলমলে ।  
 সুরধুনী পূর্ণকার স্রোত ধরতর,  
 গৈরিক বরণ নীর পানে মানিকর ।  
 জুয়ার বহিছে জোরে ; হুইতে দক্ষিণ  
 বায়ু বহে বেগবান তরী ছুটে মীন ।  
 তরণী বিশেষ এক ছুটে পাল ভরে,  
 দাঁড়ি চারি জন বসি মাঝি হাল ধরে ।  
 ভিতরে দুইটি নর, তার এক জন,  
 বামেতরে দিয়া গও সূউদার্স মন ।  
 নয়ন জাহ্নবী তীরে আছে সংলগন,  
 উত্তরে কোম্পাসহুটী থাকে রে যেমন ।  
 জনকের মন কিষা থাকয়ে যেমন,  
 যবে দারা স্তত ফেলি বিদেশে গমন ।  
 কি দেখিছে তরীস্থিত সচিব্রিত নর  
 অনিমিষে ? নাহি যেন শরীরে অন্তর ।  
 প্রকৃতি-সুন্দরী শোভা স্রোতস্বিনীতটে ।  
 কার চাক শোভা হেন কহ অকপটে ?  
 কোথাও পাদপুষ্পেণী নদীতটে শোভে,  
 যে মাধুরী দূরীকৃত করে মনকোভে !  
 কদম্ব কুসুম কোথা রহে বিকসিত,  
 যাহার সৌন্দর্য্য ছেরি মন প্রকুলিত ।  
 সূচাক সৌরভ তার কাড়িয়া পবন,  
 পৃথীসতী প্রীতি করে আদরে অর্পণ ।

চক্ষুধর্ণি রূপ অলি সেই মানবের,  
 পুষ্প গন্ধে হরে অন্ধ উড়ি কুহুমের  
 উপরে বলিতে আছে সুধু যত্ববান,  
 সে আশ্বাসে অনিমিবে আছে যতিমান।  
 কেতকী কুহুম কোথা আছে বিকসিত,  
 সু-সুরতি চারিদিক করি আশোদিত।  
 কেতকী কুহুমসহ বারবনিতার,  
 অতীব সে উপযোগী উপমা দিবার।  
 কেতকী কুহুম গন্ধ, বারাদনা স্বর,  
 পৃথ্বী আমোদিতকারী টানে অলি, নর।  
 পড়িলে হুঁহার কাঁদে হুঁহ কাঁটা নয়,  
 জীবন ভুঞ্জিতে গিন্না স্বজীবন নয়।  
 কামিনীকুহুম কোথা শোভে তকমর  
 বাহার আজ্ঞাণে হৃদিগামি দূর হয়।  
 কামিনীকুহুম তক, বিধবা তকণী,  
 তুলনায় লম্ব দৌছে এই বদে, গুণি।  
 কামিনীপাদপ নাহি হতে কুহুমিত,  
 হুই চারি দিন বধো মৌলবা বর্জিত।  
 তেমনি বজ্রবর্ণী যৌবন সময়ে,  
 হুই দিন শুধে কাটী পতির হৃদয়ে  
 পরে পতিব্রতসহ বিশুদ্ধ বদন,  
 যৌবন অকুর শুক বর্জিত শোভন।  
 কোন তকবরে বসি বিহঙ্গমগণ  
 মধুস্বরে লীনকরে প্রফুল্লিত বন।  
 কোন তকবর-পদে জাহ্নবীর জল,  
 পরশি কি বলিতেছে করি কল কল।

কি বলিছে ? যদি হে পাঠক সজ্জন  
 জিজ্ঞাসা কর আমারে শুন সমুদয় ।  
 “ওহে” তববর তুমি নাহও হুঃখিত,  
 “যদি হে দর্পণ তব এবে, কলুষিত।  
 “লতিকা-দগ্নিতা-গ্রীবা করিয়া গ্রহণ,  
 “পড়িয়াছ নত হয়ে দেখিতে আনন  
 “জাহ্নবী-জীবন রূপ কলুষ দর্পণে,  
 “কেমনে দেখিবে স্পষ্ট তোমার শোভনে !  
 “আত্মক বসন্ত, পুনঃ কুসুম-ভূষণে  
 “সুশোভিত হ’লে মুখ বিমল জীবনে  
 “(তোমার দর্পণ চাক) দেখো হে প্রমোদে,  
 “বাড়িয়া অসুরাগ বাড়িয়ে আমোদে।”  
 প্রমঞ্চক যথা কহি মধুর বচন,  
 সরস স্বভাবাপন্ন মানবে বঞ্চন  
 করি অনায়াসে নিজ কার্যসিদ্ধি করে,  
 তেমনি জাহ্নবীজল সেই তববরে  
 (গরল অন্তর যার) কহি মিঠা কথা,  
 সমূল নির্মূল তরে কামনা সর্বথা ।  
 যারে মধুরী কোথা নীরদ-নির্বোধে,  
 প্রাণি-কুর পুঙ্খ ধরি ব্রিতরে সন্তোষে ।  
 জলহীন সন্তোষে কোথা দেয় সন্তরণ,  
 দেখিয়া তাদের হৃদ সন্তক জীবন ।  
 নূতন জীবন পোয়ে কোথা ভেকগণ,  
 উচ্চৈঃস্বরে রখা করে প্রমোদে সগুন ।  
 ভাগীরথী তীর কোথা হুঁ বালিময়,  
 যেতবর্ণ প্রীতিকর জড়ায় হৃদয় ।

তহুপরি পাড় "উচ্চ পূর্ণ দৃকাদলে,  
উচ্চ তরুণ পরে পূর্ণিত শ্রামলে।  
উচ্চতর তরুদল শোভে তারি গীরে,  
তাল নারিকেল শির শোভে সর্বোপরে।

ক্রম-উচ্চ কাষ্ঠাসন অত্রীব সুন্দর,  
শোভিত থাকয়ে যথা নগরাভাস্তর;  
বকৃত্য প্রবণ জনা সুসভ্য প্রদেশে,  
জনশ্রেণী শোভে যথা সুশোভিত বেশে।

প্রকৃতি সুন্দরী যেন তেমনি আসন,  
গঠনিল সুকৌশলে "দিয়া তরুগণ।

তহুপরি নানা জল বসি স্বর্ষমন,  
জালুবার কলকল মিঠাল বচন  
প্রবণ করিছে সবে একাগ্র হইয়া,  
সুধধুনী-সুবকৃত্য শুনে মন দিয়া।

"ওহে বিহঙ্গম, কীট, পতঙ্গ নিচর,  
"জমিয়াছি বহুদেশ হতে হিমালয়।

"দেখিয়াছি বহু জন্তু-স্বভাব, আচার,  
"মানবের মত কিন্তু নহে রীতি কার।

"সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি হিংস্র জন্তুগণ।

"তরুণ বটে এরা এই সে ভুবন।

"মানব মতন কিন্তু কীট কেহ নয়,

"কোথা লাগে সিংহ ব্যাঘ্র ? পার পরাজয়।

"ব্যাঘ্র, সর্প আদি জন্তু এরা বটে বল,

"মানবের মত বল নাই ভূমণ্ডল।

"জিব্রিকি কাহার এরা দেখিবারে পারে,

"অন্ত পরে কিবা কথা মোদের জাতারে

- “বিপদে ফেলিতে করে মতত যতন,  
 “সমধিক বুদ্ধিমান হলে সেই জনু।  
 “সমধিক অর্থ উপার্জন যদি করে,  
 “ঈশা উছলিয়া উঠি ধরে না অন্তরে।  
 “ঈশা পরবশ হয়ে তাহার ধংসন,  
 “একাগ্র মনসে করে সদা অবেষণ।  
 “অপরের কাছে তার সদা নিন্দা করে,  
 “বিপদ হইলে সুখ ধরে না অন্তরে।  
 “জাল, জুরাচুরি, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা,  
 “শঠতা, লাল্পট্য দোষ, বীভৎস কামনা,  
 “ডাকাইতি চৌধুরতি, আর কপটতা,  
 “তাঁড়াবি, ভণ্ডামি আর নষ্টামি, ধূর্ততা;  
 “ইহা ভিন্ন আর আর যত দুশ্পুরতি,  
 “আছে অধিকার করি মানব প্রকৃতি।  
 “বরঞ্চ বিশ্বাস কর ব্যাত্ত, ভুজঙ্গম,  
 “না কর বিশ্বাস নরে বর্জিত ধরম।  
 “সত্যপ্রিয় বলি করে উপলব্ধ হয় ?  
 “মিথ্যা ভিন্ন নাহি জামে তাহার হৃদয়।  
 “সরল স্বভাবাপন্ন জান কর কারে ?  
 “তার মত বজ্র যনু নাহিক সংসারে।  
 “দয়াবান্ বলি কেহ দেখায় অন্তর ?  
 “দয়া যে কেমন অব্য না জানে সে নর।  
 “কেহ দানশীল বলি দেখায় প্রোমায় ?  
 “দণ্ডবৎ করি দানশীলতার পায়।  
 “অপর কামিনী কেহ নাহি জান করে ?  
 “ললপট তাহার সম কোথা পৃথীপরে।

- “বান্ধব বলিয়া কেহ দেখায় তোমার ?  
 “শত শত দণ্ডবৎ বহুতায় পায় ।  
 “হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ কাহার ?  
 “পুষ্প মিশ্রে আছে তার তীক্ষ্ণ খুর ধার ।  
 “সংক্ষেপে অবগণ কর—দেখাবে যে রীতি,  
 “অবশ্য তাবিবে তাকে তার বিপরীত ।  
 “ধর এই কথাগুলি তব হৃদি মাঝে,  
 “জীকমে যদিম জীব লাগিবে হে কাজে ।  
 “দেখিছ কোণার কেহ বাইতেছে নর,  
 “সহজ করের তার থেকে হে অন্তর ।  
 “এমনি মানব জেনো, হইয়া মানব,  
 “মানবের প্রাণহিংসি অতীব উৎসব ।  
 “গোষ্ঠের বরণ জাতি শ্যাম বর্ণ নরে,  
 “মানব বলিয়া তার জ্ঞান নাহি করে ।  
 “শ্যাম বর্ণ নর পুনঃ গৌর-বর্ণ নরে,  
 “স্মার্মিলে অস্তি হয় তাবরে অস্তরে ।  
 “শারীরিক সুস্থূর্ল হ'লে কোন জাতি,  
 “তার ভাগ্যে কষ্ট ভোগ গ্রহু দিয়া রাত ।  
 “কাড়ি লয় রাজ্য তার । দাসত্ব ল'লে  
 “বাধিয়া তাহার পদ পড়েনা কুতলে ।  
 “অন্ত অপরাধ নাই শরীর সুস্থূর্ল,  
 “অপরে শীড়িতে কোথা আছে হেন হল ?  
 “নিশাকালে ডাকাইতি যদি করে কেহ,  
 “পড়ি ধরা যার হস্তা আছে কি সম্ভেদ ।  
 “দিবসে ডাকাতী কিস্ত কেই জাতি করে,  
 “বীরত্ব প্রকাশ তার হয় পৃথীণরে ।

“নিশার ডাকাত যদি নাশে এক নর,  
 “দিবস-ডাকাত নাশে প্রকুর অন্তর,  
 “সহজ সহজ লোক এক দণ্ড রাজে,  
 কার সাধ্য ঘাসে কাছে অগ্নি অস্ত্র কাজে  
 “একের সম্পত্তি হরে রাতির ডাকাত,  
 শতের সম্পত্তি হরে দিন-দয়া-হাত।  
 “অধিক আশ্চর্য্য এর ওহে জন্তুগণ,  
 “দিবস-ডাকাতী আঁতি গৌরব কারণ।  
 “দিবার ডাকাত কীর্ত্তি ঘোষে কবিগণ,  
 “পাঠক সজ্জন স্থখী পাঠে যে বর্ণন।  
 “অতএব জন্তুগণ মানবে বিশ্বাস  
 কত না করই শুন থাকিতে নিশ্বাস।”  
 জাহ্নবী জীবন করি কল কল রব।  
 সম্ভাবিছে এই রূপে জীব জন্তু সব।  
 উভ তীরে জেণীবদ্ধ হয়ে তকর্ণণ,  
 একমনে সে বক্তৃতা করিছে শ্রবণ।  
 কিবা রমণীয় বেশ করিয়া ধারণ।  
 সে পোতা নিরখি মুগ্ধ নহে কার মন।  
 অনিমিবে তাই সেই তরীহিত নর,  
 দেখি শুনি ভাবি জাবি উদাস অন্তর।  
 অন্তর-বীণার-তারে যেন রে তাহার,  
 প্রকৃতি-সুন্দরী কর করিল প্রহার।  
 অমনি বাজি উঠিল সে অন্তর-বীণা,  
 সেধনি শুনিতে পেলো রাজহ চাঁহি না।  
 সজ্জন-অন্তর-বীণা স্বর সুমধুর,  
 তাহার মরম বুকে স্থখী হুচুহুর।

একজন-অস্তর-বাঁহা-নর স্বয়ম্বুর,  
 এতগতে হে পাঠক অতি অপ্রচুর।  
 প্রকৃতির প্রীতিকর শোভা বিলোকন  
 করি তরীন্দ্রিত নর প্রমোদে মগন।  
 তাহার পঞ্চক্লির স্বীর স্বীর মুখে,  
 ছিল নিমগন হয়ে উৎসব উৎসকে।  
 প্রকৃতির অব-কারী শোভার আলোকে  
 পঞ্চক্লির অবীভূত দেবি সেই লোকে  
 তাই গণে দিয়া কর সচিবিত মন।  
 শ্রবণ না শুনে চক্ষু না করে দর্শন।  
 নাসিকা না জাগ পায় ব্রহ্ম না পরশ,  
 ত্রিলো আশ্রয়ন ভ্রম সকলি অবশ।  
 চিত্র পুস্তকের সম তাই সেই নর,  
 সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে বসি গণে দিয়া কর।  
 হে পাঠক মহাসর কেবা এই নর,  
 জামিতে উৎসুক অতি তোমার অস্তর।  
 এজন তব জামিত হে পাঠক জন,  
 চলিছে তরণী চড়ি স্বধীর মোহন।  
 পশ্চিম প্রদেশে দেবিবারে কাছা তার,  
 জমি-বান্ধ-যানে গতি বৈষ্ণব বাহার।  
 সেই সে কারক তরী বরি আরোহণ,  
 বিদেশ ভ্রমণ তরে চলিছে মোহন।  
 বনদলে নজুল আছিল আশ্রয়,  
 দিনমণি ছিল তাই বিবস বিপন্ন।  
 যথা পানিকোড়ী পক্ষী ডুবি এক স্থান,  
 সরসীর অন্য অংশে হয় ভাসমান।

তেমনি তপন ডুবি জলদ-মাগরে,  
 একবারে ভাসমান পশ্চিম প্রান্তরে।  
 বহিষ্কৃত প্রভঞ্জন হইতে দক্ষিণ,  
 ঘনাবলী যার জোরে ক্রমে হয়ে কণিণ  
 নিঃশেষিত হইরে অপরাহ্নে পলাইল,  
 অমনি রে দিনমণি ভাসিয়া উঠিল।  
 সমস্ত দিবস ছিল অধারে আচ্ছন্ন,  
 দিবস বদন ছিল বিষম বিষণ্ণ।  
 বক্রব বদন ছেরি দিবস অশ্লিষ্ট,  
 হাসিয়া উঠিল যেন হরে শানন্দিষ্ট।  
 সে দিবা মহাশয়গুণ কিঙ্ক হে পাঠক  
 কণস্থায়ী যথা জেনে। প্রলীপ-পানক  
 শিখা নির্ঝল উন্মুখে : যেমন হাসিল,  
 পক্ষাৎ হইল তমঃ অমনি প্রাসিল।  
 যদি অতিকণস্থায়ী সে দিবস-হাসি,  
 কিবা মিলে ছেন সুধি বলনা প্রকাশি ?  
 অন্তমিত রবি-কর তরু-শিরে শোভে,  
 কবির মানস-পাখী যে সৌন্দর্য্য লোভে  
 মনোম্লাসে বসে গিয়া ক্ষুদ্রগিরিপরে  
 দূরীকৃত করিবারে আবিল অন্তরে ;  
 হেরিবারে ঐকৃষ্টি শৌভ্য প্রীতিকর,  
 জুতাতে দধি লোচন, সমস্ত অন্তর ;  
 সংকীর্ণন করিবারে ঐকৃতি সুধমা,  
 ধরিবারে সন্ত করে সুখের চন্দ্রমা।  
 কিছু দ্বার সুখ-শশী ধরে কেবা আরে ?  
 সে বাধা বিকল যথা ধরা চন্দ্রমারে।

স্রোতস্বতী স্রোতঃক্রমে চলিল দক্ষিণ,  
 ভাঁটা হলো বলবন্ত জোর বল-হীন।  
 জুরার সময় সিন্ধু বাহু প্রসরণ,  
 করিয়া আহিল নদী করি আলিঙ্গন।  
 দৌড়ে করি রসালাপ স্নেহে সমাপন,  
 রত্নাকর নিজ কর করিলা সূক্ষণ।  
 নাথের বিরহে নদী তাই ভাষি কীণ,  
 সিন্ধুর পশ্চাৎ কাদি চলিল দক্ষিণ।  
 সন্ধ্যা সমাগত হলো তিমির আইল,  
 নৌকার নোঙর গাড়ি নাবিক বসিল।  
 একে সে প্রদোষ কাল, তরুণী উপর  
 পুনঃ তাহে, পুনঃ সেই মোহন-অন্তর।  
 বুঝি দেখে সছন্দর সে অন্তর-ভাব,  
 সে ভাব বর্জিতে মম বুজির অভাব।  
 সুবিরল পত্র হেতু পাম্পা মাকারে,  
 কিছু পূর্বে রবিকর আসি আঁধি ঘারে  
 উজ্জ্বল হীরক ধও হতো জ্ঞান মনে,  
 তকআঁধি বলি কিহা প্রবোধ নয়নে।  
 এখন সে জ্যোতিঃ আর দেখা নাহি বার,  
 তিমির রোধিল মরি সে চ্যাব শোভার।  
 বোধ হলো তাহে মনে যেন তকগণ,  
 নিজে লভিবার তরে খুসি নরন।  
 কোন কোন তকবর পর্ণ আকুঞ্চন  
 করিয়া অলস ভাব করিল গ্রহণ।  
 নিবিড় পাম্পা পত্র সৌন্দর্য আলর,  
 শূন্য-পর্ণ লাগা হলো যেন পর্ণবর।

উড়িছে খেঁচোংকুল মনের উল্লাসে,  
 নিশীথিনী আঁধি যেন মানসে বিকাশে ।  
 মনে মনে জ্ঞান ছর যেন নিশীথিনী,  
 চক্ষু মেলি নিজ রাজ্য করে নারাবিনী ।  
 জ্বালিল নাবিকগণ দীপ তরী'পরে,  
 তারি প্রতিবিম্ব পড়ি বারির ভিতরে  
 মানসে প্রবোধ যেন কুমুদিনী,  
 আছিল বিসঙ্গ যেই হয়ে অনাধিনী ।  
 শিবাগণ বাঁধি দল করে সবেষণ  
 যতদেহ নদীতটে হরষিত মন ।  
 দাঁড়ের পতন - শঙ্ক নদীর উপরে,  
 রক্তনীতে কিবা স্বর সমুপিত করে ।  
 শুনি সেই মধুস্বর সুধীব মোহন,  
 দেখি স্বভাবের শোভা, সহস্র জীবন ।  
 বিরামলাগিনী নিজা ধীরে কোলে লয়ে,  
 তরী'পরে বসিলেক ঐকুল হৃদয়ে ।  
 চিন্তাদৰ্শ মন পক্ষে সুনিজা যেমন  
 মহৌষধ, সহদয়, কি আছে এমন  
 মন-মানি-হর সুওষধি এ জুবনে !  
 নিজাদেবী দিয়া নিজা কুমিল মোহনে ।  
 যামিনী যাপন করি তরুণী - উপরে,  
 পর দিন তরী বাহি হরিষ অন্তরে  
 চলিল নাবিকগণ মোহন - আদেশে,  
 চলিল তরুণী উড়ি ছাড়ি নানা দেশে ।  
 জ্যোতস্বতী হলো শেষ এই হলো জ্ঞান,  
 কণ পরে নদী শোভা পুনঃ দৃশ্যমান ।

এইরূপে নদীবাঁক বেঁটন করিয়া,  
 চলিল নাবিকগণ তরঙ্গী বাহিয়া।  
 আসি উপস্থিত তরী, সিঁড়ুপোত মাঝে,  
 শত শত সিঁড়ুপোত যথায় বিস্তারিত।  
 আঁহা গরি কিবা শোভা গুণহীন যার,  
 গগন গরলি আছে ছাপি কাউ সার।  
 লাগিল আসিরা তরী রেলওয়ে ঘাটে,  
 খুলি দিল মোহনের শশনস কাষাটে।  
 শত শত তরীভ্রমী আরোহী পূরিত,  
 সর্বকণ হয় পার ঠরি বিমোহিত।  
 দর্শন জনেরা মন; দর্শন ঘটিকার  
 সময় বিশেষ হয় শোভা চমৎকার।  
 নানা জাতি নর তার বেশ নানা রূপ,  
 দেখিয়া বাহার ভাব টলে ভাবকূপ।  
 কর্মস্থান কলিকাতা সহরে গমন  
 করিছে সকলে তরা শশবাস্ত মন।  
 গাড়ীর গর্গর শব্দ, জন কলরব,  
 লোহে লোহে দণ্ডাঘাতে কি শব্দ উদ্ভব।  
 হৌস হৌস শব্দ কলে হইছে উদ্ভিত,  
 মিশিলা এসব শব্দ কি শব্দ বিকৃত  
 সমুদ্ভিত হয়ে লাগে করণ - কুহরে,  
 মানসে লাগরে ধাঁধা ভুলার অন্তরে।  
 তরী হতে অবতীর্ণ হইয়া মোহন,  
 গাড়ী চড়ি কলিকাতা সহর দর্শন  
 করিতে চলিলা তরা মানস উল্লাসে,  
 কতই আশ্চর্য বস্তু জাতিদ্বারে আসি।

ত্রিতল চৌতল বাণী শোভে সারি সারি,  
 চূর্ণে ধরলিত অঙ্গ কি শোভা তাহারি।  
 স্বৈতহংস-বর্ণ জিনি স্তম্ভধর্ম-শোভা,  
 রবি প্রতিনিব পড়ি প্রস্তা মনোমোভা।  
 স্তম্ভ-শিরে কাককরি কতই প্রকার,  
 বাহার সুবমা দেখি লাগে চমৎকার।  
 এ হেন ভবন কত কে করে গণনা,  
 জীবন ভোষিতে কত কৌশল স্থাপনা।  
 পণ্যবীথি পরিপূর্ণ নানা জ্ঞাতি নরে,  
 নয়ন-হারক-স্রবা শোভে ধরে ধরে।  
 দেখিতে দেখিতে শোভা স্তম্ভীর মোহন  
 আসি উপস্থিত দখা রাজার ভবন।  
 আকস্মিক কিবা রাজপ্রতিনিধি-বাণী,  
 স্রমা উদ্ভানে হার শোভা পরিপাণী।  
 রাজপ্রতিনিধি-বাণী পার্শ্ব ছারি তার,  
 দেখি দুরীকৃত করে মানস সাধার।  
 ধন্ত হে ইংরাজজাতি, ধন্ত ধরাতলে,  
 নর নাম সার্থক করিলে বিদ্যাবলে।  
 মানব ভোমরা বট, নর-শিক্রোমণি,  
 জনম গ্রহণ করি পবিত্র অবসী  
 করিলে হে বুদ্ধিবলে; কোথা মান তব?  
 কোথা আসি বাহবলে ভুঞ্জিছ বিতম।  
 পঞ্চবিংশ শত অঙ্গ হইল হে গভ,  
 কি লক্ষ্য আছিল তব? বন্য নর মৃত  
 অরণ্য নগরে তব আছিল বসতি,  
 করিতে চিত্তিত অঙ্গ দেখাতে মৃত্তি

অরাতিকুলেই ওহে ধোর ভরসার,  
 সামান্য বাঁমেতে চড়ি হয়ে ধর্ম্মের  
 সমর করিতে ধোর শজদল সনে,  
 রোমানের ভুজবলে থাকিতে সমনে ।  
 তব বাসবীণ - দশা কি ছিল তখন ?  
 পর্ণের কুটীরময় কর হে অরণ ।  
 ভুবনমহিমী এবে লগুন নগরী,  
 কি ছিল তাহার দশা দেখ দেখি অরি ।  
 অদ্ভুত পরিবর্তন কিছু শত শকে,  
 মানসে অরিদে ওহে যদি ধক্ ধকে ।  
 অদ্ভুত পরিবর্তন কারণাশেষণ,  
 করহ বদ্যাপি কেহ, করহ জবণ ।  
 অক্লান্ত শরীর জয়, নিঃশঙ্ক - হৃদয়,  
 উন্নতি সাধন ইচ্ছা, আর ধর্ম্মভয়,  
 একতা, স্ত্রীক প্রজ্ঞা, সত্যপথে যন,  
 জাতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে কারণ ।  
 এ সকল বিবর্জিত হয় যেই জাতি,  
 তার ভাগ্যে তার হুঁতু অরাতির লাগি ।  
 অস্ত জাতি কাড়ি লবে রাজ্য এক চড়ে,  
 জ্বলিতে হইবে ছিন্ন দাঁড় কামড়ে ।  
 ওহে বঙ্গজন দেখি ইংরাজ - চরিত,  
 জানোদর তব দ্বিতে না হয় কিঞ্চিৎ ?  
 ইংরাজের হুপ্ররুতি অহরুতি-কম,  
 তাহাদের হুপ্ররুতি তব পক্ষে বম ।  
 জানচকু উদ্বীলন কর বঙ্গজন,  
 পরীক্ষা করিয়া দেখ তব আচরণ ।

আলস্য ক্রোড়েতে নিদ্রা যাবে কত কাল,  
 অজ্ঞান কুপেতে ডুবে বজ্রণা ভয়ান  
 সহিবে, হৈ কত দিন ? নব্য বঙ্গজন,  
 তোমরা বজ্রের আশা, ভয়সা, ভুবণ ।  
 কিছু বঙ্গসতী দেখি তব ব্যবহার,  
 মনোহরে ত্রিয়মাণ বদন তাহার ।  
 বিশ্ববিদ্যালয়ে যবে কর অধ্যয়ন,  
 তব বুদ্ধি কাছে বল কাহার গণন ?  
 কোন্ জাতি পরাক্ষরে বুদ্ধিতে তোমার ?  
 পৃথ্বীপরে হেন জাতি না দেখি কোয়ার ।  
 ছাত্রাবস্থা তব যেন নৈদামিনী খেলা,  
 দেখিলে বলমে চক্ষু, শক্ত আঁধি মেলা ।  
 তারি পরে আলস্য আঁধারে ঘেরে মন,  
 আধ ফল গোলাপেতে কীটের দংশন ।  
 ওহে নব্য বঙ্গজন হেন আচরণ,  
 তব পক্ষে অতি দুষ্কর করহ প্রবণ ।  
 যে দেশে হইল জন্ম তার উপকার,  
 না করিল যেই জন দিক জন্ম তার ।  
 কাজ কি জীবনে হার যদি জগি ভবে,  
 দেশের জীবিকি ইচ্ছা মানসে না রবে ।  
 হেন ইচ্ছা যার নাই, দিক সে জনমে,  
 পাঞ্চ হয় নিরখিলে সেই নরাধমে ।  
 ওহে নব্য বঙ্গজন হরে এক-চিত্ত,  
 সাধ উপকার সবে দেশের কিঞ্চিৎ ।  
 দেশের বিপদ ঘোর ওহে বঙ্গজন,  
 একবার তব চক্ষে না কর দর্শন ।

বঙ্গ-বিদ্যা-উদ্যানেন্তে কাটুয়া জন্মান  
 আলিঙ্গাহে একটা ছে জ্ঞানতরু-কান ।  
 প্রশস্তকুজিবিলিঙে পুত্রসিদ্ধ নগ্নে,  
 গুটিকত জ্ঞানতরু সোণিলা আদরে  
 কাটুয়ার-ভীষ্মধার কুঠারের তরে,  
 এতুংধ কেমনে কহি জন্মর থিররে ।  
 কাঙ্গানিনী বঙ্গমতী দুর্দশা দর্শনে,  
 কাঁদি বাঁচী তিতাবল সুখী বঙ্গজনে ।  
 ক্রন্দন শুনে কি কতু ছুরাঙ্গা খে জন,  
 নির্দয় চিত্তের কাছে বিকল ক্রন্দন ।  
 দেখে নিজ পাশে সবে ওহে বঙ্গজন,  
 থাকিতে এ কাল তব মিশ্রণ পতন ।  
 সাহায্য যদি বা কেহ করে বিদ্যাদানে,  
 শৈথিল্য কি হবে তব সাহায্য প্রদানে ?  
 হয়ে সবে একচিত্ত ওহে বঙ্গজন,  
 বঙ্গবিদ্যা-উদ্যানের মঙ্গল সাধন  
 করহ একাগ্রচিত্তে, নাম রাখ তব,  
 জ্ঞানতি মধ্যে গণ্য হও তোমরা ছে সবে ।  
 উদ্ব্যস্ত দিনার জন্ত জ্ঞানতরুগণে,  
 হইছে কত কৌশল বর্ষে কেমনে ।  
 প্রতীকার কিছু যদি বাহি, কয় এর,  
 কি ক্ষতি হইবে তব দশবর্ষে টের  
 পাইবে ইহার ডাল, বুঝোনা এখন,  
 তুলিছ দাঁহির দেখি ঢাকনা চোকণ ।  
 দাঁড়ায়ে মোহন হেথা দিগ্ধা গড়ে কর,  
 রাজপ্রতিনিধি-বাঁচী দেখে হবান্তর ।

তল্লিকার শোভা দেখি অধীর মোহন  
 কহে কথ্য মন-মনে সঁচিস্তিত মন।  
 “কি স্ত্রীমা হয় মরি কি চাক গঠন,  
 “চকের বাল্যই যায় করি দরশন।  
 “যে পার্শ্বে কিরায় অঁখি দেখি দ্রব্যচাক,  
 “নয়ন কাড়িয়া লয় চাক শোভা কাক।  
 “ভবন-অজন-ভূমি ঘেরা লৌহ রেনে,  
 “ফটকে গ্রহরী ফেরে রক্ত চক্ষু মেনে।  
 “সম্মুখে স্বরমোদ্যান চাক তক শোভা  
 “লতা পুষ্প রেনে ঘেরি দৃশ্য মনোমোভা।  
 “নানা জাতি তরপরে পড়িলে নয়ন  
 “মগরাভাস্তরে যেন পল্লীর সৃজন।  
 “উত্তর, পশ্চিম, পূর্বে, প্রাসাদ সুন্দর,  
 “সারি সারি শোভা পার জুড়ায় অন্তর।  
 “দক্ষিণে দুর্জয় গড় অরাতির জুজু  
 “শক্রকুল শাসিবারে মত্তকরী কজু।  
 “তিন শত বর্ষ পূর্বে কি ছিল এস্থল।  
 “কি সন্দেহ ছিল ইহা পুণিত জঙ্গল।  
 “কি সন্দেহ ছিল ইহা ব্যাঘ্র নিবসতি,  
 “কালসর্প বাগীচের তরঙ্গর অতি।  
 “বিচরিত যেই স্থলে হিংস্রজন্তুগণ,  
 “সেই স্থলে বিচরিত মর অগণন।  
 “সেই স্থলে লক্ষ লক্ষ নর নিবসতি,  
 “পূর্ণ কোলাহলে সদা আপণ যেঅতিশয়।  
 “কালজ্যোতি গতি অতি বিচিত্র দর্শন,  
 “চিন্তিলে ইদর মাঝে কল্পিত জীবন।

- “কোথা কাল-জ্যোতি-তটে উঠে জনহুলী  
 “কোথা বা নগর ভয় হইছে কেবলি  
 “কোথা বনহুল কাঁটি উঠে জনহুল,  
 “কোথা জনহুলে পূর্ণ হইছে জল।  
 “কোথা ধরাধর মগ্ন হইছে সাগরে,  
 “কোথা বা সাগর শোভে সুউচ্চ ভূধরে।  
 “কোথা গ্রীসিয়ান রাজ্য? কোথা বা রোমান?  
 “এককালে যার দর্পে পৃথ্বী কম্পমান।  
 “কোথা রামরাজ্য? কোথা কুরুরাজ্য বল?  
 “কালজ্যোতে নিমগ্ন হইল সকল।  
 “কোথা রুব এই যে নগর কলিকাতা  
 “কিছু শত শক পরে? জানেন বিধাতা।  
 “এই যে বগরপূর্ণ লক্ষ লক্ষ নরে,  
 “কোথা রবে এরা বল বর্ষ শত পরে!  
 “এই শত শত নর সুমোহন বেশ,  
 “কতই যতনে মরি কিরাইছে কেশ।  
 “জুড়ে একলাই বাঁধি বানাইয়া কুল,  
 “ওরাচ গার্ড কুলে গলে গর্বে মনাকুল।  
 “চিনাকোট দেহোপরি একটী বোদামে  
 “সংলগ্ন কণ্ঠোপরি দৃষ্টি-পে ও বামে  
 “জ্বলিত হইয়া উড়ে শোভা পরিপাটি,  
 “কাল মিস্‌মিসে কুট বকলোমেতে আঁটি।  
 “চরণাবরণ জ্বলি জুতার উপরে,  
 “বিকট ধূতুরা পুষ্প শোভা আছে ধরে।  
 “করে ঠিক রোপো বাঁধা শূন্যত সমনে,  
 “চলিয়া যাইছে তাহি শরীর ভুবনে।

“কথা রবে তোমরা হে দিনকত পরে ?  
 ফাঁস না ভুলিয়া কণে সেচিস্তা অন্তরে।”  
 শুন হে মোহন ধীর এদের উপর,  
 ক্রোধ তব অতুচিত এরা খোলা নর।  
 দাছিক সৌন্দর্য্য তরে শশবাস্ত যারা,  
 বড় যক্ষ লোক হুধি কছু নহে তারা।  
 দিল-খোলা লোক তারা অথ লুঠিবারে,  
 ধরিয়াছে জন্ম এই মজার সংসারে।  
 মোরা হই ঐহুকার মানব বিষম,  
 মিটমিটে ভান মোরা ছেলে খেতে যম।  
 পুস্তক মখন লিখি ধর্ম্ম অবতার,  
 কার্য্যকালে সাহায্য নরের ব্যবহার।  
 ‘আমি ঐহুকার মম নাম ঐকেশ্বর,  
 আমার লেখনী কাছে লিখে কোন্ নর।’  
 ‘আমি কবি মম কাছে কোথায় স্মৃদন ?  
 রচনা অমিত্রাকর যার প্রবর্তন।  
 অমিত্রাকর যোজনা বাঙ্গলা ভাষায়,  
 হান্তাল্পদ হুধু মাত্র শুনি হাসি পায়।  
 কটমটে কথা গুলা অবগ কঠোর  
 শুনি ঐতি জ্বলিয়ায় কোধে কদি ভোর।  
 না হইবে ক্রোধ কেন ? কবিত্ব শক্তি  
 না হইয়া মম কিনা দত্তে হলো গতি !’  
 ‘মম রচনার কাছে সাগরের লেখা ?  
 কালিদাস কাব্য কাছে নব্য কাব্য দেখা।’  
 ‘বহিমের গল্প গুলা শুনি হাসি পায়,  
 যেমনি লেখার ছটা লক্ষ ভুল তার।’

যথো যথো রসিকতা শুনি কলে কহে  
 অলীক ভাবার পূর্ণ শুনি ঘরে আগ  
 'সোমপ্রকাশ সম্পাদক বিভ্রাট্‌জন,  
 লিখিবার তি খার খারে বল সুধীজন।  
 বাজালা ভাবার ঐশ্ব্য আর ভাল নাই,  
 লিখিয়াছি হু এ'খানি আমি বাই তাই।'  
 মম ঐশ্ব্য প্রচলিত তরে সুধীজন,  
 করিতে সকলি কয় এ মম জীবন।  
 গুণ ভাবে ছোট নাটে পজ লিখিত,  
 সংকৃত উঠাইয়া বাজালা অন্তত  
 প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে করা সমুচিত,  
 (মনসারে ধূনাগন্ধ বড়ই বিহিত।)  
 সংকৃত না উঠাও কেন হে পাঠক?  
 নইলে কৈ চলে মম বাজালা পুস্তক?  
 নিজ ঐশ্ব্য রচনার প্রশংসা লিখিয়া,  
 গুণ ভাবে সম্পাদকে দিই পাঠাইয়া।  
 নূতন লেখক দেদি ইঁদার কাতর,  
 হোকনা সে বন্ধ কেন বন্ধুতা অন্তর।  
 সহস্র রুতজ-পাশে থাকিন। আবদ্ধ;  
 বাদ্ধব লেখক যদি কদে উপলব্ধ,  
 হেন বন্ধু মনে কহু রাখিনা আলাপ,  
 এর পেটে এত বুদ্ধি একি মনস্তাপ।  
 ভাবিলাম যারে এত সরল মানব,  
 সে আবার ঐশ্ব্য লিখে ভেবে হয় শব;  
 এমন যে আমি ঐশ্ব্যকার ক্রীতধর,  
 তার পেটে এত গুণ, ধর্মের আকর

তারুণ্যে ধীরে ধীরে দিক আমোদিত,  
 তারুণ্যে পুষ্টক মরি এত সমাদৃত ।  
 বলিহারি ও সংসার করি ঘোড় কর,  
 অন্তরে নরক ভরা আননে আতর ।  
 নিত্য নিত্য এইরূপে সুধীর মোহন,  
 মনোমানে করিলেক সহর ভ্রমণ ।  
 নগরান্তান্তরে বাহা ছিল দর্শনীর,  
 নিরখি করিল তুণ্ড দর্শন-ইন্দ্রিয় ।  
 বড় বড় লোক বাহা আছিল নগরে,  
 সাক্ষাৎ তাঁদের সহ করি ইচ্ছান্তরে  
 বঙ্গ সমাজের দশা শুনিলা কোতুকে ।  
 বাজিল বজ্রের সম মোহনের বুকে ।  
 মাসেক মোহন ধীর রহিয়া নগরে,  
 অনাদেশ জমিবারে উৎসুক অন্তরে ।  
 যে দিন বিদেশ যাত্রা করিবেক ধীর  
 তার পূর্ব নিশি নিজা মোহন জাঁখির  
 আছিল বহু অন্তরে, নাহি দেখা দিল,  
 চিত্তাসতী সহ নিশা হুগু আগরিল ।  
 চিত্তাসতী সহ কখন হইল যে তার,  
 শুন সুধীজম মইব তজ্জান তাহার ।  
 "ওমা বঙ্গসতি তর সত্যপুঞ্জ রীতি  
 "চিন্তিলে মানস পথে উঠে ঘোর ভীতি ।  
 "সত্যতার জ্যোত বহি দেশ পূর্ণ পাপে,  
 "উপাড়িল স্বর্গতক দেখি ছদি কাপে ।  
 "যে পাপের জাতিরে করে মরকট সম,  
 "যে পাপে জাতিরে ধরি টামে শীত বন ;

“ যে পাপে মানব হয় পশুর সমান,  
 “ যে, পাপে উদ্ধার যায় বড় জনহারা ।  
 “ সেরূপা প ধরেনা আর এই সে নগরে,  
 “ ধর ধর এনগর পাগলোত ভরে ।  
 “ সজ্জতার জ্যোতিসহ সুরাজ্যোত বহে,  
 “ সুরাদেবী এ নগরে বাস করি রহে ।  
 “ সুরাদেবি ! কিবা তব কমনীয় কান্তি,  
 “ রক্তিমা বরণ আঁধি দেখি চিত্তে জাতি ।  
 “ সুনাদী দেখিতে কিছু ভিতরে ফাঁপর,  
 “ তুরা নারিকেল যথা চিকণ উপর ।  
 “ ধর ধর পদ কর গমন সুরার,  
 “ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গ উন্নত কণ্ঠস্বর ।  
 “ কতু বা শরন তব শরণী উপরে,  
 “ কতু বা শরন তব ধানার ভিতরে ।  
 “ যেন বাসি শব সম যাহি তন্ তন্  
 “ করিছে বদনে কিবা দর্শন - রঞ্জন ।  
 “ উদরে যকৃত বড় পাকিলেই হয়,  
 “ বকে যক্ষা রক্ত তার ছলি কাষ্ঠময় ।  
 “ যমহারে লইবারে তুমি গো বাহিনী,  
 “ বারাজনা দ্বারে লুতে তুমি গো কু—নী ।  
 “ সর্বশাস্ত করিবারে তুমি গো মোহিনী,  
 “ রাবুর বানাতে তুমি পাই প্রবর্তিনী ।  
 “ এমন যে সুরাদেবী সর্বপাপ মূল,  
 “ সহরে করিয়া বাস বিদিতহে মূল ।  
 “ শীঘ্র-সদী সুরত-রততা সর্বশাস্ত,  
 “ করিল নগরবাসী করি জীবনান্ত ।

“সভ্যতার সহচর ব্যভিচার দোষ,  
 “কেনি করি ঘরে ঘরে লভিছে সম্ভোগ ।  
 “ব্যভিচারে নাহি দোষ, যাতে অগ্নে অধ্ব,  
 “সে করমে পাপ কিবা ? সে কর্ষে বিমুখ ।  
 “স্বকোমল কামরিপু করিলে সম্ভোগ,  
 “কতু কি হইতে পারে ধর্মের বিয়োগ ।  
 “সভ্যতার ঐশ্বে হেন আছে ভব্য নীতি,  
 “বুদ্ধিজীবী জন্মের তো আছেই প্রতীতি ।  
 “নমস্কার সভ্যতার ঐশ্বে শত শত ।  
 “হেন সুবুদ্ধির পদে শত দণ্ডবৎ ।  
 “যে পাষণ্ড কহি হেন মধুর বচন,  
 “হরে কোন কামিনীর সতীত্ব ভ্রমণ ;  
 “তাহার দেখিলে মুখ জ্বলে ক্রোধে প্রাণ,  
 “টহা হর অগ্নি ধরি করি ধান ধান ।  
 “অবলা সরলা নারী কোন বুদ্ধি নাই,  
 “মিঠা বাক্য শুনি ফুলে কাহারে সুধাই ।  
 “বঞ্চে ব্যভিচার দোষ এমনি প্রবল,  
 “ঘরে ঘরে কার্য্য সিদ্ধি সচল বচল ।  
 “নাগরিক মানবের কথাইতো নাই,  
 “সভ্যতার শৃঙ্খলপরি লুটে কি মজাই ।  
 “এর পরে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা,  
 “বাঙ্গালি উচ্ছন্ন দিতে পুরিছে কামনা ।  
 “পিতা পুত্রে বাদ করে জাতীয় জাতান,  
 “অভিযোগ জন্য পরে রাজদ্বারে ধান ।  
 “হইয়া গতসর্ব্বশ বিচার আনরে  
 “সার হর তবতল ভিটাঘাটি করে ।

“বিচার প্রার্থনা মজি জাল, ছুরাহুরি,  
 “নাগবলি, গঙ্গাজলি, মিথ্যার মুহুরি  
 “দিলরে উদ্ধর দেশ করি দুঃখ করে,  
 “অজুতাপে দহে যদি বাঙ্গালি জাতারে  
 “মরক কুণ্ডলে দেখি সতত পতিত,  
 “কি আছে বল রে মন ইহার বিহিত।  
 “স্থায়ীমোদে লক্ষ লক্ষ মুক্তা যায় হয়,  
 “সুকার্যে কড়িটী দিতে কুণ্ঠিত হৃদয়।  
 “সুকার্যে সাহায্য করা বহু দূরে থাক  
 “সুকরমে ধজাহস্ত দেখিয়া অবাধ !  
 “ধন রে সভ্যতা তোর চরণে প্রণাম,  
 “সৃষ্টিহ কতই পাপ নাহি যার নাম।  
 “সহরের দশা আর না যার চিন্তন,  
 “শরীর শিহরে উঠে কম্পিত জীবন।  
 “নারবো কখন আর এমন সহরে,  
 “নরনার সভ্যতার বাবো দেখান্তরে।”  
 দেখে হে পাঠক অধি মোহন নরন,  
 বাঙ্গালি বিবস পাপ ডগামি দর্শন  
 না করিল, তার ক্ষেপে না পাইল স্থান,  
 সরল অন্তর যার নাহি বুঝে স্থান।  
 ওহে ডগ অধীজন মোহনের স্থান  
 পেলে পরিজ্ঞান বটে দেখারে বরান  
 হর্ষোৎকর্ষ সতত সুকর জনিত।  
 কবি কাছে পরিজ্ঞানে কি কীর বিহিত।  
 দর্পণ অরূপ যে হে কবিরাজন মন,  
 যাতে প্রতিবিম্ব পড়ে মানস গঠন

অপরের, তব মন লুকাবে কেমনে ?  
 মনোবতি তব পড়ি মানস দর্পণে  
 কবির রহিছে সদা, লুকাবার নয়,  
 কবি বুঝে তব ভাব যা ভাবে হৃদয় ।  
 নাহি বনে কবিজনে অপরের মনে,  
 নেই সে কারণ সুখি ধরহ অবগে ।  
 ওহে তও সুধীজন তোমরা ভয়াল,  
 ভূলাও অপরে কহি বচন মিঠাল ।  
 সংকার্য অসুষ্ঠানে দেখি কোন জনে,  
 প্রকাশ আচ্ছাদ ভূমি তোমার আননে ।  
 অন্তরে চিত্তহ সুধু তাঁহার ধংসন,  
 কার্য পণ্ড হবে কিসে তাহারি ঘটন ।  
 প্রকৃতি প্রদত্ত যদি কবিত্ব শক্তি  
 দেখহ কাহার তুমি, দুঃখে মগ্ন অস্তি ।  
 চিত্ত মনে প্রতিকণে তাঁহার উদ্বেদ,  
 নদা ভাব কিসে হবে তাঁর বন্ধু ভেদ ।  
 সুধীজন কাছে গিয়া তাঁর নিন্দা কর,  
 বাসনা হইলে সিদ্ধি প্রকুল অন্তর ।  
 ভণ্ডামি শক্তি তব এমনি প্রবল,  
 বুঝে ভাব তা বল কেমনে সরল ।  
 দেখিতে চেহারাদানি প্রকুল কমল,  
 তার মধুস্থানে কিন্তু আছে হলহল ।  
 পণ্ডিত বলিয়া সবে জানে হে তোমার,  
 করি শত দণ্ডিৎ পাণ্ডিত্যের পার ।  
 নিজের কমতা নাই কিছু লিখিবার,  
 সহ কি হে হয় হলে অস্ত্রে ঐশ্বর্য ।

কবিরে উৎসাহ দেহু “হুচে হুচে” বোলে  
 নাবিক নিস্তার ভব কবি নাহি মোলে ।  
 ধন্তরে ভগামি তোর চরণে প্রণাম,  
 না করিতে পার তুমি নাহি ছেন কাম ।  
 ওরে রে ভগামি ধূর্ত চেহারা তোমার  
 হৃদয়, অন্তর কিন্তু বিষের আধার ।

---

## সপ্তম সর্গ।



"Beauty is Nature's coin must not be hoarded,  
But must be current; and the good thereof  
Consists in mutual and partaken bliss,  
Unsatiable in the enjoyment of itself."

COMUS.

How beautiful, if sorrow had not made  
Sorrow more beautiful than Beauty's self

KRIST.

টিপির টিপির নীর পড়ে ঘন হ'তে,  
ছত্র শিরে দুইজন চলি যায় পথে।  
বরষায় পল্লীগ্রাম কর্দ্দমে পূর্ণিত,  
গমনে শরীর ক্লেশ হয় যথোচিত।  
চরণে কর্দ্দমভরা সিক্ত গাজ্র বাস,  
পঁতছিল দৌড়ে এক গৃহস্থের বাস।  
গৃহস্থামী যথোচিত করি সমাদর,  
বসিতে আসন দিল প্রকৃত অন্তর।  
কথাপকথন পরে করি তিন জন,  
গৃহস্থামী পাতি কর করিল গ্রহণ  
দুই শত রোপা মুদ্রা সহস্র অধরে,  
প্রকৃত না হয় কেবা টাকার পেল করে?  
মুদ্রা গুলি ঝাঁপি বাসে সহ পূরজন  
গৃহস্থামী কোথাকারে করিল গমন।  
দুইটা মানব মধ্যে মোমা মুক্তি বর  
প্রবেশিল মনেঃলাগে বাজির ভিতর।  
অপর মানব গেল বাজি হতে চলি,  
একটা মনুষ্য গৃহে রহিল কেবলি।

পরমা রূপসী নারী ছুটি তার পরে,  
 প্রবেশ করিল দৌছে বাটী-অভ্যন্তরে।  
 তারি মধ্যে এক নারী বসি দরজার,  
 সম্ভাষি কহিল অস্ত্রে এরূপ ভাষায়।  
 “ওলো ওলো প্রাণসই এ আর কেমন,  
 “না করি দর্শন যে লো কোন পুরজন।  
 “কোথা গেল তর মাতা ডাই ভগ্নিগুলি,  
 “বাটীর বাহির কতু নন্ যিনি ভুলি।”  
 শুনিয়া হাসিয়া কহে অপর কামিনী,  
 “গিয়াছেন নিমজ্জনে বাটীর গৃহিণী।  
 “বাটীর বাহির আজি নাহি হ’য়া যায়,  
 “নিমজ্জণ রাখা সই আজি শোভা পায়।”  
 “নিমজ্জনে যাইবারে করিল বারণ,  
 “কোনমতে না করিল নিবেদন অবগণ।  
 “এসো সই তাস খেলি বসি দুই জন,  
 “তাস যে তোমার কাছে হইল স্মরণ।  
 “কিছুক্ষণ বসো সই ছুটি আনি তাস।”  
 এত বলি গেল চলি অপরের বাস।  
 বাটীর বাহির আসি বাঁধিল কবাট,  
 দেখে সুখী-জন পরে কিব, হয় নাট।  
 হে পাঠক সম্ভদ্র বাটী-অভ্যন্তরে,  
 প্রবেশিল কোন জন ছত্র শিরোপরে।  
 কেবা এ রমণী আর কেই বা এ নর,  
 জানিতে উৎসুক অতি তোমার অন্তর।  
 পরিচিত দুই জন নিকটে তোমার,  
 শুন সুখী-জন তবে রত্নাস্ত ইহার।

বমণী মোহিনী আর পুরুষ জীবন,  
 মনোরমা-পিত্রালয় এই সে ভবন।  
 বাণী বার মোহন-ভগন-সন্নিধানে,  
 মোহনের প্রতিবেশী শিব অভিধানে।  
 যে কাহিনী চলি গেলা আনিবারে তাম,  
 মনোরমা নাম তার, হয় কি বিশ্বাস ?  
 মোহিনীর মনোরমা আনিয়া কৌশলে—  
 সিংহমুখে ঘৃণী ফেলি গেলা চলি হলে।  
 মোহিনী-হরিনী ধরিবারে এই কঁদা  
 অর্থই পাড়িল। এই যত পরমাদ।  
 বসন্তকুমার জীবনের সহচর  
 কৌশলে মাখিল এই কার্য্য ভরস্কর।  
 মনোরমা-বাগে দিয়া টাকা ছুই শত,  
 করিল তাহারে সুখি একাধো সম্মত।  
 দত্ত অর্থলোভ তোর চরণে প্রণাম,  
 না কহিতে পার তুমি নাহি ছেন কাম।  
 তোর লোভে কত নারী পরিহাই লাজ,  
 জলাঞ্জলি দিয়া বাস করিছে : কাজ।  
 নারীর সর্ব্বস্ব দন মতী-রতন,  
 পরিভ্রষ্ট হয় তোর প্রাপ্তে প্রণোভন।  
 দত্ত অর্থ তোর লোভে কত খদীজন,  
 সাধু ব্যবহারে প্রদানিছে বিনম্রজন।  
 তোর উপরোধে কত বান্ধব স্বজন,  
 আত্মীয়তা বন্ধুতায় করিছে বর্জন।  
 তোরি লোভে রে পাপিষ্ঠ নারী মনোরমা,  
 সখী ব্যবহার তাজি হইল অদমা।

জীবনের সখী 'মনোরমা'। মোহিনীর,  
 সে কি না হইল দূতী ত্যজিয়া ধনীর  
 কুল, শীল, লজ্জা, ভয়, ভ্রুংখ কহি পারে,  
 ধন্য রে শিশাচ অর্থ সাবাস তোমারে।  
 হেথায় জীবন দেখি সুযোগ আগত.  
 বাহিরিল গৃহ হ'তে প্রকুল্লই রুত।  
 ব্যাধ যথা নভশ্চরে হেরি নিপতিত,  
 আনায় মাঝারে হয় মন বিকসিত।  
 পরে গুটি গুটি গিয়া ধরে বিহঙ্গম,  
 বিহগ বেচার যেন সমীপস্থ বম।  
 বাহিরিল গৃহ হ'তে সেরূপে জীবন,  
 গাশঙ্কায় উড়ি গেল মোহিনীর মন।  
 মোহিনীর মনোভাব পাঠক হৃদয়  
 চিন্ত মনে একবার, পার উদ্ভাবন  
 করিতে সে ভাব যদি—কি বহিছি আমি ?  
 সে ভাব কি পুরুষের হবে চিন্তগামী ?  
 সরলহৃদয়। সাক্ষী পতিব্রতা নারী  
 চিন্ত গো তোমরা মনে অস্তর তোমারি  
 সুধু সক্ষম বৃক্ষিতে মোহিনীর মন,  
 মোহিনীর মনোভাব হলে কি তখন।  
 হে পাঠক সজ্জন নয়নে ঈক্ষণ  
 করেছ কভু কি কোন রমণী-রতন  
 লজ্জাশীলা সুযৌবনা বসিয়া বিজনে  
 রহে ববে একাকিনী কিম্বা, সখীসনে  
 অঙ্গবাস বিমোচিয়া স্থলিত যৌবনে,  
 না উরিয়া বিনোদিনী নর-আগমনে।

হেনকালে সেই স্থলে পুরুষ অপর  
 আসি উপস্থিত যদি হয় অধীবর,  
 লজ্জাশীলা যে ক্ষমরী কি করে তখন ?  
 কোথায় লুকাবে ধনী অমূল্য যৌবন,  
 ঠাহরিতে নাই পারি বাস আকর্ষণ  
 করিয়া কোমল করে করে আবরণ  
 লজ্জামাখা মুখপানি কিম্বা তম্বুখানি,  
 ঢাকিতে কোমল বক্ষ মনে অহুমানি  
 শিরোদেশ শূন্য রহে না পায় বসন,  
 আবরিতে উত্তমাজ বাহিরে যৌবন ।  
 চিন্তে মনে বরানমা পৃথ্বী হলে চির,  
 প্রবেশে তাহার মধ্যে পলক আঁধার  
 না লড়িতে, লজ্জাশীলা ঢাকয়ে সরমে ;  
 তবেই ধনীর রহে সরম ভরমে ।  
 যদি হে পাঠক হুধি রমণী এমন  
 তব চক্ষে করি থাক কখন দর্শন,  
 তবে মোহিনীর ভাব পারিবে বুঝিতে,  
 নহিলে সক্ষম নও সে ভাব চিন্তিতে ।  
 অপর পুরুষে দেখি হঠাৎ সন্মুখে,  
 গ্রাসিল আশঙ্ক। আসি মোহিনীর অঙ্গে ।  
 লজ্জা ঢাকি লজ্জাশীলা পলাইতে চায়  
 অমনি জীবন আসি সন্মুখে দাঁড়ায় ।  
 জীবন সন্মুখে থাকি কহিছে তখন,  
 মোহিনীরে মধুবাক্যে করি সন্তোষণ ।  
 " আজি কি অধের দিন মম চন্দ্রাননি !  
 " সংসারের সার বস্তু সন্মুখে আপনি

“জীবন পবিত্র হলো পবিত্র নরন,  
 “সংসারের সার বস্তু করি দরশন।  
 “তোমার যৌবনরূপ চাক সরোবর  
 “অগাধ অতলস্পর্শী করে ধর ধর।  
 “পথিক তুষিত আমি উৎকণ্ঠিত প্রাণ,  
 “দেহ আজ্য ধিহুমুখি করি নীর পান।  
 “যৌবন-সরসী তব রসে টলমল,  
 তাহাতে প্রকুল মরি ও মুখ-কমল,  
 “বাহার মৌল্য-গন্ধে হয়ে আমোদিত,  
 “তমিত পথিক তটে আমি উপস্থিত।  
 “আজ্য দেহ ইন্দুমুখি করণ্য প্রকাশি,  
 “ভাঙ্গি লো পিপাসা হোর, এ পোড়া পিপাসী।”  
 জীবনে দর্শন করি সে বিজ্ঞান স্থান,  
 আশঙ্কায় উড়িছিল মোহিনীর প্রাণ।  
 ভরস্কর কথা তার শুনি এবে ধনী,  
 পাশ্চ বর্ণ হলো মুখ সতীর তখনি।  
 মোহিনীর মুখখানি হলো যেন ঠিক,  
 প্রকুল কমলে বহ্নি পেলো আকস্মিক।  
 কিম্বা যথা আধকুল গোলাপ গ্রন্থনে  
 লাগিলে গন্ধক ধূম নাশে লোহ—ওণে।  
 একবার চিন্তে ধনী থাকি মৌনী হয়ে,  
 সে চিন্তা অন্তর পুনঃ ভাবিয়া হৃদয়ে  
 পাছে হৃষ্ট গাত্র স্পর্শে প্রকাশিয়া বল,  
 ধনীর গৌরব জুট তবেত সকল।  
 ভাবি মনে বরাননা করে মনে স্থির,  
 কব কথা ওর মনে যা ইচ্ছা বিধির।

কহিতে বাইয়া কথা কথা নাহি ক্ষুণ্ণে  
 লাগিল বিষম ধাঁধা মোহন-বধূরে ।  
 কহে কথা বড় কষ্টে মোহন অন্দরী,  
 লজ্জাবতী সাধী সতী লজ্জা পরিহারি ।  
 “ওহে ভাগ্যবন্ত নর তব কলেশ্বর,  
 নিরীক্ষণে জ্ঞান হয় দয়ার সাগর ।  
 ‘হেন দেহ মধ্য হতে কাক্য বিষময়,  
 ‘প্রবণে চমকি উঠে এ মম হৃদয় ।  
 “এ দীনার সতীত্বের পরীক্ষার তরে  
 “রুঝি এ নিষ্ঠুর ভাব পরেছ অন্তরে ।  
 “নতুবা সম্ভব নয় এ বাক্য তোমার,  
 “বারিধরে বিষধারা বিশ্বাস কাঁহার ?  
 “করি দহু বিধি দেখ রমণী-হৃদয়ে  
 ‘থুইল একটা ধন যে বলে জুঝয়ে  
 “নারী কষ্ট-স্রোতমাঝে এই সে ভুবনে,  
 “যে জন্তে নারীয়ে অধী নারী বলি গণে ।  
 “সে ধনের অভিধান সতীত্ব-রতন,  
 “সে ধনের কাছে কোথা কাঞ্চন-ভূষণ,  
 “রতনে খচিত গৃহ ভূষণে ভূষিত,  
 “চতুর্ভিতে চাকচক্য চিত্ত চমকিত,  
 “রজনীসময় যবে শোভে দীপালোকে,  
 “নহে প্রীতিকর তাহা কোন্ নরচোকে ।  
 “নির্বাণ করহ দীপ শোভা অন্তর্জান,  
 “কোথা রত্নরাজি-শোভা ? সুবমা প্রস্থান ।  
 “তরুণ রমণী-হৃদি পূর্ণ গুণরাজি,  
 “সতীত্ব-দীপ্তি বঞ্চিত, আঁধার বিরাজি ।

“ভূষণে ভূষিত গৃহ জ্যেষ্ঠ দীপালোক,  
 “যথা অন্ধকারময় তমঃ হেরে চোক।  
 “নারীর অন্তর জেনো তেমনি আঁধার  
 “সতীত্ব আলোক নাই হৃদয়ে যাহার।  
 “থাক না সহজ গুণ এ গুণে বর্জিত,  
 “কে করে গণনা তার? সব অন্তর্হিত।  
 “শুন হে পুরুষোত্তম এহেন রতনে,  
 “হইলে কামনা তব পাইবে কেমনে।  
 “করিয়। আঁধার হৃদি, এ অমূল্য ধন  
 “প্রদানিতে দক্ষ হয় বল কোন্ জন।  
 “বিধিদত্ত হেন ধন তা'জে ঘেই নারী,  
 “কুলকলঙ্গিনী জেনো অভিধান তারি।  
 “সে দুষ্টি করিতে ক্ষম সকল করম,  
 “বিচার নাহিক তার ধর্ম অধরম।  
 “এ দুষ্টি কামনা তব কর পরিহার,  
 “সামান্য সুখের তরে হেন বিচার  
 “না করহ কভু তুমি কহি সবিনয়,  
 “ধর্ম-ধন মহাধনে করি বিনিময়,  
 “ভগ্ন কপর্দক সহ না ত্যজ কখন,  
 “ভগ্ন কাঁচে আশা ত্যজি হীরক রতন।”  
 মোহিনীর বাক্য শুনি জীবন তখন,  
 কহে কথা হাসি হাসি বিকসিত মন।  
 “শুন লো সুন্দরি, নারী ভূলাবার তরে,  
 “পূর্ববে মিথ্যা রচন। পুস্তকাভাস্তরে  
 “করিয়াছে শত শত, বাক্য প্রলোভন  
 “প্রয়োগ করেছে কত কে করে গণন।

- “ কিন্তু দেখ শশিমুখি ভাবিয়া অন্তরে,  
 “ পাতিত্বত্যাগণ গণ্য কি জন্তু ভূ-পরে ।  
 “ স্বকারণে সাধিতে নর কতই কৌশল  
 “ রচিয়াছে গ্রন্থমধ্যে কে কহে সকল ?  
 “ চিরদাসী নারী-জনে রাখিবার তরে.  
 “ নানা ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে নরে ।  
 “ যে কর্মে উপজে অর্থ সে করবে পাপ ?  
 “ কহিতে আসারে হাসি, একি মনস্তাপ ।  
 “ পুরুষে অপর নাবী ভজে কত শত,  
 “ সে সময় নাহি পাপ সে যে আত্মতত ।  
 “ আত্মমুখ তরে ব্যস্ত আঁটা আঁট পরে,  
 “ জাতি কি অজাতি নাই সে যে আত্মতরে ।  
 “ আরও দেখ চন্দ্রাননি করিয়া যতন,  
 “ বিধি গঠনিল ভবে রমণী-রতন ।  
 “ তার অকুসার অঙ্গে মাধুর্য্য মাখিয়া,  
 “ তার অকোমল করে মধু রস দিয়া ।  
 “ সৌন্দর্য্যরাশি-সংযুক্ত প্রকুল আননে,  
 “ মিশাইয়া মধুরতা সৃজিল বিজনে  
 “ প্রকৃতি অন্দরী, রূপ দেখাবার তরে,  
 “ আবারি অবগুঠনে স্লামা - অধাকরে,  
 “ গৃহমধ্যে লুকায়িত নহে থাকিবারে,  
 “ সে সৌন্দর্য্যে কিবা ফল কহ লে। আশারে ?  
 “ প্রকুল প্রসূক সহ সৌন্দর্য্য তুলনা,  
 “ কিছুক্ষণ শোভা দিয়া শুন লো ললনা ।  
 “ বিশুদ্ধ হইয়া দ্রষ্ট হই অশোভন,  
 “ কে করে আদর তার এই সে ভুবন ।

“ যদিও আছে যৌবন লুট মজা তবে,

“ হু দিনান্তে যৌবনের চিহ্ন নাহি হবে ।

“ যৌবন মুজা সদৃশ না করিলে ব্যয়,

“ রাখিলে পেটক মধ্যে কিবা ফলোদয় ।

“ অর্থ আর যৌবনের না করিলে ব্যয়

“ থাকা না থাকা তার একি লোকে কয় ।

“ অতএব চন্দ্রাননি করুণা প্রকাশি,

“ জুড়াও সমস্ত চিত্ত সন্নিকটে আসি । ”

এ হেন দাক্ষণ বাক্য শুনিয়া মোহিনী

কাপিল হৃদয় যেন ঝড়ে তরঙ্গিনী ।

মুখে কোপ প্রকাশিয়া আশঙ্কা অন্তরে,

সম্ভাবিল এইরূপে সেই দুই নরে ।

কহিতেছ রে লম্পট সতীত্ব-রতনে

“ গুণমধ্যে গণ্য নয় এই সে ভুবনে ।

“ তোমার কামিনী কেহ যদি এইরূপে

“ চেষ্টা করে ডুবাইতে জড়তার কূপে ।

“ তোমার অন্তরে তবে উঠে কিবা ভাব ?

“ ভাল কি বাসহ তবে অসতী স্বভাব

“ তোমার কামিনী জন্মে ? উঠেনা তখন

“ তব আনন আকাশে মলিনতা ঘন ?

“ সমস্ত-নিশ্বাস-ঝড় নাহি বল টানে

“ সুখ-তক শান্তি-লতা অন্তর-উদ্ভানে ?

“ নাশিবারে সে লম্পটে বসিনা-বিদ্বাৎ

“ নাহি দেয় দেখা ? গরজি তাহে কিছুত

“ ঘোর ক্রোধ-বঁজ ফণে ফণে নাহি ঝলে ?

“ বিবাদ গরল-রুচি দৈর্ঘ্য-বঁদ তলে

“প্রতিকণে নাহি ক্ষরে? করিবারে ক্ষর  
 “দৈর্ঘ্য-বান্দ। কত ভাব হৃদয়ে উদয়  
 “ইহা ভিন্ন কে করে গণনা সাধ্য কার?  
 “তোমার রমণী ভ্রষ্ট। হইলে তোমার  
 “কিষ্ণা বুঝি ও অন্তরে নাহি হয় ক্রোধ!  
 “তোর হৃদে সুখরাশি উঠে হয় বোধ!  
 “করেছিস্ মনে তুই পাইয়া সুযোগ  
 “বাসনা করিবি পূর্ণ? তোর সুখ-ভোগ  
 “সতৃপ্ত করিবি তুই এই অবকাশে?  
 “দূরীকৃত কর তোর হেন মন আশে।  
 “প্রাণের অধিক ভাবি সতীত্ব-রতন,  
 “রাখিব কি এই প্রাণ বিয়োগে সে ধন?  
 “তাজিব তখনি প্রাণ যবে তোর কর  
 “পরশিবে এই অঙ্গ শোন্নিরে পামর।  
 “কাজ কি জীবনে হার সতীত্ব-বিহনে?  
 “রমণী-হৃদয় শূন্য বিনা সে রতনে।”

মোহিনীর কথা শুনি জীবন-অন্তরে  
 ক্রোধ-রাজ্য সমুদিল কাঁপি ধর ধরে।  
 রাহু যথা প্রাসিবারে যায় সুধাকর,  
 সেরূপে প্রসারি চলে তাঁর যুগ্ম কর।  
 হে পাঠক সঙ্কল্প করেছ দর্শন  
 সুধানিধি, রাহু যবে প্রসারে আনন।  
 সন্দর্শন করিয়াছ চন্দ্রমার দশা,  
 মোহিনী হইল ঠিক সে রূপ বিবশা।  
 প্রসারিত রাহু তার ধরে ধরে ধনী,  
 হেন কালে হলো ঘারে শঙ্করান রনি।

দীর্ঘকায় নর এক ভাজিয়া কবাট,  
 প্রবেশিল বাটী মধ্য মারি মালসাট।  
 সমস্ত শরীর কোর্থে কাঁপে ধর ধর,  
 কাঁপিল অধর ওষ্ঠ দন্ত কড়মড়।  
 রোব কষারিত চক্ষে চাহিল সেনর,  
 মোহিনীর সুখরাশি, জীবনের ডর,  
 করিল যে উৎপাদিত ; দিবা-চক্ষু যথা  
 দিবাচরে দেয় সুখ রাজিচরে ব্যথা।  
 বহল তৎসনা পরে করিল সে জন  
 জীবনের পানে চাহি ; সুখা বরিষণ  
 যেই মোহিনীর গঞ্জে ; গরল সিঞ্চন  
 ( মধুর-ভারতী-সতী-প্রতি-বিনোদন )  
 সেই জীবন অন্তরে আছে কি সন্দেহ ?  
 কঠোর বচন তার জ্বালি দিল দেহ।  
 মোহিনীরে অগ্রে করি চলিল সেনর,  
 সুখে প্রবেশিল ধনী আপন অন্দর।  
 হে পাঠক সঙ্কদয় কেবা এই নর,  
 জানিতে উৎসুক অতি তোমার অন্তর।  
 কেমনে এগুস্ত কথা অবগণ গোচর  
 হইল তাহার তুমি জানিতে তৎপর।  
 শুন তবে সুশীজন বৃত্তান্ত ইহার,  
 অবগণে তোমার হবে আনন্দ অপার।  
 দামিনীর বাণী তব হয় কি অরণ ?  
 দামিনীর গুণপতি জেনে এই জন।  
 বসন্ত যখন গেল নাপিতিনী - বাসে,  
 নাপিতিনী ছিল মগ্ন হাস্য উপহাসে

এই পুরুষের মনে ; সেই সে কারণ,  
 বসন্ত দামিনী-দ্বারে না দিল আসন ।  
 দামিনীর সন্নিধানে রক্তাস্ত সকল  
 অবগ করিয়া তার চিত্ত সচঞ্চল  
 আছিল অতীত জেনো, ইহাতে তখন  
 মনে মনে সন্দিগ্ধান ছিল। এই জন ।  
 মাধব ইহার নাম মজুপারী ঘোর  
 প্রেমালোপে সদা রত রঙ্গরসে ভোর ।  
 মোহনের একপাঠী, সরল অন্তর  
 বিজ্ঞাধনে আত্মাহীন সুধু সুখচর  
 ইন্দ্রিয় সুখের সদা, খোলা মন-দ্বার,  
 মোহনে বাসিতে ভাল তুল্য নাহি যার ।  
 মোহনের পিতা শুনি এসব বৃত্তান্ত  
 উঠিল ক্রোধান্বিত হৃদে যেন রে কৃতান্ত ।  
 মনোরমা-বাণে কহে করিয়া তর্জন,  
 “দেখিব রে তোরে বেটা তুই সে কেমন ।  
 “রাজ-দ্বারে অভিযোগ কলাই করিব,  
 “হুদিনান্তে আমি তোরা গৌরব ভাঙ্গিব ।  
 “যার বলে ইহা আছে তোরা এত বল,  
 “দেখিব কত সে তার আছে ধন বল ।  
 “তিঁটা-মাটি এক চাঁচী তোর দিব করে,  
 “একর্থ-কর্ত্তারে লবো সুখদ জীবরে ।”  
 সে দুঃখী ব্রাহ্মণ শুনি কথা এ সকল  
 ভয়ে অঙ্গ জড়মড়, চিত্ত সচঞ্চল ।  
 ভয়েতে হ'লে বিহ্বল সেই দীন নর,  
 কহিল এ সব কথা জীবন-গোচর ।

জীবন আশ্বাস বহু এদানিল তারে,  
 ভীকর ভীকতা ভাঙ্গা আঁইসে কাহারে ?  
 হে পার্থক সছদর হর কি স্মরণ  
 এ দিন দুর্দিন বলি ! বারি বরিষণ  
 হর টিপির টিপির সমস্ত দিবস,  
 নিরবিয়া প্রকৃতির সুরতি বিরস,  
 কার না মানসে হর আলস্ত উদয় ?  
 নভস্তলে ঘনাবদী পৃথ্বী তমোময় ।  
 নিবিড় নীরদদলে আচ্ছন্ন গগন,  
 টিপির টিপির নীর তাহে বরিষণ ।  
 মধ্যো মধ্যো বনোপরি খেলে সৌদামিনী,  
 মধ্যো মধ্যো গরজিছে ঘন কাদম্বিনী ।  
 মধ্যাহ্ন সময় সন্ধ্যা যেন আবিভূত,  
 নিরীক্ণে হৃদে উঠে ভাবনা অছুত ।  
 পিপীলিকা গেরে পক্ষ ডানা প্রসারিয়া,  
 শূন্য মধ্যো দলে দলে বেড়ায় ঘুরিয়া ।  
 বায়স বায়সী বসি তরুর উপরে,  
 উড়িছে বগিছে ব্যস্ত উদরের তরে ।  
 পক্ষপ্রাপ্ত পিপীলিকা ধরে ক্ণে ক্ণে  
 পরক্ণে বসি ডালে নিযুক্ত ডক্ণে ।  
 স্তম্বর বিহীন পক্ষ শোভা চিকণিয়া,  
 বরিষণে জ্যেষ্ঠ রূপ হুঃখ নিরখিয়া ।  
 উচ্চঃস্বরে ভেকগণে করে কলরব,  
 মধুর মধুরী নাচে পাইয়া উৎসব ।  
 ইষ্টক নিখিঁত হাদে বারি পথ দিয়া  
 বর্ষারে ঝরিছে জল কণ জুড়াইয়া ।

দিবস - বয়স কেহ ঠাহরিতে নারে,  
 সঙ্ক্ৰাম সমাগত পরে হলে। একবারে।  
 একে তামাময় নিশি তাহে ঘনদল,  
 আচ্ছন্ন সম্পূর্ণ করিয়াছে নভস্তল।  
 সম্মুখস্থ বস্ত্র অঁখি দেখিবারে নারে,  
 নরকুল অন্ধ যেন হইল অঁপারে।  
 ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা দেখাইছে রূপ,  
 তমঃ তায় ধরিবারে একান্ত লোলুপ।  
 প্রসারিয়া কর ছুটে ধরিবারে তায়,  
 ঘন পার্শ্বে সৌদামিনী অমনি লুকায়।  
 গুড় গুড় ডাকে ঘন স্রুতিমিষ্ট অতি,  
 গগনে হইছে যেন দেবের আরতি।  
 হুচাক খদোৎকুল বেড়াইছে উড়ি।  
 পৃথ্বী'পরে পড়িতেছে যেন বাজ্রি পুড়ি।  
 কিম্বা জ্ঞান হয় তারা হইতে গগন  
 খসি পড়িয়াছে তারা এই সে ভুবন।  
 নিরখিতে মানবের পাপবিদ্ধ মন,  
 রজনী সময় যার যোগ আগমন।  
 বাদলার বিভাবরী বড়ই মজার,  
 বাহাতে দাম্পত্য মুখ উথলে অপার।  
 বাহিরিল গর্ত হতে নিশাচরগণ,  
 নিজ নিজ ধাতু তরে জমিছে কানন।  
 হিংস্রজন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ভয়াল,  
 ধরিয়া ভীষণ মূর্তি জমে যেন কাল।  
 পৃথ্বীস্থিত সৃষ্ট জন্তু মধ্যে কোন্ জাতি,  
 ধরে ভয়ঙ্কর মূর্তি যবে আসি রাতি?

এ প্রশ্ন উত্তর দিবে বল কোন জন ?  
 উত্তর এর যে দিবে তাহারি গণন  
 সে জন্ত তরাল মাঝে, বল-হে কেমনে  
 অভিধান তার পাবে এই সে ভুবনে।  
 ঘুট ঘুট অঙ্ককার টিপ্ টিপ্ নীর,  
 লম্পটের কি সুযোগ পাঠক সুধীর।  
 সরল-হৃদয়া নারী মজাবার তরে,  
 পরিকর বাধাচাক চাক যক্তি করে।  
 মস্তকে উকীষশোভা চাদরে নিখুঁত,  
 সীধুর সুগন্ধি কিবা লাম্পটা বিহিত।  
 সু-উচ্চ প্রাচীরপরে লক্ষ্যে উন্নতন,  
 প্রাণের প্রতিমা মনে লভিতে মিলন।  
 পরে কাদে পড়ি লাভ পান্থকা প্রহার,  
 এর সম মজা কিবা ভবে আছে আর ?  
 কামিনীকুল - কণ্টক কুল - কলঙ্কিনী  
 কামিনী কোথায় সাজে হয়ে উদ্ভাদিনী,  
 ভজিতে প্রাণের সখা কামতরে ধনী,  
 নয়ন-হারিণী রূপ সজ্জা সে কেমনি।  
 কোন স্থানে মলিন্মুচ হইছে বাহির  
 সিঁদ কাটিবার তরে মানস অস্থির।  
 বহু অমসাধ্য অর্থ বহু দিবসের,  
 আত্মসাৎ একবারে না পাইলে টের।  
 অর্থ অধিকার সুখ অপরাধ তার,  
 এর সম অপরাধ কিবা আছে আর ?  
 কোথায় রাতির দস্যু বাহির সদনে  
 ভয়ঙ্কর ঘূর্ত্তি ধরি লুণ্ঠারি সবনে,

পড়িছে ধনী'র গৃহে গৃহ লুট তরে,  
 কাটিছে বিদিয়ে তার নিষ্ঠুর অন্তরে।  
 কিবা অপরাধ তার। জ্ঞাননা পাঠক?  
 রূপটাদ অধিকার, না যাবে মন্তক?  
 ধনী'র মন্তক হুঁ' যাবে বই নয়  
 দক্ষ্য পাবে অর্থ রাশি মজার আলয়।  
 ধন্য ধন্য নরগণ ধন্য দিই শত,  
 কোথা মুখ স্থান আছে বল পৃথী মত।  
 দয়াল মানব সম জন্ত কেবা আরে?  
 আত্মহুঁ' তরে নাশে কে বল পিতারে?  
 নিশীধিনী হুপ্রহর নিস্তরু ভুবন  
 মধো মধো ভগ্নবাণী শব্দ নিপতন।  
 মধো মধো দিবাভীত করে কলরব,  
 পল্লল-পল্লিল-জলে ভেকের উৎসব।  
 মধো মধো শিবাদল ডাকে উল্লেঃস্বরে,  
 নানা রূপ ডাক ডাকে নানা কাকোদরে।  
 রজনী তিমিরারতা সময় এ স্বর,  
 উষ্মল করিয়া তুলে শিশুর অন্তর।  
 শিশুর ডাকিলে হুম এর মাঝে মাঝে,  
 আপনি আশঙ্কা আসি সে হৃদে বিরাজে।  
 অমনি জাপটি ধরে জননীর গলা,  
 বন্ধে তুলে অগ্নি তার জননী সরলা।  
 সুকোমল স্তন ধরি মুখে দেয় মাতা,  
 ভুড়িতে শিশুর ভীতি সে ত্রব্য বিধাতা।  
 সৃজিল রমণী বন্ধে, সাথে হুটী কাজ,  
 শিশুর আশঙ্কা তুড়ে, খাত্তর জাহাজ।

নিশীথিনী হুপ্রহর নিস্তর ভূদয়,  
 সরল মানবগণ নিত্রার মগন।  
 মোহন-আবাস বাটী হে পাঠক জন,  
 তোমার মানস চক্ষে কর দরশন।  
 দশজন দম্বা করে জ্বলিত মশাল,  
 আর দশজন করে বলে তরবাল।  
 কাল মিসমিসে বর্ণ দৃশ্য ভয়ঙ্কর,  
 কটমটে লালচক্ষু বাঁধা পরিকর।  
 নারে লক্ষ ভূমি কম্প পদবক্ষেপে যার,  
 ছুছকার, শব্দ কার বিধে কর্ণধার।  
 মালসাট, কাট কাট, ঠাট দেখি ভয়,  
 ধন ধন, শব্দধন, খজো খজো হয়।  
 তন্ তন্, সে নিশ্বন, প্রবণে যষ্টির  
 অঙ্গ কাঁপে, যার দাঁপে, মানস অস্থির।  
 এইরূপে কুড়ি জন দম্বা ভয়ঙ্কর,  
 ঘেরিল মোহন-বাটী কণেক ভিতর।  
 করেতে কুড়ালি ধরি তালিল কবাট,  
 প্রবেশিল বাটী মধ্যে যারি মালসাট।  
 প্রভু-পরায়ণ ভূতা দুটী সে বাটীর,  
 রক্ষিতে প্রভুর ধন দিল দুটী গির।  
 পরে দম্বাগণ গিয়া পড়িল সে ঘরে,  
 যথার মোহন-পিতা হিলা নিত্রাতরে।  
 আকর্ষণ করি কেশ বাহিরে আনিল,  
 অজ্ঞাধাতে হির ভিন্ন শরীর করিল।  
 অজ্ঞাধাতে শিরশ্ছেদ করি অতঃপর,  
 প্রবেশিল মোহিনীর গৃহ - অভ্যন্তর।

চাহিল দম্ভারী তার কঁাস আভরণ,  
 সুন্দরী মোচন করি আপন ভূষণ  
 নিক্ষেপিল ক্ষণমধ্যে দম্ভাগণ - করে,  
 পরিধিরে চীরবাস ফেলিল অন্তরে  
 সুন্দর বসন তার কাঁপি থর থর,  
 ক্রীজন-সুলভ শব্দ শুকালো অধর ।  
 সর্বস্ব হরণ করি গেল দম্ভাগণ,  
 তৈজসাদি না রহিল অর্থ আভরণ ।  
 বাহিনী প্রভাতক্রমে, উঠিল ক্রন্দন  
 মোহন - পিতারে শব করি দরশন ।  
 মোহন-জননী কাঁদে বিরোগে পতির,  
 সে ক্রন্দন শুনি চিত্ত কার হয় স্থির ?  
 মোহিনীর গওদেশ অশ্রুধারে ভাসে,  
 হৃদয় বিদীর্ণ শুনি সে দুঃখ প্রকাশে ।  
 হে পাঠক সুধীবর, করেছ দর্শন  
 মোহিনী প্রকৃত আশ্রু হলো কিছুক্ষণ ।  
 কর সম্ভর্শন এবে সে মুখমণ্ডল,  
 বিষাদ বসেছে তথি চপলা চঞ্চল ।  
 যেন চপলা চঞ্চল ? কোথা সৌদামিনী  
 লাগে সে সৌন্দর্য কাছে । ধরে না মেদিনী  
 উপমান সে রূপের জেনে) সুধীবর,  
 সুন্দরী রমণীনিধি আনুন উপর,  
 বিষাদ বসিলে পরে পাতি সিংহাসন,  
 ঠিক যেন সুধাকরে কলঙ্ক দর্শন ।  
 ঠিক যেন অলিবর শ্বেত পদ্মোপরে  
 ঠিক যেন তারা শোভে আঁখি-ইন্দীবরে ।

ঠিক যেন কুঁচ ফলে কালিমা দর্শন,  
 ঠিক যেন শিশু চক্ষে কজ্জল শোভন।  
 ভুবনমোহিনী রূপ একে মোহিনীর  
 বিবাদ বসিলে তখি কার, মন স্থির?  
 আলুলায়ে বেণীবদ্ধ পড়েছে ধনীর,  
 আননে উঠেছে গিয়া সকল কধির।  
 চম্পক - কুম্ভ - বর্ণ একে আননের,  
 রক্তিম। সংযোগে যেন বর্ণ গোলাপের।  
 ক্ষীত সে মুখমণ্ডল ক্ষীত অঁধিধর,  
 গওদেশে অশ্রুধারা দর দর বয়।  
 সৌন্দর্য-মাগর যেন হরে বিস্ফারিত,  
 কচি ভরে ভাঙ্গিতেছে মানসে প্রতীত।  
 বাকদ এমন কাল বাজি অভ্যন্তরে,  
 সেও অগ্নিতাপ পৈলে কিবা শোভা ধরে।  
 লোহকলা নিরখিতে কতই কুৎসিত,  
 সেও তাপে প্রভাময় সৌন্দর্যে রঞ্জিত।  
 কি আশ্চর্য্য হে পাঠক তব হে বলনা,  
 তাপে রূপময়ী হবে রূপসী মলনা।  
 মলিন বসন চীর দম্ভদত্ত পরি,  
 পদ্মিনী রহিছে যেন শৈবলে আবরি।  
 মানস মোহিনী রূপ প্রকৃতি সতীর,  
 কুহেলিকা ঢাকি যেন মনে হয় স্থির।  
 স্তম্ভরী রমণী আস্যে বসিলে বিবাদ,  
 পুকারের অঁধি পক্ষে বড়ই প্রবাদ।  
 আমার বচন এই সত্য কি অলীক,  
 হে পাঠক সজ্জন মনে তাব ঠিক।

হে পাঠক সজ্জন রমণী যাহার  
 হৃদয় বসিয়া গণ্য পরীক্ষা তাহার  
 একবার কর তুমি, কাদাও রমণী,  
 বিষাদ রমণী আন্তে শোভয়ে কেমনি,  
 জানিতে পারিবে তবে হে পাঠক জন,  
 অল্পতব সে ভাবের সম্ভব কখন ?  
 সর্বত্র হরণ করি গেছে দৃশ্যগণ,  
 খাদ্য দ্রব্য কিছু নাহি ছিল সে ভবন।  
 পুরজন কাটাইল দিব্য অনশনে,  
 হুঃখানুল জঠরাগ্নি শুকালো আননে।  
 মধ্যে মধ্যে উঠিল সে জননের রোল,  
 ব্যাপ্ত করি দিল দেশ ডাকাতির ঢোল।  
 লোকে লোকারণ্য হলো অন্ধর বাহির,  
 প্রতিবেশীগণ হলো শঙ্কার অস্থির।  
 নানা লোকে নানা কথা কহে পথে ঘাটে,  
 নাহি অস্ত্র কথা আর সেই পল্লী হাটে।  
 এ ডাকাতী-কর্ত্তা কেবা হে পাঠক জন ?  
 কাণিবে তব হৃদয় করিলে শ্রবণ।  
 পার তুমি করিবারে এর অল্পতব ?  
 'নারিকেল মধ্যে বিব কোথায় সম্ভব।  
 জীবনের কুর্বা এই শূন হৃদীজন,  
 স্বকর্ষ সাধিতে এই কৌশল সৃজন।  
 নিজ ইলটিয়াল ধরি দস্যুর আকার,  
 সর্বনাশ করিলেক মোহন বেচার।  
 জীবন যদি না এই করিত কৌশল,  
 কেমনে কামনা সিদ্ধি হতো তার বল।

রাজদ্বারে অভিযোগ হতো পরদিন,  
 পড়িত্ত জঞ্জাল-জালে যথা জালে মীন  
 তবেত জীবন, তবে তাহার মন  
 হইত পূর্ণ কেমনে বল সুখী জন।  
 অস্ত্রের জীবন হংস নিজ সুখ তরে ?  
 এমন সুহিত কার্য্য কোথা পৃথী'পরে।  
 অস্ত্রের লইয়া শির প্রমোদ ডুজিব,  
 এহেন মজার কার্য্য কোথায় পাইব।  
 অস্ত্রের লইয়া শির পাবো অর্ধরাশি,  
 কহিতে এ সুখ-কথা মুখে আসে হাসি।  
 অস্ত্রের লইয়া শির তাহার রমণী,  
 ডুজিব পরমানন্দে সে সুখ কেমনি।  
 কাড়িয়া অস্ত্রের জমি হবে নিজ বাটী,  
 কোথা পাবো তবে হেন সুখ পরিপাটী ?  
 অস্ত্রের হইবে ক্রেশ নিজ সুখ তরে  
 এ হেন মজার কথা কোথা পৃথী'পরে।  
 অস্ত্রের করিয়া নিন্দা হবে নিজ বশ,  
 হইবে অস্ত্র সকলে সুখ মোর বশ।  
 দিয়া পদোপরি পদ রব আমি বসি,  
 করিবে চরণ সেবা দশটী রূপসী।  
 হইব আমি ঠাকুর অস্ত্রে হবে ঢেলা,  
 অস্ত্রে ম'বে আমি মেলে এগারোখি ডেলা।  
 বলহ তোমরা বল বল নরগণ,  
 আমার এ বাক্যগুলি 'সুমিষ্ট' কেমন।  
 বল বল নরগণ এ কথা অবগে  
 প্রতি কি নাহি জুড়ায় ? সুখা বরিষণে

ভাসে নাকি তব অঙ্গ এ বাক্য বর্ণনে ?  
 হেন্দে কি ঢলেনা অঙ্গ এ বাক্য শ্রবণে ?  
 তবে হে পাঠকুজন সুধীর জীবন,  
 কেন না করিবে এই করম এমন।  
 জীবনে না কহ তবে কতু মন্দ লোক,  
 করে থাকে হেন কাজ বাহে জানা লোক ।  
 পরিপাক বিজ্ঞানস যার হৃদে হয়,  
 ধরি থাকে হেন বাঞ্ছা তাহার হৃদয়।  
 বুদ্ধিমান এ জগতে হয় যেই জন,  
 এ হেন সুকার্য্য হয় তাহারি মনন।  
 স্থলাকার বুদ্ধি যার বুঝিবে কেমনে,  
 কত সুখোদয় হৃদে যত্নেব ধ্বংসনে।  
 জীবন দস্যুর কার্য্য করিল গোপনে,  
 প্রকাশ্যে করিল ক্রোক ভূমি ধাত্ত ধনে।  
 মোহনের পুরজন পায় অন্নকষ্ট,  
 মোহিনীরূপমাধুর্য্য ক্রমে হলো ভুষ্ট।  
 যে মুখমণ্ডল রূপে মোহিত নয়ন,  
 সে মুখানি নিরীক্ষণে কাদেরে জীবন।  
 দিন দিন তরু কীর্ণ বাহিরে পঞ্জর,  
 প্রাণ সুকরিয়া উঠে বিশুদ্ধ অধর  
 সুন্দর্শন করি, তার, বর্ণ, নিরীক্ষণে,  
 জান হয় পাংশুবর্ণ আরুরি আননে।  
 পরশিলে যে শরীর হতো লোহোদয়,  
 সে দেহ করিলে ছিন্ন এনে পাংশুময়।  
 মনে মনে জ্ঞান হেন যেন রক্তরাশি,  
 নির্গলিছে অঙ্গরূপে চক্ষু'পরে আসি।

শরীর শোণিতজর্জর হলে। সে কারণ,  
 পাংশুবর্ণ আবরিয়া তাই সে আনন্দ ।  
 পরিধান ছিল যার সুধৌত বসন,  
 মলিন অজীর্ণ বাস পরি সে এখন ।  
 শোভিত বাহার করে কাঞ্চন বলয়,  
 পিতল বলয় তখি আঁহা মরি রয় ।  
 যে বক্ষে শোভিত চাকু স্বর্ণ কণ্ঠহার,  
 পঙ্কর-আবলী তখি কণ্ঠক শোভার ।  
 বেণী পার্শ্বে স্বর্ণ-ফুল শোভিত বাহার,  
 ধূলিরাশি রাশি রাশি উপরে তাহার ।  
 চিকণ পর্যাক্রোপরি বাহার শয়ন,  
 ভূমিশয়া আঁহা মরি তাহার এখন ।  
 চৰ্ম্মা, চূমা, লেহু, পের বাহার অশন ;  
 মোটা অন্ন এক মুষ্টি তাহার ভক্ষণ ।  
 এ কষ্টের হেতু কে রে ? সৌন্দর্য্য-রতন ।  
 রমণী - সৌন্দর্য্যরাশি কষ্টের কারণ ।  
 ধন্য হে জীবন দিই ধন্যবাদ শত,  
 না করিবে কেন ভূমি কার্য্য অভিযত ।  
 যে মোহিনী-রূপ লোভে কর ছেন কাজ,  
 চেয়ে দেখ একবার, পাবে ভূমি লাজ ।  
 চেয়ে দেখ একবার মোহিনীর পানে,  
 আনন্দ বিতরে কিন্না যজ্ঞাণা প্রদানে ।  
 হয় কি না দয়া তব চাহ একবার,  
 হয় কি না দয়া তব ? কি জন্ম আহার ।  
 দয়া সে কেমন ত্রব্য জান কি জীবন ?  
 দয়ার যোজন আছে তোমার জন্মণ ।

দয়ার মুখমণ্ডল পূর্ণ অশ্রুধার,  
 দয়ার লোচনযুগ যুগে ইন্দীবর ।  
 সরোবর ডাঁটা ছুটি বাহু দয় তার,  
 পদ দয় ছুটি জলন্তস্তের আকার ।  
 নবনীতস্তম্ভ সম অবয়ব তার  
 কৌমুদী সদৃশ রূপ আশ্রয় শোভার ।  
 হেন অকুসুম অরব্যে যাহার গঠন ।  
 লৌহময় যদি কিহে তাহার আসন ?  
 বসি গৃহে এক দিন মোহিনী সুন্দরী,  
 অশ্রু বহে দরদর এলায়ে কবরী ।  
 শরীর নিতান্ত শীর্ণ দেহে নাহি বল,  
 ছায়া মাত্র আছে অধু ধনীর কেবল ।  
 হেন কালে অর্দ্ধ বৃদ্ধা নারী এক জন  
 আসি উপস্থিত হলো মোহিনী সদন ।  
 কেশ গুলি অর্দ্ধ পর্ক বিউনি তাহার,  
 বুড়ি মাগী তবু বাঞ্ছা মারিতে বাহার ।  
 চন্দনের কোঁটা ছটা শোভে চাক ভালে,  
 ইফদেব পূজা চিহ্ন হরি হরি গালে ।  
 করে শোভে জপমালা স্পন্দন অপর,  
 লড়ে মুখ লক্ষ বার পলেক ভিতর ।  
 যুবাকালে চক্ষুমাণি ছিল ছুটি তীর,  
 কোটরে প্রবেশ এবে বিষাদে অস্থির ।  
 নাসিকার অগ্রভাগ খুঁতি অগ্রভাগ,  
 ধরিতে যাইয়া চাক বাড়াইছে রাগ ।  
 অর্ধেক দস্তুর পাতি পড়িয়াছে খসি,  
 গণ্ডদেশ ভাবি ভাবি পড়িয়াছে বসি ।

বোধ হয় যেন মন মন সৌন্দর্য-তরঙ্গ,  
 প্রবেশ করেছে গিরি। সেই মন অঙ্গ।  
 বোধ হয় যেন মনে সৌন্দর্য-তরঙ্গ,  
 হেন আশ্র চড়া'পরে করিতেছে রঙ্গ।  
 রক্তিম অধর ওষ্ঠ তাম্বুল ভঞ্জে,  
 ছুঁচিবাই আছে কিছু পদ প্রক্ষেপণে।  
 তাই হে পাঠক সুধি চলন সুন্দর  
 দেখি থাক পাবে ভাব তোমার অন্তর।  
 অধোত বসন ধানি অঙ্গে পরিধান,  
 পদোপরি বাস-শেষ বাম করে টান।  
 বয়স সময় ছিল। বয়ঃ অত্যাচার,  
 তিরোহিত তাহা নাহি সঙ্গী পেয়ে আর।  
 সেই সে কারণ এবে ধর্ম-পথে মন,  
 পূজাকালে পূর্বপতি শতেক স্বপন।  
 এ হেন রমণী এক আসি উপস্থিত,  
 মোহিনী সুন্দরী কাছে বদন হাসিত।  
 মোহিনীর পানে চাহি মিলি সন্তোষণে,  
 তুষিতে ধনী মন উদ্ভুক্ত একণে।  
 “একি লো নাতিনি হেরি আহা মরি মরি,  
 “সোণার পুতলি ধানি লোহ অঙ্গ ধরি।  
 “ফুল শতদল সম বাহার বদন,  
 “বিশুদ্ধ নলিনী সম সে মুখ এখন।  
 “নব কিসলয় সম কপাল চিকণ  
 “চিন্তা-হল সে কপালে করেছে কর্ণণ।  
 “তাই সন্ত শিরাকারে চিন্তা-হল-রেখা,  
 “ধ্বজ শতদল-দলে কীটজ্ঞেয়ী দেখা।

“ বাহার কটাক্ষপাতে সুধার করণ,  
 “ সে স্খিতে হয় এবে বিষ বরিষণ !  
 “ যে সৌন্দর্য্য কান্তি ছিল কবিত কাঞ্চন,  
 “ লৌহময় ত্রযো যেন তাহার গঠন ।  
 “ গোলাল গোলাল বাহ গোলাল শরীর,  
 “ পুরুষের কিবা কথা টলিত নারীর  
 “ মানস-পঙ্কজ, রূপ করি নিরীক্ষণ,  
 “ সে শরীরে আহা মরি কি আছে এখন ।  
 “ তোমার হৃৎকের কথা শুনি লো নাতিনি  
 “ তব হৃৎক দূর তরে আমি আকাজিকনী ।  
 “ কেন এত কষ্ট সহ মম বাক্য ধর,  
 “ ভাসিবে সুখ-সাগরে তোমার অন্তর ।  
 “ মনোহর অট্টালিকা উপরে বসতি  
 “ হইবে নাতিনি তব সুখপ্রদ অতি ।  
 “ দাস দাসী দশ জন সেবিত চরণ,  
 “ শরীর ভরিয়া দিবে কাঞ্চন-ভূষণ ।  
 “ পরিধান পট্টবাস অতীব সুন্দর,  
 “ আতর-গোলাপ-গন্ধে অঙ্গ ডরতর ।  
 “ চর্ক, চূষ্য, লেঙ্ক, পের ভোজনের ঘট,  
 “ দশ দিনে বাহিরিবে পূর্ণ রূপ-ছটা ।  
 “ এক জন বড় লোক তব এতি মন,  
 “ বাহার সৌন্দর্য্য-রাশি করি নিরীক্ষণ  
 “ আমি বুড়ী মাগী আছি ভিজি ইচ্ছা করি,  
 “ তোমার তো কথা নাই সুবতী সুন্দরী ।  
 “ স্বাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিনী,  
 “ তর্জন করিয়া কহে ‘যনধনি জিনি—’

“ কি কহিব তুমি হুঙ্কা তক্তির ভাজন,  
 “ দিতাম নহিলে শিক্ষা তোমায় এখন।  
 “ ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি এই হুঙ্কনশা  
 “ কহিতে এ কথা হলো কেমনে ভরসা।  
 “ কি তুমি দেখাও বুড়ি অর্থ প্রলোভন,  
 “ কি তুমি স্নেহের কথা করিলে বর্ণন।  
 “ যদি অর্থ রাশি পাই এ সংসার ভরা,  
 “ অধিকার মম যদি হয় বসুন্ধরা,  
 “ পৃথীস্থিত যাবতীয় যদি নরগণ’  
 “ মম আজ্ঞাকারী হ’য়ে তোবে মম মন ;  
 “ তথাপিও এ জীবন না হয় চঞ্চল,  
 “ স্নেহের সদৃশ রবে সতত অটল।  
 “ দ্বারে দ্বারে এক মুষ্টি যদি ভিক্ষা করি,  
 “ তথাপি কি পাতিব্রতাধনে পরিহরি ?  
 “ সূজীর্ণ বসন যদি পরি অঙ্গোপরি,  
 “ তথাপি কি পাতিব্রতা-ধনে পরিহরি ?  
 “ যদি এ জীবন কেহ লগ্ন খড়ো হরি,  
 “ তথাপি কি পাতিব্রতা-ধনে পরিহরি ?  
 “ ধিক্ সে নারীর প্রাণে ধিক্ দিই শত,  
 “ তাজে যে সতীত্বধনে হয়ে বুদ্ধিহত।  
 “ একনি চলিয়া যাও হইতে সমুখ,  
 “ ভিক্ষা করি ধর্ম তাল এ কর্ণে বিমুখ  
 “ হও তুমি এ অবসি, কহি, গুন কাণে,  
 “ বুড়া কালে রেখো মন কিছু ধর্ম পানো।”  
 নাহি পায় সেই হুঙ্কা পথ পলাবার,  
 লজ্জাভরে জড়সড় কথা নাহি আর।

যুবতী রমণী এক অঁত্ৰ এক দিন,  
 তীব্রবে সজ্জাষি কহে হইয়ে সমুখীন।  
 “শুন লো মোহিনিদিদি, এক গুপ্ত কথা  
 “মেনো তুমি ইহা শুনি, বলি বাক্য যথা—  
 “একজন ধনী লোক তোমা লইবারে,  
 “পাঠাইবে পাল্লিক সহ দশটি কাহারে।  
 “লইয়া তোমারে যাবে প্রকাশিয়া বল,  
 “করিয়াছে সেই দুষ্ক উদ্যোগ সকল।”  
 সুন্দরী সে কথা শুনি ভয়ে জড়সড়  
 লইল একটা দাসী সঙ্গে দড় বড়।  
 পলাইল পিত্রালয়ে গুপ্ত ভাবে ধনী,  
 ভয়েতে বিহ্বলা হইয়ে মোহন-রমণী।

## অষ্টম সর্গ ।

“ For when to the view  
Forth from its raven fringe the full glance flies  
Ne'er with such force the swiftest arrow flies.  
'Tis as the snake late coiled who pours his length,  
And hurls at once his venom and his strength.”  
DEN JOAN.

“ অগ্নি কাব্যদেবি, তোমা করি আরাধনা  
বঞ্চিত হইল দীন চাহিয়া দেখ না  
সৌন্দর্য অমূল্য রত্ন, লভিতে যে ধন  
চির আকাঙ্ক্ষিত আমি; অদৃষ্ট কেমন  
মম বুঝিবারে নারি, করিতে মম্বন  
সুখা, উঠি হলাহল জ্বালায় জীবন।  
তব তরে কাব্যদেবি, সহি কষ্ট কত,  
জীবনের সুখ মম হইল বিগত।  
তোমা সেবি কোথা দৈবি, হবে অশ্বোদয়,  
ভাগ্যদোষে দুঃখ-শূল বিধিছে হৃদয়।  
পুজ্যাম্পদ বলি যারে পূজি হৃদি স্থলে,  
সে কেন হৃদয়-কলি বিষ দিয়া দলে?  
ভুলেও পন্নয় মন্দ ভাবি না হৃদয়ে,  
কুৎসা-তীরে বন্ধ ভেদে সে কেন নির্ভয়ে?  
কেন তব তেজাকুর রোপিল অস্তরে,  
তাইতো গো এত জ্বালা সহি পৃথ্বী'পরে।  
ন্যায়া কথা কহিবারে কেন গো শিখালে,  
ধর্মভীক করি কেন কেলিল জঞ্জালে।

তোমার সেবাই দেখি, অনর্থের মূল,  
 তোমার সেবি আর নাহি স'বো নিন্দাশূল।  
 এত বলি ক্রোধ তরে নিক্ষেপি লেখনী,  
 পন্নন শয্যা উপরি করিষু অমনি।  
 বিরাম-দায়িনী নিদ্রা আসি উপস্থিত,  
 অপূর্ণ রমণী স্বপ্নে দেখি চমকিত।  
 দেখিষু রমণী এক রূপ চমৎকার,  
 চক্ষুর বালাই যায় দেখি কচি যার।  
 কবরী বন্ধন ঘেরি শোভিছে গোলাপ,  
 সন্দর্শনে যে মাদুরী যায় মনস্তাপ।  
 চাক কিসলয় যুক্ত পল্লব চিকণ,  
 মধ্যে মধ্যে আছে যার সূচাক প্রস্থন।  
 নানা কুলময় সিঁধি শোভিছে সৌন্দর্যে,  
 আসি হইয়াছে শেষ যাহা প্রাতি-অন্তে।  
 প্রাতি নিয়ে ছলিতেছে পদ্মকানি ছল,  
 লড়িছে ঝকিছে সেই সৌন্দর্য্য অতুল।  
 নামা নিধে শোভিতেছে পুষ্পময় মত,  
 কঁদের নোলক যাহে ছলিছে মতত।  
 মল্লিকা কোরক বিনির্মিত মুক্তাবলী,  
 উজলিয়া রহিয়াছে উচ্চ উন্নতলী।  
 ফুলময় চুর করে, ফুগাল বলয়  
 বাহার সৌন্দর্য্য আঁখি মন কাড়ি লয়।  
 কিবা জুই গোড়ে মল ধাঁদদেশে শোভে,  
 যুনির মানস টুলে যে সৌন্দর্য্য লোভে।  
 নিলীমা-বরণ-বাস অতীব সুন্দর,  
 খজোতের গুল ককে যাহে মনোহর।

নিরীকণ করি বটে স্বপনে রমণী,  
 মানসে অপূৰ্ণ চিত্ত। এ আর কেমনি।  
 দেখিছে দেহ উপরি যেন রে তাহার,  
 বহিতেছে নদনদী আর পারাবার।  
 ভূধর সুউচ্চতর শোভে সঙ্গি সারি,  
 নিব্বরে বব্বরে বীরি জ্ঞতি মনোহারী।  
 তরুর নান। জাতি কিবা ভাতি তার।  
 আঁধি মনোগ্লানি দূর হৈরি কচি যার।  
 তারি'পরে মধুস্বরে পঙ্কী করে গান  
 যেমনি সৌন্দর্য্য তার তেমনি রে তান।  
 লতাগুল্ম নানা জাতি ফলে সুশোভিত,  
 সরোবর মনোহর পবনে কম্পিত।  
 বৃহল মলয়ানিল তরুর উপরে,  
 হইতেছে প্রবাহিত কিবা মধুস্বরে।  
 কুসুম-সুরতি কাড়ি বৃহ সমীরণ  
 বহিতেছে বৃহ বৃহ হরিয়া জীবন।  
 নকত্র নিকর শোভে সুধাংশু সহিত,  
 সুস্নিগ্ধ কৌমুদী মন করিছে মোহিত।  
 শযাতল স্বর্গস্থল হটল। মম যেন,  
 কখন নয়ন রূপ হেরেনি এ হেন।  
 শরীর নিতান্ত ধরু তাহার উপরে,  
 এত শোভাময় জবা শোভিবে কি করে।  
 বধা যেন সুখীঘর মঙ্গল মুকুরে,  
 অনাগ্রাসে ধরি থাকে প্রকৃতি বধুরে  
 কুত্র আরতনযুক্ত, কিহা অল ধণ্ডে  
 অনাগ্রাসে বধা ধরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে

সে রমণী রূপ জেনো এমনি উজ্জ্বল  
 ত্রিসংসার প্রতিকৃতি পড়িয়া সে স্থল।  
 আর দেখে ছে পাঠক এ চিত্তা স্বপন,  
 নহিলে শরীর মাঝে এ দৃশ্য দর্শন।  
 যা হোক পাঠক জন হেন এক নারী  
 আসি উপকৃত হলো সম্মুখে আমারি।  
 সৌরভে পূর্ণিত হলো মম শয্যাশুল,  
 পুলকে পূর্ণিত প্রাণ দেহ সুশীতল।  
 অনিমেঘ চক্রে তার দেখি রূপছটা  
 অন্তর ভবনে যোর আনন্দের ঘট।  
 আসি নাবী ধীরে ধীরে আমারে সম্ভাষি  
 কহিতে মাগিল কথা যুহু যুহু হাসি;—  
 “উঠ উঠ উঠ বাছ। হুঃখ পরিহর।  
 “নীচ বাক্য অতিপাত কভু নাহি কর।  
 “কি না কহি থাকে নীচে সুভদ্র মানবে,  
 “গেয়ে থাকে গুণী-গ্লানি নীচে এই ভবে।  
 “কুকুর সুধাংশু হেরি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,  
 “সে জ্ঞাত কি সুধানিধি মনোহুঃখ করে?  
 “কোথায় কুকুর আর কোথা নিশাকর,  
 “কোথা তুমি কোথা নীচ বিস্তর অন্তর।  
 “তোমা প্রতি ঘেব ঈর্ষা করে যেই জন,  
 “এক রূপ জেনো তব প্রশংসা কীর্তন।  
 “নীচবাক্য আকর্গন করি বাছাধন;  
 “না চিন্তিয় করিবেক সুপথ বর্জন।  
 “যে পথ ধরিয়া আই যাও সেই পথে,  
 “কিছু পরে আরোহিবে তুমি যশোরথে।

- “তখন ভাসিবে তুহি আশ্রয়-সাগরে,  
 “সে স্থখ তুলনা কাছে কি স্থখ তু’পরে?  
 “কহিতেছ কর্ম যাবে; এ স্থখাশ্রয়ণে,  
 “বধোচিত্ত মনঃকষ্ট হলো মুখ মনে।  
 “চাকুরি কুকুরি বাঞ্ছা করে যেই জন,  
 “তোজোহীন সেই নর এই সে তু’বন।  
 “অর্থ উপার্জন পথ আছে কত শত,  
 “তাহা তাজি চাকুরিতে তব মন রত ?  
 “কহিতেছ ‘কাব্যদেবি তব আরাধনা,  
 “কখন মানসে মম আর করিব না।’  
 “মম নাম কাব্যদেবী ওরে বাছাধন,  
 “না করিবে বল মোরে কেন আরাধন ?  
 “পাইতেছ কষ্ট বলি ? এ কষ্ট তোমার  
 “রবে না কখন শুন বচন আমার।  
 “আমার অর্চনা যেই করে আরম্ভন,  
 “কিছুদিন তার কষ্ট হয় বাছাধন।  
 “তাহার কারণ যত কীর্ত্তিত নর  
 “পুঞ্জিতে দেয় না হয়ে কীর্ত্তার কাতর।  
 “যার প্রতি আছে বাছা আমার নয়ন  
 “তাহার উৎসাহতজ করে কোন জন ?  
 “একচিত্ত হয়ে কর মম আরাধনা,  
 “হইবে নিশ্চয় তব সফল কামনা।  
 “তব কষ্ট হবে দূর আশ্রয় বহুল  
 “নভিবে তব জীবন নাহি যার তুল।  
 “উঠ উঠ উঠ বাছা ধরছ লেখনী,”  
 এত বলি অগ্রসর হইলে সে রবণী

মম গলে এদাশিল পুষ্পময় হার,  
 বলি, "এই ধর ব'হে তব পুরস্কার।"  
 সৌরভ জীতুল হলো জীবন আমার।  
 সেই পুষ্পময় হার গয় চমৎকার।  
 মুহূর্তেক মধুর নারী হলো অন্তর্দান,  
 এখনো নিরন্তর যেন সে নারী স্থান।  
 ভাঙ্গিল আমার ঘুম ধরিত্রী  
 লিখিতে আরম্ভ কাব্য করিত্রী অমনি।  
 আগত শরৎকাল গগন মণ্ডল  
 আবরিল প্রীতিকর নীলিমা উজ্জ্বল।  
 নির্মল নভোমণ্ডল নীলিমা বরণ,  
 পূর্ণ চন্দ্রমার যাহা চিকণ আসন।  
 তারি'পর শশধর রজনী সময়,  
 নক্ষত্র নিকর চর সহিত উদয়।  
 তাহার সুসমা কিবা নয়নরঞ্জন,  
 তাহার মাদুরী আঁকা সুধু আকিঞ্চন।  
 শরতের নিশাকাল পূর্ণিমা সংযোগে,  
 মহৌষধ নাশিবারে রক্ত চিত্তারোগে।  
 শরতের সুসম্পূর্ণ শশী নিরীক্ষেণে  
 উখলিয়া নাহি দেয় কাহার জীবনে?  
 কুমুদিনী নিজ নাথে করি নিরীক্ষেণ,  
 সরোবরে বিকসিত হাসিত বদন।  
 নিপট লম্পট চাঁদ তাজি স্বর্গস্থল,  
 একেবারে সমুদ্রিত সরোবরতল।  
 অই দেখ নারী পার্শ্বে প্রতিবিম্বলে,  
 চুপেছে নিজ রমণী বদনমণ্ডলে।

যে যাহারে ভালবাসে পেরে কিবা করে ?  
 লক্ষ কোশ ব্যবধানে ছিন্ন নারী ধরে।  
 মালতী কৌমুদী পেরে যেনেকো হাসি,  
 সখী পেরে সখীনে সখীনে ভাসি।  
 শুভ্র বর্ণ লগ্ন ফুল ফুল চতুর্ভিতে,  
 আছে কি হেন অব্য অঁধি আনন্দিতে,  
 শরতে শুভাগমে যেন পৃথ্বীমলী  
 হুয়া উঠিছে ধরি সুর্য্যোদয় অতি।  
 তক্ষক ধাত্তে পূর্ণ রূপ চিকণিয়া,  
 যাহার মাধুরী হেরি উঠে উখলিয়া  
 হৃদয় - সরসী - নীর আনন্দ স্বরূপ  
 বরষার বাগ্নি পাতে; কবি ভাব কুণ  
 সজ্জাবে সতত করে টলমল টল।  
 ধাত্তক্সে কবি কাব্য উদ্দীপনামূল।  
 শরতের প্রোতম্বিনী নীরে থর থর,  
 যাহার সৌন্দর্য্যরাশি জুড়ায় অন্তর।  
 জাহ্নবী-জীবন বেগে হয় প্রবাহিত,  
 মোহন সন্নয়ন ছাড়ি চলিল। সুখীত।  
 তরণী ছাড়িয়া দিল নাবিক জুয়ারে,  
 ছুটিল তরণী বায় কে ধরে তাহারে ?  
 শরতের প্রাতঃকাল অতি মনোহর,  
 তাহাতে মোহন পুনঃ তরণী উপর।  
 উঠিছে শরৎ - রবি নদীতীর হতে,  
 যাহার সৌন্দর্য্য তুল্য আছে কি জগতে ?  
 হইতে পশ্চিম তট রবি নিরীক্ষণে  
 জুড়ায় নরন মন চাক সুর্য্যোদয়ে।

উদিত রবির 'মূর্তি পড়ি গঙ্গানীরে,  
 অগ্নিস্তম্ভ উঠে যেন নদীমীরে ধীরে ।  
 পূৰ্ণ তীর, হতে পুনঃ নিরখি পশ্চিম,  
 মানব-হৃদয়ে, হয় আনন্দ অসীম ।  
 সুরমা হৃদ উপরি গরকলা শোভা,  
 নর-মন মুগ্ধ করে প্রভা মনোলোভা ।  
 কাচথণ্ডে রবিরশ্মি প্রতিবিম্ব 'পড়ি,  
 কিবা শোভাময় মূর্তি আহা মরি মরি !  
 প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা গৃহ অভ্যন্তরে,  
 জ্বলিতেছে বোধ হয় দর্শক অন্তরে ।  
 নিশা শেষে শরতের রক্তি নিপতনে,  
 অসিক্ত রহিছে করি চাক তরুণে ।  
 তাহারি উপরি মরি রবি-রশ্মিষটা  
 উদ্ভূত করেছে আহা কিবা রূপহটা ।  
 শরৎ আনন্দে মাতি যেন তরুণে,  
 আবরিত করিয়াছে কাঞ্চনভূষণে ।  
 রক্তিকোটা হুলিতেছে তরু পত্রময়,  
 তাহারি উপরি পড়ি রবি রশ্মি রয় ।  
 লক্ষ লক্ষ গজযুক্তা শারদ তপন,  
 সজ্জীভূত করি যেন শাখীর আনন ।  
 বাহার অম্বা হেরি স্তব্ধ অধীমন,  
 বাহার অম্বা করে আঁধি আকর্ষণ ।  
 অচাক তরুণীশ্রেণী চলিছে বাহিয়া,  
 পড়িছে তরীর ডাঁর জ্বৰ্ণ মোহিয়া ।  
 অধীর অবিজ্ঞ জন করে প্রাতঃ স্নান,  
 মধ্যে মধ্যে আছে তার রমণী-বসান ।

মধ্যো মধ্যো লক্ষ্যে বজ্র দর্শন,  
 নিরখিছে রমণীক জ্ঞানন শোভন।  
 জলচর পক্ষী নানা দেয় সম্ভরণ,  
 যাহার সৌন্দর্য্য করে নয়ন হরণ।  
 যুহু যুহু সমীরণ হয় প্রবাহিত,  
 যাহার পরশে হয় শরীর মোহিত।  
 জাহ্নবী-জীবন পেয়ে যুহু সমীরণ,  
 হৃদয় উখলি উঠে উর্ধ্বর সৃজন।  
 স্নানোত্তর হিরোলকুল ভাঙ্গে নদীতটে,  
 অবগুহরে সেট সুধাহৃষ্টি বটে।  
 এইরূপ নানা শোভা মানস মোহন,  
 মোহন নিরখি যুদ্ধ, প্রায় বিচেন।  
 অসার সংসারে সার প্রকৃতিশোভন,  
 যকুভূমে যকুজ্ঞান যেমন সৃজন।  
 যখন প্রকৃতিসতী হেরি নদীতটে,  
 মানস-মুকুরে তার আকৃতি প্রকটে।  
 প্রমোদ হিরোল ভাঙ্গে মানস-মন্দিরে,  
 নদী-উর্ধ্ব শিবালয়ে যথা নদীতীরে।  
 পরাণ নাচিয়া উঠে সে শোভা দর্শনে,  
 জগতের বত জ্বালা ভুলি রে সেক্ষণে।  
 হায় রে, কবিকদম্ব, কিবা দশা তব  
 হতো রে, প্রকৃতি সতী-দর্শন উৎসব  
 যদি বা ফুলারে দিত ভবের যাতনা ?  
 কি দশা হতো রে তব তবে ত বল না।  
 যথা হৃদয় শিল্পকরে আদিগত প্রাণ,  
 কোবল কাষ্ঠ বিড়াল একে ছদ্মস্থান।

কবির সে দশা ঠিক শাড়ি দুই করে,  
 মতিভুষ্ট পাপিষ্ঠরা কখন কি করে।  
 কিঞ্চিৎ যুগ্ম শাস্ত্র যুগে বন্য নরগণ,  
 শীকারকরণ তরে পশ্চাৎ ধাবন।  
 ভরে ভীত ভ্রান্তাবিত কম্পিত শরীর,  
 নিবিড় অরণ্যে ধায় হরিণ অস্থির।  
 ঠিক সেইরূপ কবি দুই নরভয়ে,  
 নদীর বিজন তীরে শঙ্কিত হৃদয়ে  
 পশে গিয়া হেরিবারে প্রকৃতি রমণী,  
 সর্ব্ব হুঃখ দূরীকৃত, দর্শনে যে ধনী।  
 হেনকালে সেই স্থলে যদি যায় নর,  
 নর দেখি হেরে হরি কবির অন্তর।  
 মোহনের তরী আসি হলে উপস্থিত,  
 শূন্তপুর বাঁধা ঘাটে; মোহন হর্ষিত।  
 শূন্তপুর গ্রাম সুখি হয় কি স্মরণ?  
 জীবনের জন্মভূমি হে পাঠক জন।  
 শূন্তপুর গ্রাম খানি অতি মনোহর,  
 ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস আছে সুবিস্তর।  
 অট্টালিকা মনোহর আছে শত শত,  
 উদ্যান প্রমোদ স্থান আছে কব কত।  
 একক জীবন বারু গ্রামের গৌরব,  
 না হইবে কেন যার অঁতুল বিস্তব?  
 একক জীবন হতে গ্রাম লক্ষ্মীমন্ত।  
 প্রভূত প্রভাব যার ঐশ্বর্য অনন্ত।  
 অল্প আর একবার সুধীর মোহন  
 এসেছিল। এই গ্রামে কুতূহলী মন।

অপূৰ্ণ উদ্যান এক আছে জীবনের,  
 দেখিবারে যাঁহা কাঙ্ক্ষা পুনঃ মোহনের।  
 পূৰ্বে যবে এই গ্রামে আইলা মোহন,  
 নিজেদ্যান দেখাইলা তাহারে জীবন।  
 মোহন জীবনসহ তাই পরিচয়;  
 দেখিবারে সে উদ্যান প্রফুল্ল-হৃদয়  
 চলিল। মোহন ধীর নাশি তরী হতে,  
 মোহন প্রফুল্ল কত কহিব কেমনে।  
 বাঁধা ঘাট হতে পথ অতি মনোহর,  
 দুই ধারে দেবদারু ঝাউ কি সুন্দর!  
 নানা লতা ফুলভরে ঝোলে তরুণের,  
 বাহার সৌন্দর্য রাশি পান্থ মনোহরে।  
 তরুণের নানা পক্ষী স্রুণে করে গান,  
 তরুণের স্বর্গস্থল মনে হয় জ্ঞান।  
 মধ্যে মধ্যে সমীরণ বহে শাখীপরে,  
 কিবা সুমধুর স্বর সমুচ্ছিত করে।  
 মোহন প্রবণ করি শব্দ সুললিত,  
 শরীর শীতল তার জীবন মোহিত।  
 আসি উপস্থিত ধীর জীবন - ভবনে,  
 মনোহর অট্টালিকা পূর্ণ সুশোভনে।  
 ত্রিতল সুরম্য হর্ম্য অঙ্গ ধবলিত,  
 স্তম্ভশিখরে কাককরি অতি সুশোভিত।  
 সপুণ্ড্রে সুরম্যোদ্যান সুসজ্জিত ফুলে  
 কত পুষ্প প্রফুল্লিত আকর্ষণ মুকুলে।  
 দেউড়িতে দীর্ঘকায় সিপাই পাহারা;  
 হৃদয় শব্দিত হ্রদ নিরখি চেহারা!

মোহনের আগমন জানাইল। স্বামী,  
 মোহনে বসিতে স্থান দিল। কর্মচারী ।  
 মোহনের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা  
 করে কর্মচারীগণ অতিমিষ্ট-ভাষা ।  
 জীবন ভবনে নাই শুনিল। মোহন,  
 পল্লীগ্রাম দরশনে অন্যত্র গমন ।  
 - জীবন কেমন ব্যস্ত প্রকৃতি দর্শনে,  
 অবিদিত হে পাঠক আছে কোন্ জনে !  
 জীবন ভবনে নাই শুনিল। মোহন,  
 বিষাদে মানস তার হইল মগন ।  
 জীবন কি সর্বনাশ করিছে তোমার,  
 জাননা কিছু মোহন সংবাদ তাহার ।  
 জীবনের প্রধান যে ছিল। কর্মচারী  
 মোহনের সহ জানা আছিল তাহারি ।  
 মোহনেরে করিল সে যথেষ্ট আদর ।  
 ভোজনের আয়োজন করে অতঃপর ।  
 চর্ক, চূষা, লেহু, পেয় ভোজন সুন্দর,  
 ভোজনান্তে ভারাক্রান্ত মন কলেবর ।  
 আলস্য বশত ধীর করিল শয়ন,  
 মোহনের হলো পরে নিদ্রা স্নাকর্ষণ ।  
 মোহনের নিদ্রাভঙ্গ হলো অপরাহ্নে,  
 প্রদীপ্ত বাসনাশিখা দেখিতে উদ্যানে ।  
 নিজ মনোগত ভাব কহে পূরজনে,  
 পড়িল বিষম গোলে কর্মচারীগণে ।  
 জীবন অবর্তমানে উদ্যান ফটক  
 উদ্ঘাটিতে ছিল মানা শুনহ পাঠক ।

ইহার কারণ হুধি অন্দর সহিত  
 সেই সে উদ্যান স্থলী ছিল। সংযোজিত।  
 জীবন মোহনে কিছু করি সমাদর,  
 দেখাইয়াছিল। পূর্বে উদ্যান সুন্দর।  
 সে কারণ পুরজন করিতে বারণ,  
 অশক্ত হইল। এবে হে পাঠকজন।  
 করিল। আদেশ তাই উদ্যান মালীকে,  
 ফটক খুলিয়া দিতে মোহন সুধীরে।  
 হে পাঠক সুধীর উদ্যান বর্ণনে,  
 আমর নিতান্ত বাঞ্ছা বর্জিব কেমনে।  
 এসো গো কৃপনাদেবি বসো একবার  
 দীনের লেখনী পরে এ বাঞ্ছা আমার।  
 তুমি দেবি নাহি হও যে কবি সহায়,  
 কোথায় তাহার কাব্য সমাদর পায়?  
 সুদীর্ঘ উদ্যান সেই বিশ বিঘা স্থল,  
 সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা বরণ ধবল।  
 জীবনের অটালিকা পূর্বভাগে স্থিত,  
 অন্দরমহল সহ যাহা সংযোজিত।  
 এমোদ-উদ্যান এই শোভা মনোহর,  
 যাহার সৌন্দর্য্য হেরি, প্রকৃত অন্তর।  
 কটকের দুই ভিতে দুটি দীর্ঘ স্তম্ভ,  
 স্তম্ভ শিরে দুটি সিংহ বিস্তারিয়া লম্ব।  
 বিঘোনিয়ালতা ঘেরি আছে স্তম্ভ অঙ্গ,  
 সমীরণ সহ যাহা করিতেছে রঙ্গ।  
 উদ্যান প্রবেশ করি প্রশস্ত শরণী,  
 রাউ জেনী, শরণীর দুপার্শ্বে কেমনি।

দ্বিখণ্ডিত সুশ্রবস্ত পথ কিছু পরে,  
 দুই পথ অর্দ্ধচন্দ্র সম অঙ্গ ধরে ।  
 তারি মধ্যে গোলাকৃতি চানকা সুন্দর  
 নব দুর্বাদলে পূর্ণ অতি প্রীতিকর ।  
 তাহারি উপরি নানা তরুণে নত,  
 শোলাপ কত প্রকার তাহা কব কত ।  
 সুদীর্ঘ সে গোলাকৃতি চানকা মাঝে,  
 আপনি সৌন্দর্য্য কুকি প্রমোদে বিরাজে ।  
 কুকির সৌন্দর্য্য রাশি বর্ণিবে কে আরে ?  
 তাহার মাধুর্য্য তুলা আছে কি সংসারে ?  
 যে জন কখন কুকি করেছে দর্শন,  
 শুধু সেই জন জানে সে ধন কেমন ।  
 শরতের শশী কতু নহে কাছে তার ।  
 সরস্বিত সরোকহ আশ্রয় লজ্জার ।  
 তাহার মাধুরী সুধি এমন সুন্দর,  
 সন্দর্শনে স্পন্দহীন আঁখি কলেবর ।  
 যেমন বিষপাথর বিষে আকর্ষণে,  
 জীবনের যত আঁখি সে তরুণ রতনে  
 তেমনি শুবিয়া লয় হে পাঠক জন,  
 শরীর পবিত্র হয় দর্শনে যে ধন ।  
 সুদীর্ঘ সে গোলাকৃতি চানকা উপরে,  
 কত শোভাময় তরু আছে শোভা করে ।  
 একটা একটা তরু বর্ণ কত রূপ,  
 যেটি হেরি সেটি যেন পুষ্পতরু-ভূপ ।  
 অর্দ্ধচন্দ্র সম দুই শরণী সুন্দর,  
 এক হইয়াছে আসি কিছু দূর পর ।

পুনর্বার সুপ্রশস্ত পথ আরম্ভন,  
 বার পার্শ্বে কামিনী কুহুম জশোভন ।  
 কিছু পরে প্রসন্ন-নির্মিত বাঁধা ঘাট,  
 বাহা হেরি খুলি দেয় মানসকবাট ।  
 মনোহর সরোবর নীরে টলমল  
 হু একটী আছে তার কুলশতদল ।  
 কুমুদ কোরক কত শোভে সরোবরে,  
 নীর ছাড়ি শির তুলি যেন বন্ধুবরে  
 কুমুদিনী অগ্রসর করিতে আস্থান,  
 কি কচি তাহারি মরি জুড়ায় পরাণ ।  
 সরসীর চতুর্ভিতে ঝাউ সারি সারি,  
 সর-চতুর্ভিতে পথ অতি মনোহারী ।  
 ঝাউতরুপরে নানা লতা কুলে নত,  
 গুঞ্জরিছে মধুকর তাহে অবিরত ।  
 ঝাউতরু লতিকার গলাগলি করি,  
 সরসী মুকুরে মুখ দৌছে দেখে ধরি ।  
 স্বচ্ছ সরে মীনকুল আমোদে আকুল,  
 সন্তরিছে দলে দলে সৌন্দর্য্য অকুল ।  
 মীন-সন্তরণে নীর জৈবদ্ কম্পিত,  
 তরু প্রতিকৃতি নীরে তাহে আলোড়িত ।  
 বোধ হয় সরঃনীরে গহন কানন,  
 এর অঙ্গে উহা পড়ি অপূর্ব্ব শোভন ।  
 সরসীর চতুর্ভিতে সুপ্রশস্ত পথ,  
 এক পার্শ্বে ঝাউ অন্যে বর্কুল, মন্থখা  
 নিবিড় পাদপ-পত্র শোভা মনোহর,  
 তরুল সুশীতল শূন্য রবিকর ।

বসিলে সে তরুতলে নিদাঘসময়,  
 প্রাণীর প্রাণের জ্বালা দূরীকৃত হয় ।  
 উইলো, পাদপ দুটী সর দুটী ধারে,  
 আপনি বিবাদবলে হৃদয় আগারে  
 নিরীক্ষণ করি যার বিমর্ষ শোভন,  
 অঙ্গ লুটাইয়া যেন করিছে রোদন ।  
 কোথায় লতামণ্ডপ শোভিছে উজ্জ্বল,  
 যার তল ভৃগু করে সম্ভ্রম পরাণে ।  
 মঞ্জুল নিকুঞ্জবন কোথা স্নশোভন,  
 যাহার মাধুরী করে অঁধি আকর্ষণ ।  
 পাদপ মণ্ডপ কোথা কৌশলে নির্মিত,  
 যার তলে অরকিট পুষ্প স্নশোভিত ।  
 পাদপ মণ্ডপ একে তাহে অরকিট,  
 হেরি দূরীকৃত হয় নর-চিন্তা-কীট ।  
 কত রূপ অরকিট কে করে গণন,  
 তবর উপরে মরি তবর সৃজন ।  
 কত মত ক্যাক্টাস্ শোভে স্তম্ভশিলে  
 যাহার গঠন হেরি কে রাপে হাসিলে ।  
 কোথায় ভারবেনা শোভে চানকাউপরে,  
 কোথায় রঞ্জিত তরু শোভে থরে থরে ।  
 কোথা স্তম্ভ ভূমিধণ্ড পূর্ণ দুর্বাদলে,  
 যাহার শ্যামল শোভা অঁতুল ভূতলে ।  
 কোথা কোয়ালিস ফুল দিক আমোদিয়া  
 মাধবী মালতী কোথা তরু আচ্ছাদিয়া ।  
 কোথা মধুগন্ধা ভ্রাণে প্রমোদ উজ্জ্বল,  
 কোথা শিরোপজি ফুল আকুলে পরাণ ।

কোথা সুমকালতা শোভে মনুল মুরতি,  
 পাখীলতা কুল কোথা সূচিকণ অতি।  
 লতা লজ্জাবতী কোথা পরশে লজ্জিত  
 নারী লজ্জাবতী যথা নরল্লার্শে ভীত।  
 পলাশ রজন কোথা কোথা জেসামিন  
 যাহার সুপরিমলে মন সুখে লীন।  
 চম্পক কুটজ কোথা কোথা সেকালিকা,  
 হুলপদ্ম জবা কোথা কোথায় মল্লিকা।  
 কোথা বা নবমল্লিকা কোথা ভূচম্পক,  
 কোথা বা যুথিকা জাতি কোথা কুববক।  
 কোথা শোভে গন্ধরাজ, সেওতি সুন্দর,  
 কোথায় কুটজ শোভে আঁধি-প্রীতিকর।  
 কোথা তুর্জপত্র শোভে কোথা হরীতকী,  
 সূচাক চন্দন কোথা কোথা আমলকী।  
 এলাইচ সাগুদান কোথা দাকচিনী,  
 কতই ব্রতী তথি উদ্যান-শোভিনী।  
 কত তক আছে তথি কে করে গণনা ?  
 কে পারে উদ্যান শোভা করিতে বর্ণনা ?  
 সেই সে উদ্যান তার সহস্র শরণী,  
 পারিপাট্য কিবা তার কহিব কেমনি।  
 মধ্যে মধ্যে আছে স্থান বসিতে সুন্দর,  
 বিনির্মিত শ্বেত শিলে অতি প্রীতিকর।  
 উৎসব উৎসব ছুটি উদ্যান শোভন,  
 রোপ্যস্তম্ভে মুক্তাবলী যেন উদ্বীর্ণ।  
 কোথায় গোলকধাঁধা লতিকা নির্মিত,  
 প্রবেশিলে তার মধ্যে শরণী-বিস্মৃত।

কোথায় প্রফুল্ল কূলে গুঞ্জরিছে অলি,  
 যে ধনি জগৎ-জ্বালা তুলায় সকলি ।  
 কোথা সমীরণ চুরি প্রফুল্ল কুণ্ডম  
 বিস্তারিয়া পরিমল প্রমোদের ধুম ।  
 কোথা তরুসহ ক্রীড়া করে গন্ধবহ  
 কিবা স্থলনিত তান তুলে অহরহ ।  
 কোথা দধিযুখী করে মধুস্বপ্নে গান,  
 কি তান এমন আছে তাহার সমান ।  
 কপোত কপোতী কোথা বসি শাখী পরে,  
 চঞ্চু মঞ্চ চঞ্চু দিয়া রহে প্রেমভরে ।  
 বায়স বায়সী কোথা জোড় বাঁধি বসি,  
 বায়স বাড়ারে গ্রীবা মোহাগে বায়সী ।  
 বায়সী বাড়ারে চঞ্চু অমনি আদরে,  
 খুঁটিছে বায়সপৃষ্ঠ প্রফুল্ল অন্তরে ।  
 ওরে রে বিহঙ্গকুল জানী নরগণে,  
 প্রেমশিক্ষা দে রে তোরা শিশুক যতনে ।  
 প্রেম কি অমূল্য ধন জানিস্ রে তোরা,  
 প্রেমের কি ধার ধারি মানব যে মোরা ।  
 প্রবেশিয়া এ উজ্জান সুধীর মোহন,  
 প্রমোদে উজ্জানশোভা করে দরশন ।  
 কভু কোন তরুপার্শ্বে বসি হর্ষমন,  
 তরুর অপূর্ণ শোভা করে সম্ভর্ষণ ।  
 কভু বসি পুষ্প ধরি আঁগ লয় তার  
 উখলিয়া উঠে জ্বাণে সুখ পায়াবার ।  
 কভু কোন পুষ্পশোভা করি নিরীক্ষণ,  
 আনন্দে উখলি উঠে তাহার জীবন ।

কতু বা লভ্যামণ্ডপে, পশি কিছুক্ষণ,  
 কপোলে বিহ্বল কর লচিস্তিত বন।  
 ভূচন্দ্রক বর্ষি এক পদে প্রান্তিক্রমে,  
 যত্নে তুলি সরোধান করে সসজ্জমে।  
 “ওরে রে প্রহ্নন বল আজি, কি কুক্ষণে,  
 “সাক্ষাৎ হইল তোর এ অভাগা সনে।  
 “এখনি বিরণ হবে এ তোর বরণ,  
 “কি সাধ্য আমার পুনঃ প্রদানি জীবন।  
 “তব প্রেমাকাজক্ষী মধুমক্ষি আমি নই,  
 “কতু ধরি সমাদরে তোষে সে কতই।  
 “এ তোর উপর দিয়া ঝঞ্ঝাবাত বহে,  
 “সেই কষ্টচিত্তানন্দে তোর অঙ্গ সহে।  
 “চাকচক্যশীল ফুলে নরে] সমাদরে,  
 “কতই যতন তার উদ্ভাবনাভ্যন্তরে।  
 “যদিও সে শোভা নাই তবু শোভাময়,  
 “এক পার্শ্বে এ উদ্ভানে তোহার উদয়।  
 “বিস্তারিয়া তব দল রবির কিরণে,  
 “এই যে আছিল তুই কত সুশোভনে।  
 “কিন্তু রে এখন তুই পড়ি পদে ঘোর,  
 “ত্রিভুজ হইল এবে সেই শোভা তোর।  
 “সরলা বজ্রবিধবা দশা ঠিক হেন,  
 “পল্লীর প্রকুল ফুল ঠিক সেই যেন।  
 “খড়িয়া প্রণয়কাদে কি ভ্রগতি তার,  
 “কুলকলধিনি হয় আশ্রয় লজ্জার।  
 “কলক্লিয়া স্বামী-কুল কলহি পিতারে,  
 “দীনকঙ্ক-যত্নে শেষে বাঁচার বাহারে।

“ মরল কবির দশা, এই পুষ্প প্রায়,  
 “ জীবন সাগরে পড়ি হাবুড়বু খায়।  
 “ পৃথিবী-বুদ্ধি-চাতুরী যত্ন দিড়িগর,  
 “ দেখি দেহতরী দক্ষ চালাইতে নয়।  
 “ জীবন - সাগর - উর্ধ্ব উঠি ভরস্কর,  
 “ মগ্ন করে দেহতরী কিছু দিন পর।  
 “ ককটপীড়িতগুণী দশা হেন ঠিক,  
 “ ককট যত্নগা দেয় দীনতা বালীক।  
 “ মানব চাতুরী গরু, খেদাইয়া তারে,  
 “ লয়ে যায় ভরস্কর দৃষ্টি ধ্বংস ধারে।  
 “ সহায় হইয়া হোম সকল ওকার,  
 “ (ঈশ্বরের দয়া শুধু ভরসা ঈশ্বর)  
 “ ধ্বংসহুদে পড়ি প্রাণ তার হয় অন্ত,  
 “ তবে জন্ম ভূজিবারে যত্নগা অনন্ত।  
 “ তোমারো এ দশা ঠিক যার পুষ্প করে ;  
 “ হুঃখ ভাবি এ পুষ্পের বিলাপ যে করে।  
 “ গৌণ নাট্য সে দশার ধ্বংস আশ্ফালনে,  
 “ আসিতেছে মর্ক করি নাশিতে জীবনে। ”  
 জমণ করি উদ্যান এরূপে মোহন,  
 ক্রান্ত কলেবরযুক্ত বসিতে মনন।  
 আসি ধীরি বাঁধা ঘাটে বসিল মোহন,  
 চিত্তানন্দে ছেলে ধীর সরসী শোভন।  
 দিবালোক দূর করি গোখলি ছকরে,  
 ধূসর বরণ বাস পরি হর্ষান্তরে,  
 নামিল গগন হতে হাতে প্রাচী দিক,  
 শোভিল ললাটে তার তার আকম্বিক।

প্রাচী পরি পাংশু রাস পঙ্ক্তি নোহিত,  
 নির্মল নীলিমা শোভে তার মধ্যভিত ।  
 এক একটী করি কুটি তারকাকুম্ব,  
 স্বর্গ সরসীতে কিবা সৌন্দর্যের ধুম ।  
 গোখলির পিছে পিছে এলো নিশীথিনী,  
 রাজ্য কার্য করিবারে এই সে মেদিনী ।  
 শারদ অধাংশ উঠে পৃথ্বী উল্লাসিতে,  
 কি ত্রব্য অধীর মন হেন আনন্দিতে ?  
 অস্বিষ্ট কৌমুদী মন মোহিতে মঞ্জীর  
 আবরিল অঙ্গখানি প্রকৃতি পতীর ।  
 অচাক চন্দ্রিকা শোভে চাক তরু শিরে,  
 সে শোভা অস্বিষ্ট করে মানব আঁখিরে ।  
 কুমুদ-বান্ধবে হেরি কুমুদিনী ধনী,  
 কোমল অবকঃস্থল বিস্তারে অমনি ।  
 সরোবর অশোভিত কুমুদিনী কুটে,  
 কুমুদিনী কৌমুদীতে দিল হাসি যুটে ।  
 হুঁহু মথী হাসি দেখি হাসিল মালতী,  
 ছুটিল সুরভি তার প্রীতিপ্রদ অতি ।  
 শেকালিকা কান্তাকান্তি করি বিলোকন,  
 আর কি রহিতে পারে হেরি সে শোভন ।  
 সেও হলো প্রকুল্লিত, হাসি মিষ্ট হাসি,  
 অসজ্জিত হলো কিবা সৌন্দর্য্য প্রকাশি ।  
 মল্লিকা চন্দ্রিকা পেয়ে মাধুরী বিকাশে,  
 বৃথিকা মল্লিকা ললাপে খল খল হাসে ।  
 শ্বেত শঙ্ক চন্দ্রিকা, ধপঃ ধপঃ করে,  
 বাহুড আছুড় পেয়ে বক-মধু হরে ।

কাশ কুল পাশ পেয়ে স্নিগ্ধ কোমুদীর,  
 হাসি ঢলে বায়ুবলে কম্পিত শরীর।  
 কামিনী কুহুম কুল কিবা কুহুমিত,  
 বিধুর বিমল বিভা বাসে বিশোভিত।  
 ধবলিত হর্ষোপরি চন্দ্রিকা ধবল,  
 ধপ্ ধপ্ করিতেছে ঝকে ঝলমল।  
 যে পাশে কিরাও আঁধি সব স্তম্ভময়,  
 শরতের শাদা যদি খুলি যেন রয়।  
 হে পাঠক তব মধ্যে যার শাদা মন,  
 শরতের শাদা শুধু তাহে নিপতন।  
 শাদা মন যেই জন ধরে এ ভুবন,  
 শরতের শাদা তাহে সোহাগে কাঞ্চন।  
 আঁধার অন্তর যার সে কি ইহা বুঝে,  
 কপি হিরণ্য হার মূল্য কতু অঝে;  
 ধনমদে মত্ত যেই সে, কি প্রকৃতির  
 সমাদর জানে কতু পাঠক সুধীর!  
 অহঙ্কারী, দুরাচারী, তও সুধীজন,  
 প্রকৃতির প্রেমাকাজক্ষী কয় কি কখন?  
 ধনমদে অন্ধ যেই তার দ্বাস্ত মনে,  
 প্রকৃতির প্রেমসুধা কতু বরিষণে?  
 উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি'পরে,  
 বরষার বরিষণ কতু কি হে করে?  
 বাহার হৃদয়ক্ষেত্র মরুভূমি সম,  
 সে স্থল করিতে সিক্ত প্রকৃতি সক্ষম  
 পৃথ্বী'পরে প্রেত যারা প্রকৃতি পারিত  
 তারা কি কতু হে বুঝে? বুঝে কি স্নানীতি?

'এত যেই প্রেতকার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ তার,  
 প্রেতপক্ষে প্রকৃতি হৈ কেবল আধার ।  
 মোহনের শাদা মনে শরতের শাদা  
 পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন সুধার্ত্তের রাদা ।  
 প্রকৃতির প্রেমনীয়ে হৃদি-সর তার,  
 উছলিয়া উঠি প্রেম ধরে নাহি আর ।  
 মোহনের হৃদি-সরে আর প্রেম-নীর,  
 পাইবে কেমনে স্থান পাঠক সুধীর ।  
 পঞ্চ ইঞ্জির তার পঞ্চ পথ দিয়া,  
 প্রকৃতির প্রেমনীর সন্মানে বহিয়া,  
 হৃদয় - সরসী তার দিল উছলিয়া,  
 প্রেম-মীর স্থামাতাবে তার চক্ষু দিয়া  
 বহিতে লাগিল সুধি, তাই বেগবান্,  
 মোহন সুধ জুরারে তাই এত টান ।  
 সেই সে উজ্জান-শেখতা অতি রমণীয়,  
 হৈ পাঠক, ভাব তুমি মনে ভবদীয় ।  
 তাহে নামা জ্ঞাতি কুল সন্ধ্যা-আগমনে  
 বিকসিত সুহসিত সুধাংশু কিরণে ।  
 তাহে সমীরণ চুহি সুগন্ধি কুসুমে,  
 ভরিয়াছে পুষ্পোদ্যান পরিমল-ধূমে ।  
 তাহে সমীরণ স্বর ঝাড় তরু-শিরে,  
 মাতাল করিয়া তুলে জোতা সুসুধীরে ।  
 সম্পূর্ণ সুধাংশু শোভে তাহে শরতের,  
 'আমি ~~মুগ্ধশেখতা~~ তাহে' আছে ফের ।  
 এখানি সুখানি স্বপ্ন স্বপল স্বরণ,  
 নভোমরে সন্তপ্তিছে, সৌজর্বা কেমন ?

বন-ধাবমানেরে জ্ঞান তাঁরাগণ ছুটে,  
 স্বর্ণ-মধুমক্ষিগণ ধার যেন ছুটে।  
 স্বর্ণ-মধুমক্ষিগণ না ছুটিবে কেন?  
 সুধাংশু - সরোজ - মধু পীতে ধার যেন।  
 অলঙ্কৃত সুরঞ্জিত সেই নভস্তল,  
 কাঁপ দিয়া সরঃস্রীরে পড়ি অবিকল।  
 সরোজিনী ভাবি মনে কুমুদিনীগণে,  
 স্বর্ণ-মধুমক্ষি যেন সরসী-জীবনে।  
 ফলে হে পাঠক জন সে উদ্যান-তল,  
 হইরাছে ঠিক যেন সুর স্বর্ণ স্থল।  
 জগতের যত আছে দ্রব্য প্রীতিকর,  
 হইরাছে সমাবেশ উদ্যানাভ্যন্তর।  
 একটি সুন্দর দ্রব্য সে স্থল বর্জিত,  
 বল দেখি কোন্ দ্রব্য পাঠক পণ্ডিত?  
 রমণীর মধুমাধ। বদন মণ্ডল,  
 নারী-আশ্র নাহি যথা শূন্য সেই স্থল।  
 হে পাঠক, সুধীবর, এহেন উদ্যানে,  
 রূপসী প্রেরসী-সদ্য কিম্বদ প্রদানে।  
 রূপসী সুবতী ভার্যা সহচরী করি,  
 স্পর্শ-সুখশালী কিম্বা করে কর ধরি  
 বেড়াইতে এ উদ্যান কিবা প্রীতিকর,  
 মধো মধো মধুমাধ। বামা-কণ্ঠস্বর,  
 হু একটি শূন্য ভূগু জরগ-বিবর।  
 সে সুখ ভুলন কাছে কি সুখ ছাড়া  
 মধো মধো আছে তার কুসুম চরণ,  
 বসাইতে বেগীপার্শ্বে, সে সুখ কেমন?

মধো মধো আছে ফাক করে কর স্তর,  
 আলিঙ্গন ও চুষন, কিবা পরিসর ?  
 উদ্যান অপূর্ব শোভা করি নিরীক্ষণ,  
 অগার আনন্দনীরে মোহন মগন ।  
 প্রকৃতির প্রেমস্থধা করি স্তূথে পান,  
 সে অন্তর মাতোয়ারা প্রায় শূন্য জ্ঞান ।  
 হেন কালে গৃহদ্বার উন্মোচিত ধনি,  
 হলো ধীরি ধীরি এক শব্দা যেন গনি ।  
 পরক্ষণে রমণীর ভূষণ - সূক্ষর,  
 জুড়াইল উদ্যানের স্রবণ - বিবর ।  
 অগ্রসর সেই স্বর মোহন সন্নিধি,  
 কিছু না শুনে মোহন সেই শব্দ নিধি ।  
 এমনি অজ্ঞান হয়ে বসিয়া মোহন,  
 বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধীর, কে করে স্রবণ ?  
 অপূর্ব রমণী এক ধীরি ধীরি আসি,  
 দাঁড়ালে অপূর্ব রূপ তাহার বিকাশি ।  
 হে পাঠক সুধীবর সে রমণী - রূপ,  
 বর্ণিতে বাসনা মম বর্ণিব কি রূপ ।  
 আমি অতি মূঢ়মতি বিদ্যা বুদ্ধি নাই,  
 সুধীরে ভূবিব কিসে চিত্ত কুহু তাই ।  
 গীতাপাণি বাগ্‌দেবি উর একবার  
 দীনের লেখনীস্থখে, শব্দা কিবা আর ।  
 বিশ্ববিদ্যালয় - বিদ্যা যদিও মা নাই  
~~বহনৈব হি সদয় আত্মা কি উরায় ।~~  
 প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধিকণা দেহ দীনে,  
 বিশ্ববিদ্যালয় - বিদ্যা মনেও গণিনে ।



যেমন চিকণ কান নিবিড় তেমনি,  
 বিনাইয়া বেণীপুঞ্জ \* নিরে ধরি ধনী।  
 স্বর্ণ রৌপ্য ফুল বকে সে চিকণ ফুলে,  
 কণিনীর শিরোমণি জাম-হয় ফুলে।  
 সুন্দর ললাটখানি যেমি শঙ্কুধর,  
 বিস্তার করিয়া তার চিকণিয়া তম্বু।  
 কি চাক জয়ুগ তার কিবা তার টান,  
 যাহার সুবশ কাড়ে পুরুষের প্রাণ।  
 সে চাক জয়ুগ সহ তুল্য দিব কার,  
 প্রতিমার সমী সম জঘন্মুষ্টিহার।  
 আয়ত লোচন দুটী সৌন্দর্য্য-সাগর,  
 তারা দুটী মগ্নগিরি তদ্ অভ্যন্তর।  
 সে আঁখি হিল্লোলোপরি পড়িলে পাঠক,  
 বুদ্ধিতরী বান্চাল ঘুরায় মন্তক।  
 সে আঁখি কটাক্ষ সুধি অতি ভয়ঙ্কর,  
 কুণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যেন দংশে বিবধর।  
 কুরঙ্গিনী আঁখি সহ তুলনা কি তার ?  
 সেই সরলতা ইহা কুটিলতা ধার।  
 কুটিলতা ধার হোক, সৌন্দর্য্যের খনি  
 হেন কলমলে তারা ধরে কে ধরণী ?  
 হেন ভাসা ভাসা চক্ষু কে দেখেছে আরে ?  
 সে আঁখি তুলনা নাই এতিনু সংসারে।  
~~চিকণ কানিক। কিবা কিবা কচি তার,~~  
 এমন সুন্দর নাসা কার আছে আর ?  
 নাসা নিম্নে হৃদয়তর ওষ্ঠাধর শোভা,  
 টক্টক করে লাল শোভা মনোলোভা।

তাম্বুল তক্ষণে বিনা তাম্বুলের রাগ,  
 অধর বক্ষল প্রাতে পৃথী পূর্বভাগ।  
 মধুর অধরে ধরি মিষ্ট মিষ্ট হাসি  
 কি মাধুরী আহা মরি আছে সে প্রকাশি ।  
 পুরুষের আঁখিপরে পড়িলে সে হাসি,  
 চব্ চক্ চক্ করি ঘেরে তমোরানি ।  
 সৌদামিনী ককি যথা বিকাশে আঁধার,  
 সে রূপসী হাসি হেরি তম ত্রিসংসার ।  
 হাসি-রশ্মি পেয়ে ফুটে দন্ত কুঁদমাব,  
 ধপ্ ধপ্ ধপ্ করে ধবলতা যার ।  
 কি চাক চিবুক খানি কিবা তার ভাতি  
 বাহার জ্বলমা হেরে আড়ে রে অরাতি ।  
 ফলে হে পাঠক জন সে নারী-আনন,  
 ইউরোপী চিত্রকর ছবির মতন ।  
 যে রমণীনিধি - মুখ নিরখি পাঠক,  
 শরীর লোমাঞ্চ হয় পড়ে না পলক ;  
 যে নারীর মুখ-ছবি করি নিরীক্ষণ,  
 ইচ্ছা কর দেখে তারে চক্ষে সর্ককণ ;  
 এ নারীর মুখ-শোভা তজপ মধুর,  
 সে মুখানি নিরীক্ষণে সর্ব হঃখ দূর ।  
 গ্রীবাদেশ শোভায় অর্ণচিকে আঁটা,  
 ঝক্ ঝক্ ঝক্ করে ডার্মিওকাটা ।  
 কোমল সে বক্ষস্থল ধরি ~~পাশে~~  
 রসিক স্বদর ~~কাণে~~ নাথে ~~ধর~~ ধর ।  
 সে সৌন্দর্যরোশি সহ কার দিব তুলনা,  
 কদম্ব, দাড়িম্ব, গিরি পদ্মকলি গুলনা

সহিত ফুলনা দিতে ছাড়ে কোন কবি,  
 পচা কথা মিঠা বলে কোন সুধী-রকি ?  
 আর দেখেছে পাঠক কদম্ব সহিত  
 পরোধরে ফুল দেয়া অতি রিগর্হিত।  
 কদম্ব সুসুত্র ভরা কেশর কণ্টকে,  
 নহে সুসুধার-তম্ব জানহ পাঠকে।  
 গিরি সহ পরোধরে ফুল দেয় যেই,  
 কাণ্ডজ্ঞান শূন্য সুধি তুমি জেনো সেই।  
 যে পারে কোমল বকে চাপাইতে গিরি,  
 দয়া তার দেহ দিকে নাহি চার-কিরি।  
 পদ্মকলি কুচে ফুল দেয় যেই জন,  
 কারে বলে কুচ-শোভা জানে বা সে জন।  
 তবে এ কুচ-গঠন কাহার মতন ?  
 এ কুচ-গঠন সুধি নাগর-মোহন।  
 যে কুচ-শোভনে নারী নর-শিরোমণি,  
 যে কুচ-শোভনে নারী সৌন্দর্যের ধনি।  
 যে কুচ-শোভনে নারী-রূপ উৎকল,  
 যে কুচ-শোভনে নারী ভুবন ভুলার।  
 সে কুচ মতন সুধি এ কুচ গঠন,  
 এ কুচ মাধুর্য নর অমূল্য রতন।  
 সুন্দরী বোড়নী ঠিক, সম্ভান বালীক  
 হরেনি সে বরশোভা আজো আছে ঠিক।  
 হেন চাক-কুচোপরি বকে বর্ণ হার,  
 হেন চাক কুচোপরি বকে সুভাসার।  
 আবার এহেন কুচ সাজার আবার  
 কাজ নাই-হে পাঠক সে কথার আর,

মাজা তার ঠিক জেনে। ইউরোপী নারী,  
 পরিত্রিহে কোর্টা বাস অতি মনোহারী।  
 নিতম্ব নীচে তাহার কত মে বিশাল,  
 অতুল গুরুত্ব তারে সুগম্ভীর চাল।  
 নিতম্বে মেদিনী। ফুলা দেয় কবিজনে।  
 কিন্তু তা কঠিন বলি হেন লয় মনে।  
 নিতম্ব মাধুর্য্য তার কিবা সুললিত,  
 কোমল কুবল যথা হয় বিকসিত।  
 এ হেন নিতম্বোপরি স্বর্ণ চন্দ্রহার,  
 কাজ নাই হে পাঠক, সে কথার আর।  
 গোলাল গোলাল করে ঢাক স্বর্ণ চুর,  
 দরশনে পুরুষের হৃদি হুর হুর।  
 এ হেন রমণী এক ভূষণে ভূষিত,  
 দাঁড়াল মোহন পাশে বদন হাসিত।  
 সে নারী-সৌন্দর্য্য-রাশি করে ঝলমল,  
 বিজলী ঝকিল যেন সে উজ্জ্বল স্থল।  
 হেথায় মোহন হেরি উজ্জ্বল শোভন,  
 নিজোজ্জ্বল পড়ি মনে ব্যাকুলিত মন।  
 নিজ নারী-চাঁদমুখ পড়ি গেল মনে,  
 একবারে জ্ঞানশূন্য স্বনারী চিন্তনে।  
 সমীপস্থ বামা'পরে পড়িল লোচন,  
 নিজোদ্যানানি নিজ নারী ভাবিল মোহন।  
 "হা প্রেমসি" বলি ধীর ধরে গ্রীবা উঠি,  
 "এসো প্রিয়ে হৃদি মাঝে ধর্ম্ম একবার।"  
 "বহু দিন পরে আজি দেখা তব মনে,  
 "কহ কথা চন্দ্রাননি জুড়াই অবশে।"

মোহনের জাতি হুঙ্কি সেই নিতম্বিনী,  
কহে কথা হাসি হাসি মধুরভাষিনী ।

“ওহে চিত্তচোর তব ভাৰ্যা আমি নই,  
“হবো তব প্রাণজারা হেন পুণ্য কই ।”

মোহন শুনি এ কথা অবাক হইল,  
নিজ মারী নিজোদ্যান স্বপন ভাজিল ।

লজ্জায় অধীর ধীর বলে “একি আর,  
“করস্পর্শ করিলাম রূপসী কাহার ।

“কে আপনি এ উদ্যানে রজনী সমর,  
“জানিবারে কুতূহল ব্যাকুলে হৃদয় ।

“কথা কর, হে রূপসি, মম জাতি ঘোর  
“পর-নারী-অঙ্গ স্পর্শে কাঁপে অঙ্গ মোর ।”

শুনিয়া হুঙ্করী কহে হাসি—মিষ্ট হাসি—  
হাসি নয় সে যে হুঙ্কি নয়-ধরা কাঁসি ।

“কহিতেছ, আঁখি-চোর, কাঁপে তব অঙ্গ,  
“কাঁপে অঙ্গ তার যারে আক্রমে অমঙ্গ ।

“তব অঙ্গ-কম্প শুনি আশালতা মম  
“সজীব হইয়া শোভা ধরে অহুপম ।

“সন্নিধি উত্তাপে সেই আহিল নিজ্জীব,  
“তব অঙ্গ-কম্প শুনি হইল সজীব ।

“অথবা হে মনোচোর তব ও কম্পন,  
“তক প্রতিহৃতি সবে কম্পিত যেমন ।

“সর্বস্বের আলোড়নে তক প্রতিহৃতি  
“কাঁপে বটে কাঁপে কই তকর আকৃতি ।

“তব তারা লোভে পড়ি এ বৌধন সবে,  
“বৌধন সঙ্গী মম কাঁপে ধরধরে ।

“আমার কামন যথা নীরের কামন,  
 “তোমার ভড়াগে তব ছায়ার মতন ।  
 “জিজ্ঞাসিছ চিত্তচোর মম, পরিচর,  
 “এ উছান ও ভবন এ দাসীরি হয় ।  
 “জীবনের জায়া আমি ; হয় মম জান,  
 “শুনিয়া থাকিবে মম স্বামী-অভিধান ।”  
 শুনিয়া মোহন কয় “শুন গো সুন্দরি,  
 “তব কথা আকর্ণনে উঠি গৌ শিহরি ।  
 “হইয়া বড়র ভার্যা এ বাঞ্ছা কেমন,  
 “পরিহরি হেন ইচ্ছা বাহ গো ভবন ।  
 “যে জন অপর নারী অঙ্গে দেয় কর  
 “তার মত পাশিষ্ঠ কে অবনী ভিতর ?  
 “যে জন নারীর করে সতীত্ব ”হরণ,  
 “তার মত দুরাচার কে আছে ভুবন ?  
 “হেন বাঞ্ছা করি দূর বাহ নিজ ঘরে,  
 “পুরুষন পেলে টের পড়িবে কোপরে ।  
 “হেন মনোমত স্বামী থাকিতে তোমার,  
 “অপরের সঙ্গ বাঞ্ছ এ কেমন আর ।  
 “কামিনীকুলের কুল অমূল্য রতন,  
 “কুলাতন কলঙ্কিনী সাপিনী যেমন ।”  
 শুনিয়া কামিনী কয় “এ আর কেমন,  
 “তব মন পূরব তো দৈবিনি কখন ।  
 “এ তব যৌবনকাল আকৃতি এমন,  
 “তব মুখে হেম কথা না পায় পোতন ।  
 “এ তব বয়সকাল তুমি রমে তরা,  
 “উপরে চিকণ, বুঝি ভিতরে কোপরা ।

“সতীত্ব কহ কাহারে? সে ত্রব্য কেমন?

“হবে সতী হেন পতি কই সে ভুবন?

“পতি মম পরনারী নিয়া সদা রত,

“আক্ষৌদে কাটেন কাল, আমি স’বো কত?

“তিন মাস হলো গত দেখা নাই তার,

“পল্লিগ্রাম দেখা হলে হরে নারী কার।

“সতীনারী ভুক্তিবারে ইচ্ছা থাকে যার,

“আগে প্রয়োজন করে শুদ্ধ হ’য়া তার।

“যা ইচ্ছা হইবে মনে করিবেন তিনি,

“কিন্তু বাঁচে কি করিয়া অবলা কামিনী?”

শুনিয়া মোহন কয় “শুন সুহাসিনি,

“হতে পারে সত্য তব দুঃখের কাহিনী।

“জানিতাম তব পতি অতি বিজ্ঞ জন,

“তব দুঃখ কথা শুনি দুঃখিত জীবন।

“পতি মন্দ লোক যদি হয় তব জ্ঞান,

“তা বলি কি তুমি হবে তাঁহার সমান।

“যুবতীর পাতিত্বতা অন্তর-ভ্রমণ,

“সমুজ্জ্বল করে সেই সৌন্দর্য্য-রতন।

“শুন লো সুন্দরি তাই দিই উপদেশ,

“যাহে সুখ ইচ্ছা তুমি নাহি সুখ হেঁদে।”

রমণী-সুলভ লজ্জা ঢাকে মুখ তার

হস্তরতি খুলি দেয় সে মুখ আবার।

কহে সে সুন্দরী পুনঃ মোহনের প্রতি,

“তব উপদেশ কথা আশ্রয়ী হৈ অতি।

“মম বাহ্য অগ্নিশিখা জেনো, চিত্তচোর,

“উপদেশ শুদ্ধজ্ঞ জ্ঞান হয় মোর।

“এসো এসো প্রাণসখে, ধর্মের কাহিনী  
 “রাখি দেও, পিপাসায় মরে চাতকিনী ।  
 “তোমার মানসে যদি এমনি আছিল,  
 “কেন ও কোমল কর কারা পরশিল ।  
 “রাখ রাখ ধর্মকথা শৈল সম বাজে,  
 “স্বর্গপথে যেতে কেবা নাহি বল সাজে ?  
 “স্বর্গপথে যেতে পাপ কোন্‌ অশ্মে আছে ?  
 “এ হেন লেখক-মুখ এলে মম কাছে  
 “পোড়াইয়া দিই জ্বালি আগুনের লুটি,  
 “এসো এসো প্রাণসখে চলনার কুটি ।”  
 বেগতিক দেখি ধীর কহে করি চল,  
 “কেমনে বাসনা পূরি চপলা চঞ্চল ।  
 “প্রতিজ্ঞা আছে যে মম একটা বৎসর,  
 “করিব না জীমৎসর্গ রবো দেশান্তর ।  
 “করজোড় করি ধনি ছাড় বাঞ্ছা হেন,  
 “কুকথা ও মুখে আর নাহি আসে বেন ।”  
 শুনিয়া সুন্দরী কহে বিবাদিত-মন  
 “কবে তব প্রতিজ্ঞার শেষ সংঘটন ?  
 “মোর মাথা খাও মোরে দিবা করি বল,  
 “প্রতিজ্ঞা হইলে শেষ আসিবে এস্থল ।  
 “নতুবা তোমার আমি ছাড়ি নাহি দিব,  
 “বল পুনঃ তব দেখা কবে হৈ পাইব ।”  
 ছাড়ি খাও দেখি ধীর কহে করি চল,  
 “প্রতিজ্ঞার পরে পুনঃ আসিব এস্থল ।”  
 সুন্দরী কহিল পুনঃ “ওহে চিত্তচোর,  
 “কোন্‌ মাসে পুন দেখা হবে সাথে মোর ?

“দেহ মনোচোর দিন নির্ধারিত করি,  
 “একান্তে গণিব বসি জপমালা ধরি।”  
 কাশিনীর কথা শুনি কহিল মোহন  
 “কাক্ষুণে আমার হবে প্রতিজ্ঞা পূরণ।”  
 এ কথা শ্রবণ করি সুন্দরী তখন,  
 বিবর করিয়া কহে সুদান-বদন।  
 “বল মোরে কাক্ষুণের অমা নিশীথিনী  
 “আসি দিবে দরশন রবে আকাজিকনী।  
 “উদ্যান দক্ষিণে আছে গরাক্ষের দ্বার,  
 “খোলা রবে সেই নিশি আদেশে আমার।  
 “শুন শুন প্রাণসথে, কোন শঙ্কা নাই,  
 “চাতকিনী সম রবে প্রত্যাশিনী ভাই।”  
 মোহন এ কথা শুনি না দেখি উপায়,  
 তরুণ বাক্যে কাজে কাজে দিন। সায়।  
 তবে বিষাদিত মনে নারী গেলা যর,  
 আনন্দে উঠিল নাচি মোহন-অন্তর।  
 মৃগ-শব্দ বাজী-করে পেলে পরিজ্ঞান,  
 উদ্ধ্বাসে ধার বেগে কম্পাঙ্কিত প্রাণ।  
 তরুণ মোহন আসি উদ্যান বাহিরে,  
 জীবনের বাণী তাজি চলে নদীতীরে।  
 সেই নিশাকালে খুলি দিল তরী তার,  
 চলিয়া তরুণ বেগে কেবা ধরে তার ?  
 উত্তর পশ্চিম দেশ অরণের তরে,  
 কুতূহলনিধি বলে মোহন অন্তরে।

## নবম সর্গ ।



Oh then what soul was his, when on the tops  
Of the high mountains, he beheld the sun  
Rise up and bathe the world in light " .

THE EXCURSION.

(Unnatural) deeds  
Do breed unnatural troubles "

MACKEATH

মধুমাস সমাগত সব মধুময়,  
স্বর্গস্থল হলে। যেন ভুবনে উদয়।  
যে পার্শ্বে কিরাও আঁখি প্রেমকথা কয়,  
প্রেমপূর্ণ প্রাণীকুল ভব প্রেমময়।  
শীতরাজ্যে তরুণ হুয়ে ভরা কুল  
উলঙ্গ অধীন অতি, হরিত হৃৎকল।  
পরিহরি মনোহুঃখে ছিল। বিষাদিত,  
বসন্তে নিরখি তারা হলো উল্লাসিত।  
চিকণ রঞ্জিত বাস কিসলয় নাম,  
পরিখিল অমনি রে, কিবা গুণগ্রাম  
কহিতে সক্ষম তার? করি মনে মনে,  
কাছে রাখি তারে দেখি দাঁড়াই নয়নে।  
কোন তরু মুঞ্জরিত কেহ পল্লবিত,  
কাহারো প্রকুল কুলে বদন হাসিত।  
সহকার শাখীকুল আকীর্ণ মুকুলে,  
মঞ্জুল মাধবী কুল পুনঃ তাহে হলে।

কাননে কুসুমকুল কত কুসুমিত,  
 কানন-শোভিনী লতা তাহে মুগ্ধরিত ।  
 বিবিধ বিটপীপরে বিবিধ বল্লরী,  
 সমীরণ ভরে উঠে সৌন্দর্য্য লহরী ।  
 মনে ইচ্ছা করি দক্ষ গৃহ পরিহরি,  
 সে সৌন্দর্য্যরাশি হেরি আঁখি স্থির করি ।  
 মঞ্জরী উপস্থি অলি গুঞ্জরিছে সুখে,  
 মধুপানে মত্ত সদা গুণধনি মুখে ।  
 মলয় মাকত মধ্যে মধ্যে ফুহ বর,  
 চুঝিয়া কুসুম কুল পরিমল-ময় ।  
 পরশনে সে অনিল কি সুখ উদয়,  
 সে সুখ বুঝিবে কেবা বিনা সঙ্কদয় ।  
 পাখীকুল পাখীশিরে সুখে করে গান,  
 অরণে শীতল দেহ সুখী হয় প্রাণ ।  
 গগন মণ্ডল ক্রমে ক্রমে নিরমল,  
 বিমল সুধাংশু শোভে সহ তারাদল ।  
 মানবের সুখসিদ্ধি সে শোভা দর্শনে,  
 উছলিয়া উঠে সুখি মগ্ন করে মনে ।  
 পাইয়া বসন্তকাল জীবজন্তুগণ,  
 হলো একবারে সবে প্রমোদে মগন ।  
 সকলেই সুখী যদি তবে কবিজন,  
 সমধিক সুখী হৌই না হবে কেমন ।  
 কিন্তু হে পাঠক জন, কলিঅবতার  
 ভাবি ভাবি কবি-হৃদি হইল আঁড়ার  
 কলিঅবতার করে পড়িয়া পাঠক,  
 শরীর হইল কাণ্ড মূরিল মস্তক ।

কলির চেহারী জাঁকি বাঁহা করি মনে,  
 ভরে কাঁপে কবির জাঁকি কেমনে।  
 মাত হাত দীর্ঘ দেহ বর্ণ আবলুস,  
 সকলে জানে পণ্ডিত কবি জানে ভুব।  
 শিরোদেশে ক্ষুদ্র কেশ শিরোরোগ চির  
 কে তারে চিনিতে পারে কবি জন ভির।  
 আশ্র খানা-ভূষা পড়া যেন তোলো হাঁড়ী  
 সব নৌক তাও হুঁটা জাঁকি ময় কাড়ি।  
 ডাঝোর ডাঝোর চোক দেখি হয় ভয়  
 বাদা বুঝে কেঁদে বাগ্ চাহি যেন রয়।  
 দস্তপাটী সব পচা হুগ্গের ধনি  
 যার গঞ্জে দুটি ধার হুগ্গের পেতনি।  
 হাত দুটি শাদা শাদা “অর মারা” দাগ,  
 চাঁপকানের হাতা বুলে অহুনির আগ,  
 লুকাতে সে কুঠে করে জেনো হে পাঠক,  
 বসনে কি ঢাকা যায় জ্বলন্ত পাবক?  
 যেমন চেহারী ধনি অন্তর তেমনি  
 সে অন্তর রাণীগঞ্জে করলার ধনি।  
 কলি অবতার পিছে আছে হুঁটা চেলা,  
 নিরীহ মানবে দ্বারে এগারো’কি তেলা।  
 এক জন পোষপুত্র সেই সে কলির,  
 কুঁরে উড়ে যায় অন্ধ মনে হয় দ্বির।  
 খুলি বাস দাঁড়াইলে চতুর পাঠক,  
 জহুরে মাগুর মত সার সে মন্তক।  
 হুঁটা চকুকোণ তার প্রবন্ধা ধনি,  
 কবির শরীর কাঁপে দেখি সে দেবনি।

ধর্মার্থ নাহি জানে কুটির অন্তর,  
 ইহলোকে যত কিছু অনর্থের ঘর।  
 অপর চেলাজী স্থান এক চোকো সেই  
 করে পাদে তিরিশ অঙ্কুলি ধরে যেই।  
 মুক্তিমান্ দৈব সেই, প্রকৃতি এমনি,  
 আপনার অন্তরাজ্য চিবার আপনি।  
 বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, এমনি প্রাক্তন,  
 গওমুখ হলে তার বৃত্তি অধ্যাপন।  
 দিদিমার গল্প করি হবে হুরসিক,  
 সিংহে আক্রমিতে চায় হইয়া মুষিক।  
 এঁদেরি করেছে পড়ি হে পাঠক জন,  
 শরীর হইল কালি কালি হলো মন।  
 দেহে নাই মন মম তাজিল এ দেশ,  
 মন মোহনের সঙ্গে পশ্চিম প্রদেশ।  
 নগর রাজমহল স্থান শ্রীতিকর  
 এক কালে ছিল। সেই সজ্ঞাটের ঘর।  
 অভিধান তার সূজা বিখ্যাত ভুবন,  
 নির্মাইলা এ নগর বিচিত্র শোভন।  
 হে রাজন্ দেখে তব অট্টালিকা দশা,  
 প্রবেশে আসাদ মধ্যে কার সে ভরসা।  
 হইতে সমাধি স্থান উঃ এক বার,  
 দেখে দেখে এক বার ভবন তোমার।  
 বলিতে যে স্থলে তুমি কর রমণীর!  
 হীরকখচিত গৃহ অতি শোভনীর।  
 হিরণ্যুর সিংহাসনে বার দিয়া বসি,  
 মণিময় বিভূষণ যুক্তি বলনি।

শিরোদেশে চন্দ্রাতপ কত কাককরি,  
 পার্শ্বচর ব্যজনিত তালবৃন্ত ধরি।  
 সেই বাসগৃহ-দশা এবে হে কেমন ?  
 তথি শাখী ক্রীড়া করে সহ সমীরণ।  
 নানা তরু নানা লতা শোভিছে সে স্থল,  
 ভবনে বিবিধ জন্তু করে কোলাহল।  
 যে স্থলে বসিতে তুমি পাতি সিংহাসন,  
 শৃগাল রহিছে তথি হরতো এখন।  
 কমলীয় কান্তিময়ী রমণীর ঘরে,  
 হয়তো সাপিনী বাস করে হর্বাস্তরে।  
 শোভিত যে স্থলে তব চন্দ্রাতপ শিরে,  
 হয়তো বাহুড় তথি উড়ি উড়ি ফিরে।  
 কোলাহলময় স্থান ছিল। এক কাল,  
 জনশূন্য সেই স্থলী ভরিছে শৃগাল।  
 সজ্ঞাটের ভগ্ন বাটী হে পাঠক জন,  
 তোমার মানসে তুমি করহ স্মরণ।  
 মনে কর এক দিন চিন্তিত অন্তরে,  
 দাঁড়ায়েছ নৃপতির ভগ্নবাটী'পরে।  
 সময় সর্ব্বরী, সুখি পূর্ণ সুধাকব,  
 উদিত হইয়া ঝকে প্রাসাদ উপর।  
 ভগ্নবাটী মধ্য দিয়া নিশাকর কর,  
 গও খণ্ড শোভে যেন সৌর্য্য সুন্দর।  
 তরু পত্র মধ্য দিয়া শশীরশি পড়ি,  
 অগণ্য মল্লিকা শোভে যেন বাটী'পরি।  
 সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—অধু সমীরণ,  
 পত্রের স্বর্ধর শব্দ করে উত্তোলন।

সকলি নিস্তক ঘোর—হুহু দিবাভীত,  
 ভাবিছে প্রকৃতি মৌন ; চিত্ত চমকিত ।  
 সকলি নিস্তক ঘোর—বিস্মিত স্বভাব,  
 স্বভাবিছে প্রকৃতির হৃদি-বীণা - তার ।  
 সকলি নিস্তক ঘোর—কেবল বাহুড়,  
 মধ্যে মধ্যে বটশটে হৃদি হুড় হুড় ।  
 সকলি নিস্তক ঘোর—যেই দিকে চাও,  
 কালের করাল মূর্তি দেখিবারে পাও ।  
 দেখি দেখি ডাবি ডাবি সে স্থলের ভান,  
 হবে না কি স্থিতি তব সংজ্ঞার অভাব !  
 হবে নাকি সেই স্থান ধর্ম গ্রন্থ জ্ঞান ?  
 হবে নাকি ভোজবাজি জ্ঞান তব স্থান ?  
 করাল বদন কাল খুলি গ্রন্থ তার,  
 ধরিবে না হেন পাঠ সম্মুখে তোমার ?  
 “মম অভিধান কাল এই ত্রিসংসার,  
 “সকলি আমার সৃষ্টি মম অধিকার ।  
 “নাহিক আমার জন্ম নাহি ক্ষয় মম,  
 “আমা হতে ব্রহ্ম জেনো আমা হতে বম ।  
 “সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মম পৃথ্বী স্থিত নর,  
 “তাহারি এ অটালিকা গঠন স্মর ।  
 “কিন্তু পুঞ্জগণ মম প্রকৃতি বিষম,  
 “আমি জন্মদাতা হরে আমি হই মম ।  
 “এই অটালিকা কার ? কোথা সেই নর ?  
 “হইরাছে লীন মম উদরাত্মস্তর ।  
 “কিছু চিরস্থায়ী নর সধি কালে লীম,  
 “আমি অধু পুঞ্জগণ হই না প্রাচীন ।

“দিরাহি আমার অংশ” কিছু পুজগণে  
 “নাহিক বাহার ধংস শুনহ অবগে ।  
 “বশরত্বে তার নাম নাহি যার কর,  
 “কালে সুধী পুজকাহে হিগুণিত হয় ।  
 “সকল সুকীৰ্ত্তি কর, ধংস নাহি যার,  
 “ধন গর্ব হয় ধৰ্ম্ম করেছে আমার ।  
 “দিতেছে এ ভয়বাণী তারি পরিত্য,  
 “এককালে শোভনীর এবে ধংসময় ।  
 “অলস প্রকৃতি তাজ দেহ জমে মন,  
 “পরিগ্রাম প্রাণ শুন আলস্য মরণ ।”  
 কালের হইলে শেষ গরিমা বর্জন,  
 প্রকৃতি ভগিনী তার করে সম্বোধন ।  
 “আমার প্রকৃতি দেখ সদা ব্যস্ত রই  
 “চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, মহী যুরে মততই ।  
 “এক রূপে আসি আমি এক রূপে বাই,  
 “এক রূপে রই, পরে অন্য রূপে পাই ।  
 “কেবলি পরিবর্তন আমার উপর,  
 “জড়তা কেমন নাহি জানে এ অন্তর ।  
 “এ ভুবন যুদ্ধক্ষেত্র সম সন্তগণ  
 “ভব যুদ্ধে বীর হও লভ যশোভাস ।  
 “সবি কিছু দিন তরে লভ যশোভাশি,  
 “চিরস্থায়ী যাহা লভ বীরত্ব প্রকাশি ।  
 “তাজ তাজ অবসাদ সার কর জব,  
 “সুকীৰ্ত্তি লভহ সবে কি করিবে যম ।”  
 প্রকৃতি ধরিয়া ঐশ্ব পড়িবে এ পাঠ,  
 খুলি দিবে দর্শকের অস্তর কন্যট ।

বিমর্ষ পুরিত সেই পুরীর ভিতরে  
 বিষাদ করিছে বাস হেঁট শির-কপ্পে ।  
 হে পাঠক তবে যার রসভাঙা মন,  
 বিষাদ বিতরে তারে প্রমোদ রতন ।  
 এই নগরীতে এবে মোহনের বাস,  
 মোহনের মনোভাব কে করে প্রকাশ ?  
 সম্রাটের ভয়বাণী হেরিয়া মোহন,  
 আনন্দ সাগরে তার অন্তর মগন ।  
 নিত্য নব নব শোভা নিবগি সুধীর  
 মানস-পঙ্কজ কুল পবিত্র শরীর ।  
 এক দিন উষাকালে সুন্দর মোহন,  
 জাগিয়া উঠিল শুনি বিহঙ্গ কুজন ।  
 কুহু কুহু পিককুল ডাকে শাখীপরে,  
 পাপিয়া স্বপ্নারে কর্ণে সুধারাশি করে ।  
 মলয় অনিল বহে তরুশাখা'পরে,  
 গাইল পাদপ যেন গীত মধুস্বরে ।  
 প্রকৃতি-পরম শোভা দেখিবার তরে,  
 উঠিল পর্বতে ধীর প্রকুল অন্তরে ।  
 সুউচ্চ সে মহীধর শোভা চমৎকার,  
 নিরীক্ষণে যার শোভা আনন্দ অপার ।  
 পাদপে বেষ্টিত গিরি শোভা চিকণীয়া  
 ধীরি ধীরি উঠে ধীর প্রকুল হইয়া ।  
 শৈলশৃঙ্গে উঠে ধীর হলো সংজাহীন,  
 নিরখি প্রকৃতি-শোভা মধুর নবীন ।  
 পর্বতের পাদদেশে পার্বতীর নর  
 পর্ণের কুটীর-অঙ্গী-শোভা কি সুন্দর ।

পর্বতের পূর্বদিকে গহন কানন,  
 কত রূপ শাখী শোভে কে করে গণন ?  
 তমাল, পিরোল, তাল, সাল সারি সারি,  
 আম, জাম, চলক্রম, পাদপ পাহাড়ী ।  
 মধু মাস সমাগমে মধুর মুরতি,  
 ধরেছে বিটপীপুঞ্জ প্রীতিপ্রদ অতি ।  
 গিরিশৃঙ্গ হতে শোভা করি নিরীক্ষণ  
 প্রমোদ সাগরে মন কার না মগন ?  
 সুক্ষুদ্র বিশাল তরু সম অঙ্গ জ্ঞান,  
 বিচ্ছিন্নতা নাহি করে নয়নে প্রদমি ।  
 তারি পরে দূর্য্যক্ষেত্র শ্রামল বরণ,  
 তাহারি উপরি চরে যত গাভীগণ ।  
 বড় গাভী গিরি হতে যেন বৎস মত,  
 দীর্ঘকায় নরগণ যেন শিশু কত ।  
 তারি পরে নদীগর্ভ গূর্ণ বালু রাশি,  
 ধপ্ ধপ্ করিতেছে সৌন্দর্য্য প্রকাশি ।  
 জাহ্নবী জীবন বেগে তারি পরে বয়,  
 মরাল আবলী মরি তরুপরি রয় ।  
 মোহন পর্বত হতে শোভাঘর স্থান,  
 সন্দর্শন করি মরি হইল অজ্ঞান ।  
 পর্বত পশ্চিম ভাগে শোভে গিরিভ্রমণী,  
 জীবন রুখাই তার যে কভু দেখেনি ।  
 গহন কানন শোভে তারি পাদদেশে  
 শাদ্দুল, ভল্লুক, খজুরী ভয়ঙ্কর বেশে  
 করিতেছে বিচরণ নির্ভয় হৃদয়,  
 কতরূপ শোভা কহে কেবা সমুদয় ?

ক্রমে প্রাচী নিক হ'তে উদ্ভিত তপন,  
 মোহন নিরবি বুদ্ধপ্রাণ বিচেষ্টন ।  
 লোহিত তপত শোভে অগ্রে গিরি অঙ্গে,  
 দীপ নিখা জ্যোতি হলো মরকত সঙ্গে ।  
 গিরি হ'তে তরুণিরে নামে রবিকর,  
 অন্য রূপ শোভা হলো নিসর্গ উপর ।  
 গিরি হতে প্রকৃতির শোভা হেরি ধীর,  
 কহে কথা মন মনে প্রকৃত শরীর ।  
 "আহা কি অপূর্বরূপ হেরি চতুর্ভিতে,  
 "প্রকৃতি পাতিল কান্দ মানস ধ্রুত ।  
 "সম্মুখে সৌন্দর্য্য-সিন্ধু হর প্রবাহিত,  
 "পবনে মাধুর্য্য-উষ্মি হইছে উজ্বিত ।  
 "সে তরঙ্গমালা আসি মম দেহ-তীরে,  
 "অস্থির করিল মম মানস পাখীরে ।  
 "খাইতেছে হাবুডুবু সে তরঙ্গ-ভরে,  
 "পায়ের ফুল পুনঃ চরে প্রকৃতি উপরে ।  
 "পুনঃ সে তরঙ্গমালা বেগে দেহে আসি,  
 "মানস পাখীর সৈধ্য দেয় আহা নাশি ।  
 "চক্ষু, কণ, নাসা, হৃক, কোমল রসনা,  
 "হাবুডুবু খায় তারা পাইরা ডাড়া ।  
 "তরঙ্গ প্রস্থানে পুনঃ পায় তারা ফুল,  
 "বিচরে প্রকৃতি পদে আনন্দে ব্যাকুল ।  
 "সার্থক হইল প্রাণ সার্থক শরীর,  
 "মম মোহনিরা রূপ হেরি প্রকৃতির ।  
 "পূর্বে তরুণির শোভা ? ও কি রে তপন ?  
 "কখন তো আঁখি, শোভা হেরেনি এমন ।

“না না না, ও রবি নক্ষত্র কান্দ প্রকৃতির,  
 “ধরিতে মানসপাখী মনে করি স্থির ।  
 “পাতিরা প্রকৃতি কান্দ মধুরতা দিয়া,  
 “কেমনে সুস্থির থাকে মন-পাখী-হিয়া ।  
 “উড়িল রে মন-পাখী তাই দেহ ছাড়ি,  
 “কি আশ্চর্য্য ও মাধুর্য্য লবে মন কাড়ি ।  
 “পবিত্র হইল প্রাণ পবিত্র শরীর,  
 “ইচ্ছা করি হেরি রবি আঁখি করি স্থির ।”  
 তেজোরশি তপনেতে ক্রমে আবির্ভূত  
 আলসিল আঁখি যে রে ও তেজ উদ্ভূত ।  
 :মোহন চাহিল তাই তক শিরোপরে,  
 অপূর্ণ শোভন হেরে আঁখি স্থির করে ।  
 পর্ব্বতের কিছু দূরে দূর্ঝাক্ষেত্র পরে,  
 যুগ এক যুগী সহ রহে গেমভরে ।  
 যুগী - মুখে যুগ মুখ করিয়া অর্পণ,  
 চতাবেশে প্রেমভরে করিছে বর্ষণ ।  
 আহা কি অপূর্ণ প্রেম তাহাদের মরি,  
 নাহি জানে কপটতা ভিতর উপরি ।  
 মানবের মত নাহি জানে প্রবঞ্চনা,  
 ভিতরে পক্ষ ভাব মুখে আরাধনা ।  
 যুগ - যুগী - প্রেমমালাপ নিরখি মোহন,  
 প্রীতিপূর্ণ হলো দেহ ও ফুল জীবন ।  
 এক দৃষ্টে চাহি ধীর যুগী-চক্ষু পরে,  
 কি বেন ভাবনা এক উঠে সে অন্তরে ।  
 হেন কালে তীক্ষ্ণ এক সুবিশাল শর,  
 বিদীর্ণ করিল আসি যুগীর অন্তর ।

পড়িল অমনি যুগী হুট্ কট্ করি,  
 যুগী-জাঁধি গেল ডাসি জাঁধিনীর ঝরি।  
 অজ্ঞপূর্ণ সেই জাঁধি নিরখি মোহন,  
 মোহিনী - হরিণী - জাঁধি হইল অরণ।  
 অধীর হইল ধীর সিদ্ধু যথা ঝড়ে,  
 কিম্বা যথা শিশু - মন বজ্র-কড়মড়ে।  
 মোহিনীর মূর্তি উঠি মানস নয়নে,  
 আকুল করিল অতি মোহন-জীবনে।  
 অবতরি গিরি হ'তে ব্যাকুলিত-মন,  
 কহিলেক রামধনে আপন মনন।  
 “শুন শুন রামধন আজি মম প্রাণ  
 “কাঁদিয়া উঠিছে কেন পাই না সন্ধান।  
 “আজি আমি যা'ব বাণী কহিছি নিশ্চয়,  
 “তরী আরোহণে যেতে দেরি নাছি সয়।  
 “গাড়ী চড়ি চল ত্বর। হুই ত'ই যাই,  
 “ফুকরিছে প্রাণ কেন সন্ধান না পাই।”  
 প্রভুমুখে ভূত্য যবে এ কথা শুনিল,  
 আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠিল।  
 শশব্যস্ত হুই জনে আইল। বাসায়,  
 রামধন নিল মাথে দ্রব্য সমুদায়।  
 গাড়ী আরোহিতে চলে পরে হুই জন,  
 করিল টিকিট ক্রয় দ্রবীভূত মন।  
 আরোহিল যানে দৌহে দিল যান ছাড়ি,  
 ঘরছরি শব্দ করি চলিল। সে গাড়ী।  
 জমি-বান্ধবান-গতি কে বর্ণিবে আরে,  
 এই বস্তু এই হলো কে দেখে তাহারে।

এই পথ বন্ধ বোধ কণে সে সরল,  
 এই বাকী একতল কণে সে ত্রিতল।  
 এই রক্ষ ক্ষুদ্র বোধ কণে দীর্ঘাকার  
 বিচ্ছিন্নতা হলো তার যেই একাকার।  
 মাঠ, ঘাট, পথ, ঘুরে মনে হয় জ্ঞান,  
 উদ্ভীষমান পক্ষীরে ফেলি ছুটে বান।  
 গত হলো এক দিন গত এক রাত্রি,  
 রামধন মোহনের যান লোক মাতি।  
 পর দিন গাড়ী হতে উত্তরি মোহন,  
 স্বগ্রাম - পঞ্চাভিমুখে করিল গমন।  
 বাড়িল অধিক বেলা দেখি রামধন,  
 এক পণ্যশালা মধ্যে প্রবেশে দুজন।  
 মোহন বাসিল তুখি ক্রান্ত-কলেবর,  
 গতক্রম মোহনের কিছুক্ষণ পর।

হেন কালে “হা প্রাণেশ রহিলে কোথায়!”

হুহু হুহু স্বর ধীর শুনিবারে পায়।  
 পুনঃ সেই বামাস্বর ধীরি দীরি কর,  
 “রহিলে কোথায় নাথ এমন সময়।  
 “এসময় একবার দাঁড়াও সম্মুখে,  
 “তাজি হে এ পোড়াপ্রাণ তবে আমি অধে।”  
 পুনঃ সেই খেদধনি শুনি কামিনীর,  
 মোহনের মন হলো অতীব অস্থির।  
 দয়ার অন্তর যার সে কি পরহুখ  
 মোচন করিতে কভু হয় হে বিমুখ?  
 দয়ালুর পরহুখ শেলসম বাজে,  
 পরহিত মাধিবারে ভুলে নিজ কাজে।

বিমোচিতে পরহৃৎ সহে নিজে ক্লেশ,  
 এমনি জেনো হে সুধি দয়ার আদেশ ।  
 রবিকর তরুর ধরি শিরোপরি,  
 অনায়াসে হরে যথা পান্থ-দুঃখ মরি ।  
 কিম্বা যথা সুধানিধি পুড়ি রবিকরে,  
 সুধা বরিষণ করে মানব - নিকরে ।  
 মোহন - প্রবণে পশি সেই খেদ ধনি,  
 উদ্বল করিল তার অন্তর অমনি ।  
 পণ্যাজীব কাছে ধীর কৃতহলী চিতে  
 জিজ্ঞাসিল কোন্ জন কীদে আচহিতে ?  
 কহিল সে পণ্যাজীব “একটী রমণী,  
 “উচ্চকুলোদ্ভবা তাঁরি জন্মনের ধনি ।  
 “মুমূর্ষু অবস্থা তাঁর দেখি ফাটে দৃক,”  
 মোহন দেখিতে তাঁরে অতীব উৎসুক ।  
 উপস্থিত নারী-পাশে বামা মেলি আঁখি  
 চাহিল মোহন পানে মুখ উর্দ্ধে রাখি ।  
 হতজ্ঞান হলো নারী হইল মূর্ছিত  
 মোহনের হৃদি কাপে দেহ চমকিত ।  
 বহিতে লাগিল বেগে মোহন শোণিত,  
 বিস্ময় বিপ্লব চিত্ত দেহ লোমাক্ষিত ।  
 ছুটি ধীর আনি নীর দিল নারীমুখে  
 সংসার আঁধারময় হৃদি পূর্ণ দুখে ।  
 কিছুক্ষণ পরে, সংজ্ঞা হইল উদয়,  
 হাসিয়া উঠিল তবে মোহন - হৃদয় ।  
 উঠিয়া বসিল নারী কোন রোগ নাই,  
 যার জন্ম রোগ সে যে সম্মুখে রে ভাই ।

হে পাঠক! সহৃদয় কিবা প্রয়োজন  
 বলিকারে এই নারী হয় কোন জন !  
 মোহনের প্রণয়িনী মোহিনী সুন্দরী,  
 পাশে জীবন দেছে এ দুর্গতি করি।  
 গুপ্তভাবে পলাইলে পিত্রালয়ে ধনী,  
 জীবনের...চর করি সন্ধান অমনি,  
 মোহন-শ্বশুরালয়ে আসি উপস্থিত,  
 মোহন-শ্বশুরে কষ্ট দিল। বথোচিত।  
 মোকদ্দমা জালে ফেলি মোহিনী জনকে,  
 বঞ্চিত করিল। অর্পণ শ্রমি কপর্দকে।  
 অনাথা হইয়া ধনী হতে পিত্রালয়  
 পলাইয়া আসিতেছে শ্বশুর-আলয়।  
 শ্বশুর জনকালয় তিন্ন রমণীর  
 কোথা স্থান আছে আর পাঠক সুধীর।  
 সংজ্ঞা সম্পাদিত যবে হলো মোহিনীব,  
 সম্মুখে নাথেরে হেরি আনন্দে অধীর।  
 মোহিনীর মনোভাব কি হলে! তখন,  
 সে ভাব বর্ণিতে দক্ষ হয় কোন জন ?  
 হে পাঠক! সুধীর সে ভাবের ভাব,  
 তোমা ছাড়া কার হবে অনুভব লাভ।  
 হে পাঠক! তাই বলি তব ছদ্ম-পটে,  
 মোহিনীর মনোভাব আঁক অকপটে।  
 কাব্যপটে সে ভাবের পাইবে অভাব,  
 করি দিল। সুসন্ধান আঁক তুমি ভাব।  
 সহৃদয় - করে যদি গড়ে সেই ভাব,  
 তবে সে ভাবের পাবে যথার্থ স্বভাব।

মোহিনীয়ে দীনা ক্ষীণা নিরদি, মোহন,  
 উঠিল বিষাদ-ঘন সে ছদ্ম গগন।  
 বহিল আশ্চর্য ঝড় দলি দেহাকাশ,  
 ভাঙ্গিল ইন্দ্রিয় তরু দেখি লাগে জ্বাস।  
 কুতূহল - শিখা তার হানিছে বিদ্বাৎ,  
 নীরদ-নির্ঘোষ তার অতি অদভুৎ।  
 অশ্রু - রক্তি বরিষণ হক্কে কিছু ক্ষণ,  
 ধামিল আশ্চর্য ঝড় জাগি দেহ, মন।  
 দেহ-তরী জাগ পেয়ে যজ্ঞণা তুফানে,  
 মোহন সম্বোধি কহে মোহিনীর পানে।  
 “একি একি বিধুমুখি কেন হেন দশা,  
 “সে শরীর চেনা ভার দেখিলে সহসা।  
 “সে লাবণ্যময়ী মূর্তি কেন তিরোহিত,  
 “সে সৌন্দর্যরাশি কোণে হলো লুক্কায়িত।  
 “কেন বা এ স্থলে প্রিয়ে যেন অনাধিনী,  
 “কেন বা এ বেশে তব যেন পাগলিনী।  
 “বল বল ইন্দুমুখি বন্ধ ফেটে যায়,  
 “যটিনাছে কি জঞ্জাল কহ লো আমার।”  
 নাথেরে উত্তর দিতে অশ্রুধারা শত  
 বহিল মোহিনী-গণ্ডে বেগে অবিরত।  
 দর দর অশ্রু ঝরে বাক্য নাহি ক্ষুরে  
 কে করে জাঙাল দিবা বিষাদ সিকুরে।  
 করে আঁখি ছেল ছল গদ গদ ভাষে  
 প্রাণকান্তে বিনোদিনী এরূপে সম্ভাষে।  
 “চল চল প্রাণনাথ আগে বাণী চল,  
 “সে কথা কবার নয় এই পণ্যস্থল।

" কহিতে দুঃখ কাহিনী-দশ নিশি নিবে,  
 " ফাটিবে অরাতি-বক্ষ যবে সে শুনিবে। "

মোহন ও রামধন হয়ে ত্বরান্বিত  
 আনে পাল্কি হাতে এক পল্লী সন্নিহিত ।  
 প্রবেশিল পাল্কি মধ্যে মোহিনী সুন্দরী,  
 চলিল বেহারাগণ হুম হাম করি ।  
 চিন্তাপুর গ্রামে ক্রমে আসি উপস্থিত,  
 পড়ি গেল কোলাহল সবে চমকিত ।  
 মহোৎসব পড়ি গেল মোহন-ভবনে,  
 প্রতিবেশীগণ এলো দেখিতে মোহনে ।  
 মোহন-জননী-হৃদি ধরিল কি ভাব,  
 স্নেহময়ী মাতা ভিন্ন সে ভাব-স্বভাব  
 বুঝিতে সক্ষম কেবা ? বুঝ গো জননি,  
 হারা অঞ্চলের নিধি পেলে স্নতমণি,  
 হৃদয় তোমার হৃদি হয় বিকসিত ।  
 অপূরে সে ভাব আশা পণ্ডিতামুচিত ।  
 মোহন-জননী শুনি আইলা মোহন,  
 ধরে আসি পুত্র কাছে করে সম্ভাষণ ।  
 " এলি কি মোহন মোর অঞ্চলের ধন,  
 " আয় বাছা কোলে করি মুখানি চুষন ।  
 " কাঁদি কাঁদি তোর তরে ও মোর রতন,  
 " হইয়াছে দৃষ্টিহারী ও ছুটী নয়ন ।  
 " আঁচলে রেখেছি বাঁধি হলো কত দিন  
 " এই দিকটু দ্রব্যটুকু, স্ন-তার-বিহীন  
 " বুঝি হইয়াছে এবে দেখ দেখি খেয়ে,  
 " এই খুঁটে সে দিবস ক্ষীরটুকু পেয়ে

“রাখিয়াছি বাঁধি বাঁছা ধর কঁহর ধর,  
 “দেখিয়া জুড়াক মম এ পোড়া অন্তর।”  
 “বিদেশে না থেয়ে দেয়ে শুকায়েছে মুখ,  
 “পাইয়াছে বাছা মোর কতই অস্থখ।  
 “বউ মা লক্ষ্মী আমার নদীর পুল্লি,  
 “কষ্টে হইয়াছে সার পাঁজর কেবলি।  
 “বোস্ মা গো বোস্ বোস্ মোহনের বাশে,  
 “কাজনি মা আর তোর কাজনি প্রণামে।  
 “দেখিয়া জুড়াক্ চোক জুড়াক্ হৃদয়,  
 “কি আনন্দ আজি নোর অন্তরে উদয়।”  
 মোহন - জননী ভাবি ভাবি পুত্র তরে,  
 অর্দ্ধ পাগলিনী প্রায় আছিলেন্দু ঘরে।  
 উপযুক্ত স্মৃত তরে নহিলে মা কার,  
 একটুকু ক্ষীর বাঁধে অঁচলের ধার ?  
 আনন্দের সীমা নাই মোহন-ভবনে,  
 আশ্রয় স্বজন এলো দেখিতে মোহনে।  
 পরম মিত্র মাধব বহু দরশনে,  
 আসি উপস্থিত হলো মোহন-ভবনে।  
 মোহন মাধবে করি যথেষ্ট আদর,  
 সদর বাটীতে এলো ধরি তার কর।  
 নানা কথা কহে দৌছে একত্রে বসিয়া,  
 ক্ষণ পরে কহিল মাধব বিবরিয়া  
 আত্মোপাস্ত সমুদায় রতাস্ত ভয়াল,  
 ঝরিল মোহন-অশ্রু ঘামিল কপাল।  
 জনকের ভয়ঙ্কর হৃত্য শুনে ধীর,  
 হইল তাহার মন বিবাদে অস্থির।

জীবনের কণ্ঠ্য শুনি মোহন-অন্তর,  
 কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে, ধ্বংস ধ্বংস।  
 ক্রোধে সুষরণ করি সুধীর, মোহন,  
 জীবন-জায়া গুণ করিল। বর্ণি।  
 সে ভ্রষ্টা কামিনী-কথা বর্ণিলে মোহন,  
 মাধব একাগ্রচিত্তে করিল। অবগ।  
 উঠিল মাধব-হৃদে জিহ্বাসা ভয়াল,  
 সে রক্তি করিতে তৃপ্ত উপস্থিত কাল।  
 মাধব, মোহনে জানি মহাদেব সম,  
 রাখিল গোপন করি সে বাহ্য বিসম।  
 মাধব মোহন - কাছে চাহিল বিদায়,  
 পর দিন শূন্তপুরে চলিল। ভরায়।  
 আসি শূন্তপুরে এক দরিত্রের ঘরে,  
 মাধব লইল। বাসা প্রকুল অন্তরে।  
~~কি~~ ঘরের পুঙ্খোচ্ছান বাহির ভ্রমিয়া,  
 রাখিল গবাক্ষ দ্বার ঠিকানা করিয়া।  
 ফাল্গুনের অমানিশা করিয়া প্রত্যাশা,  
 মাধব রহিল সেই আপনার বাসা।  
 নির্জারিত নিশীথিনী ক্রমে আবির্ভূত,  
 মাধব পূরিতে ব্যস্ত কামনা অদ্ভুত।  
 মেদিনী আরত দেখি যোর অন্ধকারে,  
 উপস্থিত মাধব সে উচ্ছান্নের দ্বারে।  
 পরশিল যেই দ্বার খুলিল অমনি,  
 সম্মুখে মাধব দেখে একটা রমণী।  
 জীবনের জায়া গুণবতী মধুমতী,  
 তাহারি কিকরী ইনি মিষ্টমুখী অতি।

মাধবে দেখায় পর্শ বাঁধা ঘাটে আনি,  
 বসিতে বলিয়া তথি গেল। সুব্রাহ্মণী।  
 কহিল "সকল কথা মধুমতী কাছে,  
 তবে হেম সুসংবাদ বল কিবা আছে।  
 প্রাণসখা-আগমন-কথা শুনি ধনী,  
 আত্মাদে নাচিল মন ধনীর তপনি।  
 বাসনা-লতিকা হৃদে মুদ্রিবে আজি,  
 এত দিনে জগদীশ তার প্রতি রাজি।  
 আভরণ নানাবিধ হীরকে ঝটিত,  
 পরিল সুন্দরী অঙ্গে বদন হাসিত।  
 করি বেশ মনোহর শয়ন-ভবনে  
 চলিল কামিনী হরা ভেটিতে জীবনে।  
 মিষ্ট মিষ্ট কথা কহি আপন স্বামীরে,  
 ভুলাইল তার মন কতই ফিকিরে।  
 কতকণে নিদ্রা যায় দগ্নিত। আপন-  
 করিতে লাগিল। করে সেবা চূচরণ।  
 অপর পুরুষে যবে প্রসন্ন হৃদয়,  
 স্বামীরে সে নিশি যত্ন কতই গো হয়।  
 জীবন নিদ্রিত দেখি সুন্দরী উঠিল,  
 চিত্তচোরে ভেটিবারে অমনি চলিল।  
 আনন্দে অধীর ধনী হয়ে ত্রস্তাশ্রিত,  
 মাধবের সন্নিধানে আসি উপস্থিত।  
 আঁধারে মাধবে ভাবি সুধীর মোহন,  
 কহে কথা কলঙ্কিনী করি সম্বোধন।  
 "এসো এসো প্রাণসখে জুড়াই নরন,  
 "তোমার ও চাদমুখ করি দরশন।

“চারি মাসু ভাবি ভাবি”ওহে চিত্তচোর,  
 “শরীর হয়েছে কালি”চৈয়ে দেখ মোর ।  
 “এক দিন হ’তো জ্ঞান একটী বৎসর,  
 “জাগিত ও মুখশশী হৃদে নিরন্তর ।  
 “আমার যৌবন ধনে তুমি সঙ্কেশ্বর,  
 “ধন মন কি যৌবন লহ গুণাকর ।  
 “বসো বসো প্রাণসখে হৃদয়-আগনে,  
 “কক্কু বাজন পাখা মোহাগ-পবনে ।  
 “নীতল বিমল মোর আনন্দ-জীবন,  
 “কক্কু প্রাণেশ তব পদ প্রক্ষালন ।  
 “কক্কু হে ফুলধনু ধনু আকর্ষণ,  
 “ইউক সার্থক মম জীবন যৌবন ।  
 “কর সখে স্মৃণে এই তামূল ভক্ষণ  
 “কহ কথা সুহৃদেণ জুড়াক অবণ ।”  
 “হে পাঠক সুধীবর এনেহে মোহন,  
 যেমনি সে মধুমতী মাধব তেমন ।  
 মধুমতী-রূপ হেরি মাধব মোহিত,  
 কি যেন ভাবনা হৃদে হহল উদিত ।  
 কষ্টে নৃষ্টে মনোভাব করিয়া গোপন,  
 মধুমতী প্রতি কহে মাধব তখন ।  
 “শুন শুন বিধুমুখি অপূর্ব কখন,  
 “রাখিতে হইবে মম আর এক পণ ।  
 “আমার বান্ধব-পত্নী হরিবার তরে,  
 “তব স্বামী কত কষ্ট দিল সে অন্তরে ।  
 “তোমার স্বামীর ছদি গঠিত পাষাণে,  
 “নিজ সুখ তরে বধে অপরেরে প্রাণে ।”

“কত কষ্ট প্রদানিল বান্ধব ভাৰ্য্যারে  
 “বচন না সরে মর্ম তাহা বলিবারে ।  
 “নিল করে ভূমি যদি পাক্ত মাশিবারে,  
 “তোমার স্বামীরে ধনি তীক্ষ্ণ তরবারে,  
 “তবে হে প্রেমসি হব তোমারি তথনি  
 “নতুবা চলিহু আমি শুন সুবদনি ।”  
 মধুমতী শুনি এই কথা ভয়ানক,  
 শরীর কাঁপিল তার ঘুরিল মস্তক ।  
 কহে সে কামিনী পরে মাধবের প্রতি  
 “তব কথা প্রাণকান্ত আশ্চর্য্য হৈ অতি ।  
 “কেমনে বধিব আমি স্বামীরে আপন,  
 “নারী হইবে পুরুষেরে বধিব কেমন ।”  
 মাধব কহিল তবে “চলিলাঁ আমি  
 “সুখে লয়ে থাক ধনি আপনার স্বামী ।”  
 এত বলি করি ছল মাধব চলিল,  
 মধুমতী মাধবেরে অমনি ধরিল ।  
 স্বামীর চরিত্রদোষ শুনি কর্ণে ধনী,  
 উঠিছিল কোপানল অন্তরে অমনি ।  
 মুখে প্রকাশিল শঙ্কা অন্তর অভয়,  
 সকলি করিতে দক্ষ ক্রম্ভার হৃদয় ।  
 মাধবে কহিল পরে কথা বিনাইয়া,  
 “কেমনে পুরুষ বধি রমণী হইয়া ।  
 “সাহায্য করিতে হবে তোমারে হৈ নাথ,  
 “তাই বলি এসো-হুগি এ অধিনী সাথ ।”  
 এত বলি মাধবেরে সঙ্গে লয়ে ধনী,  
 আপন অন্দরে চলে শঙ্কা নাহি গণি ।

জীবন পর্যায়ে মগ্ন প্রীতি নিজাম  
বর্জিত আলোক অধু জ্বলিছে তথায়।  
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল মাধবের কন্ঠে,  
নইল। যে মধুমতী অতীব সজ্জরে।  
জীবনের দুই কর মাধব ধরিল,  
মধুমতী প্রীতিদেশে ছুরি বসাইল।  
উঠিল চীৎকার করি জীবন উন্মাদ,  
শোণিত বহিল বেগে উপস্থিত কাল।  
মাধব সে দৃশ্য দেখি ছুটি পলাইল,  
মধুমতী তার পিছে অর্মানি ধাইল।  
মাধবের দেখা আর পাইবে কোথায়?  
মধুমতী হানে কর আপন মাথায়।  
হায় হায় করে ধনী হয়ে অনাধিনী,  
মধুমতী একবারে যোর উন্মাদিনী।  
আলু খাইল উন্মাদিনী ছুটিয়া বেড়ায়,  
“কি করিলু কি হইল হায় হায় হায়।”

সমাপ্ত।







